নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ জুন ২০২২

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা প্রতিবেদন

নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন

আইএমইডি
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০২২

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

অবকাঠামোগত ও শিক্ষা উপকরণগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এভাবে ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীর চাহিদা মেটাতে দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধিসহ বর্তমান প্রতিষ্ঠানসমূহের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধনে সরকার দেশব্যাপী বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ করেছে। "নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক একটি চলমান প্রকল্প; যা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রায় ১০,৬৪৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানসম্মত শিক্ষা এবং ভৌত সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর সাথে মাধ্যমিক স্তরে ভৌগোলিক সমতা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা। দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার পাশাপাশি শিক্ষানীতির বিভিন্ন লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জন করা। শিক্ষাকে বাস্তবমুখী, ফলপ্রসূ এবং সৃজনশীল করার জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা। প্রকল্পের মূল কাজগুলো হলো ৩০০০ টি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও শ্রেণি কক্ষের আসবাবপত্র সরবরাহ, পিআইইউ এর জন্য আসবাবপত্র, কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ১টি জীপ, ১টি মাইক্রোবাস ও মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীদের জন্য ২২টি ফটোকপিয়ার ও ২৫টি মটরসাইকেল ক্রয় করা।

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উদ্দেশ্যে সংখ্যাগত তথ্যের জন্য প্রকল্পের ৭টি ক্যাটেগরি থেকে আনুপাতিক হারে ১৬টি জেলার ৩২টি উপজেলায় ৬৪টি বিদ্যালয়ে মোট ১০২৪ জন উপকারভোগীকে নমুনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়া গুণগত তথ্যের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক কেআইআই, এফজিডি, কেস স্টাডি এবং কুড়িগ্রামে ১টি স্থানীয় কর্মশালা পরিচালনা করা হয়েছে। সমীক্ষার উত্তরদাতাদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ৭১.৯৭ শতাংশ স্কুলে পূর্বে থেকে সেমি পাকা বিল্ডিং এবং ২৪.৭১ শতাংশ স্কুলে পাকা ঘরের শ্রেণিকক্ষ ছিল বলে জানা যায়। নতুন বিদ্যালয় নির্মাণের ফলে কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা উপকারভোগীরা পাবেন এ সম্পর্কে জানতে চাইলে, ৯৮.৯৩ শতাংশের মতে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে ও ৭৭.০৫ শতাংশের মতে আসবাবপত্র সংকট দূর হবে। চলমান বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্পের কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন ৭০.৬১ শতাংশ উত্তরদাতা; অপরদিকে, নেতিবাচক মত প্রকাশ করেছেন ২৯.৩৯ শতাংশ উত্তরদাতা। অসন্তুষ্ট উত্তরদাতাদের এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে ২৮.৬১ শতাংশ জানান, প্রকল্পের কাজের গতি খুবই ধীর, কর্তৃপক্ষের নজরদারীর অভাব (২৬.০৭ শতাংশ), কাজের গুণগত মান ভালো নয় (২৭.৯৩ শতাংশ)। এছাড়া সঠিক জায়গায় স্কুল ভবন নির্মাণ হচ্ছে না ও কাজে পরিবেশ-প্রতিবেশের ক্ষতিসাধন হচ্ছে বলে মত প্রকাশ করেন যথাক্রমে ৭.৬০ শতাংশ ও ২.৬৪ শতাংশ উত্তরদাতা।

ক্রয় কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ৩০০০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৯৫২টি প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ৩৫টি প্রতিষ্ঠানের জরিপ ও দরপত্র কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ঢাকা মেট্রো এলাকায় ১৩টি প্রতিষ্ঠানের ডিও সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের ৪৮টি বিদ্যালয়ের প্যাকেজের কার্যাদেশ ২০১৮ ও ২০১৯ সালে দেওয়া হলেও এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি শূন্য শতাংশ। কারণ হিসেবে জানা যায়, নির্মাণ সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি জনিত কারণে ঠিকাদার কাজ শুরু করে নাই; এ সম্পর্কে জানা যায়, প্রথমবার টেস্ট পাইল লোড টেস্টে অকৃতকার্য হলে পুনরায় মাটি পরীক্ষা করে টেস্ট পাইলের নকশা নতুনভাবে সরবরাহ করা হয়। ইতোমধ্যে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির কারণে ঠিকাদার কাজটি শুরু করেনি। এছাড়া মাটি খারাপ হওয়ায় পরবর্তীতে পাইলের কাজের দরপত্র আহবান করা, প্রকল্প সাইটে যাতায়াত সমস্যা, নন-প্রোটোটাইপ বিল্ডিং নির্মাণ, জমি সংক্রান্ত জটিলতা ইত্যাদি কারণে অগ্রগতি হয়নি বলে জানা যায়। ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি OTM হিসেবে উল্লেখ থাকলেও কয়েকটি বিদ্যালয়ের নির্মাণ প্যাকেজ LTM পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে যা পিপিআর-২০০৮ বিধিমালার ব্যত্যয় হয়েছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে প্রকল্প অফিস সূত্রে জানা যায়, দরপত্র প্রক্রিয়া বিশেষ প্রয়োজনে দ্রুত করার স্বার্থে

বিভিন্ন সময়ে OTM এর পরিবর্তে LTM করা হয়েছে। দরপত্র LTM পদ্ধতিতে করার পূর্বে HOPE এর অনুমোদন নেয়া হয়েছে মর্মে জানা যায়। এছাড়া কয়েকটি বিদ্যালয় নির্মাণে একই ঠিকাদার নিয়োগ পেয়ে ৩ থেকে ৪ বছর অতিবাহিত হলেও যাদের প্রত্যেকটি প্যাকেজের কাজের অগ্রগতি শূন্য শতাংশ।

সর্বশেষ অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৬৪৯০৫.২৮ লক্ষ টাকা এবং এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি যথাক্রমে ৬৫.২৭ শতাংশ ও ৭৬.০০ শতাংশ। প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম ৩০০০টি অনাবাসিক ভবন নির্মাণের অগ্রগতি ৭৫ শতাংশ হলেও আসবাবপত্র সরবরাহের অগ্রগতি ৩.৩০ শতাংশ; প্রায় ৩১ শতাংশ (১১৮৩টি) বিদ্যালয় নির্মাণ শতভাগ (১০০%) সম্পন্ন করে দীর্ঘদিন আগে হস্তান্তর করা হলেও অধিকাংশ বিদ্যালয়েই আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয় নি।

সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকল্পের সবল যে দিকগুলো চিহ্নিত হয়েছে তা হলো: ৩০০০টি বেসরকারি বিদ্যালয়ে উন্নত অবকাঠামো নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহের ফলে দেশের গ্রামীণ জনপদেও শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। শিক্ষার ভৌগোলিক সমতা রক্ষার মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলও উন্নত সুযোগ-সুবিধাসহ শিক্ষার আলো থেকে আর বাইরে থাকবে না। প্রকল্পের বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লক থাকায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। দুর্বল দিক হলো: ২০১৮ সালে প্রকল্প শুরু হলেও প্রকল্পের অগ্রগতি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয় নি; ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বহুলাংশে ব্যাহত হয়েছে; ফিজিবিলিটি স্টাডিপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ না করায় সাইট নির্বাচন, বিদ্যালয় নির্বাচন, জমি সংক্রান্ত বিষয়াদি ইত্যাদি জটিলতায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ দীর্ঘায়িত হয়েছে/হচ্ছে; স্থানীয় তত্ত্বাবধান কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত না হওয়ায় প্রকল্পের নির্মাণ কাজ মনিটরিং সঠিকভাবে হচ্ছে না; নন-প্রোটোটাইপ বিদ্যালয়ের বিষয়ে ডিপিপিতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকা, ফলে নকশা প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রতার কারণে নির্মাণ কাজ বিলম্বিত হওয়া। সুযোগসমূহ: দেশে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলেও উন্নততর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ সৃষ্টি হবে; প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সুবিধা থাকায় সমাজের এক প্রকার বঞ্চিত এই শিক্ষার্থীরা এসব স্কুলে পড়াশুনার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ঝুঁকিসমূহ: আসবাবপত্র দ্রুত সরবরাহ না করা হলে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা তথা প্রকল্পের উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা রয়েছে; ভবন নির্মাণে ও কর্মকান্ডে গাছপালা কেটে ফেলা ও বিনষ্ট হওয়ায় নতুন করে গাছপালা না লাগালে পরিবেশ-প্রতিবেশের অবনমন ঘটার আশংকা রয়েছে।

প্রকল্পের সার্বিক পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায়, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা না হওয়ায় জমি অধিগ্রহণ জটিলতা, পাইলিং সংক্রান্ত সমস্যা, শিক্ষার্থী অনুপাত নির্ধারণ না করে প্রোটোটাইপ স্কুলের নির্মাণে শ্রেণি কক্ষের সংখ্যা সঠিক সংখ্যক না হওয়া, নন-প্রোটোটাইপ বিদ্যালয় নির্মাণে নকশা তৈরি জনিত দীর্ঘসূত্রতা দেখা দিয়েছে। ফলে ২০১৮ সালে ওয়ার্ক ওর্ডার দেওয়া হলেও ২০২২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ১০.০১ শতাংশ (১০৩টি) বিদ্যালয়ের অগ্রগতি শূন্য শতাংশ। পিএসসি সভায় বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর সকল প্রকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা (Safety Measure) নিশ্চিত করার বিষয়ে সুপারিশ করা হলেও বাস্তবায়নকারী সংস্থা নিরাপত্তার বিষয়ে বাস্তবসম্মত কোনো পদক্ষেপ নেয় নি পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া ফায়ার ফাইটিং সামগ্রীও অনেক বিদ্যালয়ে পরিলক্ষিত হয় নি। ৩১% বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ ১০০ ভাগ সমাপ্ত করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কোনো বিদ্যালয় ৬ মাস থেকে ১ বছর পূর্বে হস্তান্তর করলেও সেসব বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয় নি। ফলে আসবাবপত্র না থাকায় বিদ্যালয় নির্মাণের উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যাহত হয়েছে পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যালয় নির্বাচনে ডিপিপি অনুযায়ী সরকারি কোনো বিদ্যালয় এই প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত হবে না। কিন্তু সরেজমিন পর্যবেক্ষণে এ ক্ষেত্রেও ব্যত্যয় হয়েছে পরিলক্ষিত হয়। ডিপিপি অনুযায়ী নিরাপদ পানি সরবরাহের বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও কোনো সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন নেই কীভাবে পানিকে নিরাপদ বিবেচনা করা হবে।

প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি তথ্য-উপাত্ত এবং ফলাফল বিশ্লেষণের পর পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ শেষে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ করা হলো: (১) প্রকল্পের অবশিষ্ট ২৪ শতাংশ কাজ নির্ধারিত সময় জুন/২০২৩-এর মধ্যে শেষ করতে হলে

একটি সময়ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেই কেবলমাত্র উক্ত সময়ে প্রকল্পটি সম্পন্ন করা যেতে পারে; (২) প্রকল্পের টেকসইকরণে প্রকল্প শেষে এর রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত একটি সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ও বছরভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণের কর্মপরিকল্পনা বা এক্সিট প্লান সংশোধিত ডিপিপিতে সংযোজন করা যেতে পারে; (৩) শ্রেণিকক্ষ কার্যকরভাবে ব্যবহার ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য পূরণে বিদ্যালয় নির্মাণ সমাপ্তির সাথে সাথেই আসবাবপত্র সরবরাহ করা দরকার; (৪) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম যথাসময়ে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পিএসসি ও পিআইসি সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত করা যেতে পারে; (৫) ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনে কিছুটা সময় লাগলেও তা সম্পাদনের পরই প্রকল্প গ্রহণ করা দরকার; (৬) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (Disable) শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তৈরিকৃত র‍্যাম্প ও টয়লেটের জন্য স্বীকৃত ডিজাইন অনুসরণ করা যেতে পারে; (৭) বিদ্যালয়গুলোতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সহজভাবে চলাচলের জন্য প্রবেশ রাস্তা নির্মাণ ও ক্ষেত্র বিশেষে পাকা করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে; (৮) বিদ্যালয় নির্মাণে ব্যবহার্য উপাদানের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে এলএসসি সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত করার মাধ্যমে বিদ্যালয় নির্মাণের মনিটরিং ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা যেতে পারে; (৯) কোমলমতি শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে প্রতিটি বিদ্যালয়ের সাবমারসিবল পাম্পের উত্তোলিত পানি পরীক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা যেতে পারে; (১০) ভবিষ্যৎ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই ভিন্ন ভিন্ন মাপকাঠি বিবেচনায় নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রোটোটাইপ নকশা বিবেচনা করা যেতে পারে।

প্রকল্পটির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমগ্র দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমে গতিশীলতা আসবে। ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও একটি সুশিক্ষিত প্রজন্মের মেধা বিকাশের সুযোগ ব্যাপকভাবে সৃষ্টি হবে। এছাড়া উপকূলীয়, নদী ভাঙ্গন, হাওর ও পাহাড়ী এলাকায় যেখানে পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাবে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে, চলমান প্রকল্প সম্পন্ন হলে ভৌগোলিক সমতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

ACRONYMS & ABBREVIATIONS

ADP	:	Annual Development Programme
BOQ	:	Bill of Quantity
CPTU	:	Central Procurement Technical Unit
DPP	:	Development Project Proposal
ECNEC	:	Executive Committee of the National Economic Council
EED	:	Education Engineering Department
e-GP	:	Electronic Government Procurement
FGD	:	Focus Group Discussion
FIRR	:	Financial Internal Rate of Return
ICT	:	Information and Communication Technology
IMED	:	Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII	:	Key Informant Interview
LTM	:	Limited Tendering Method
M&E	:	Monitoring and Evaluation
MoE	:	Ministry of Education
NGO	:	Non-Government Organization
OTM	:	Open Tendering Method
PEC	:	Project Evaluation Committee
PIC	:	Project Implementation Committee
PIU	:	Project Implementation Unit
PPA	:	Public Procurement Acts
PPR	:	Public Procurement Rules
PSC	:	Project Steering Committee
SDGs	:	Sustainable Development Goals
SPSS	:	Statistical Package for Social Science
SWOT	:	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
ToR	:	Terms of Reference

GLOSSARY

অডিট	:	কোন আর্থিক কর্মকাণ্ড প্রয়োজনীয় নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, তা খতিয়ে দেখার জন্য পরিচালিত নিয়মমাফিক ও নিরপেক্ষ মূল্যায়নই হলো অডিট।
কেস স্টাডি	:	কেস স্টাডি হল একটি গুণগত গবেষণা কৌশল। কেস স্টাডি বলতে এমন একটি সমীক্ষাকে বোঝায় যা প্রাপ্ত ফলাফলের পিছনের গল্পকে বিশ্লেষণ ও সমন্বয় করে সকলের নিকট উপস্থাপন করে। এটি একটি সমাজ গবেষণা ও অনুসন্ধানমূলক কৌশল যেখানে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোন গোষ্ঠীকে একক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
ক্লাস্টার স্যাম্পলিং	:	ক্লাস্টার স্যাম্পলিং বা গুচ্ছ নমুনায়ন হলো দৈব চয়িত নমুনায়নের অন্য একটি রূপ। প্রকৃতপক্ষে যখন সমগ্রক বা তথ্যবিশ্ব আকারে খুব বড় হয় এবং ভৌগোলিক দিক থেকে বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে থাকে তখন এই প্রকার নমুনায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।
ডিজাইন ইফেক্ট	:	ডিজাইন ইফেক্ট হলো একটি সংশোধন ফ্যাক্টর যা প্রয়োজনীয় নমুনার আকার সমন্বয় করতে ব্যবহৃত হয়।
প্রাইস কন্টিনজেন্সি	:	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাইস কন্টিনজেন্সি বাজেট হল একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ যা প্রকল্পের সম্ভাব্য কাজগুলোকে সম্পাদন করার জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যেগুলি খরচ অনুমানে বিশেষভাবে হিসাব করা হয় না। এর উদ্দেশ্য হলো খরচ এবং সময়ের বৃদ্ধি/হ্রাসের অনুমানের অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়তার জন্য ক্ষতিপূরণ, সেইসাথে অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি হ্রাস করা।
ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	:	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি মানে হলো প্রকল্পের নকশা পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে অপ্রত্যাশিত উপাদান বা খরচগুলিকে সম্পাদন করার জন্য একটি প্রকল্পের মূল খরচের উপরে এবং তার বাইরেও যে আনুষঙ্গিক বিধানগুলি তৈরি করা প্রয়োজন।
বেইজলাইন সার্ভে		বেসলাইন সার্ভে বা জরিপ হল একটি সমীক্ষা যা একটি প্রকল্পের শুরুতে করা হয় যা কোনো বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য পরিচালিত হয়।
স্পেসিফিকেশন	:	পণ্যের স্পেসিফিকেশন হল কৌশলগত উপায়ে পণ্যে উপস্থিত প্রয়োজনীয় সমস্ত বিবরণ এবং বৈশিষ্ট্য তালিকাবদ্ধ করার প্রক্রিয়া। এটি এমন একটি তালিকা যাতে পণ্যটিতে থাকা সমস্ত বৈশিষ্ট্য বা প্রয়োজনীয়তা লিপিবদ্ধ থাকে।

প্রথম অধ্যায়

প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য শিক্ষা খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ অপরিহার্য। অর্থনীতিবিদদের মতে, শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ সবচেয়ে লাভজনক এবং নিরাপদ রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ। অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো এবং মার্শালের মতে, শিক্ষা এমন একটি খাত যার কাজ হলো দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলে পুঁজির সঞ্চালন ঘটানো। বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মতে দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রায় ২১ হাজার স্কুলে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণিতে এখন শিক্ষার্থী আছে এক কোটিরও বেশি। এত বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে শ্রেণিকক্ষের সংকট রয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে নতুন নতুন শিক্ষা অবকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হলে শিক্ষার্থী শিক্ষকদের উপস্থিতি বাড়বে, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া উন্নত হবে, শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। তাই দেশে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত বিনিয়োগ অনস্বীকার্য।

এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে অবকাঠামোগত ও শিক্ষা উপকরণগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ শিক্ষার সার্বিক মান বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এভাবে ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীর চাহিদা মেটাতে দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধিসহ বর্তমান প্রতিষ্ঠানসমূহের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধনে সরকার দেশব্যাপী বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বর্তমান ***"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন"*** শীর্ষক প্রকল্পটি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০১৮-২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পটির মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৬৪৯০৫.২৮ লক্ষ টাকা যা ১৬-০১-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানসম্মত শিক্ষা এবং ভৌত সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর সাথে মাধ্যমিক স্তরে ভৌগোলিক সমতা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা। দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার পাশাপাশি শিক্ষানীতির বিভিন্ন লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জন করা। শিক্ষাকে বাস্তবমুখী, ফলপ্রসূ এবং সৃজনশীল করার জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা। প্রকল্পের মূল কাজের মধ্যে রয়েছে ৩০০০টি বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও শ্রেণি কক্ষের আসবাবপত্র সরবরাহ, পিআইইউ এর জন্য আসবাবপত্র সরবরাহ, পিআইইউ এর জন্য কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ১টি জীপ, ১টি মাইক্রোবাস ও মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীদের জন্য ২২টি ফটোকপিয়ার ও ২৫টি মটরসাইকেল ক্রয়।

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি নির্দিষ্ট সময়ে সমাপ্ত না হওয়া ও ব্যয় বৃদ্ধি না করে সময় বাড়ানো এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে/হচ্ছে তা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ, প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা, পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ এর নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়েছিল/হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি নিবিড় পরিবীক্ষণ করার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে।

ক. প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণী:

প্রকল্পের নাম	**:**	**“নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন”**
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	**:**	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	**:**	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রকল্পের অবস্থান	**:**	সমগ্র বাংলাদেশ

১.২	**ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য**	**:**	✓ মানসম্মত শিক্ষা এবং ভৌত সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর জন্য প্রচলিত মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানসমূহে (বেসরকারি) ছাত্র-ছাত্রীদের চাপ কমানো। ✓ শহর এবং গ্রামীণ এলাকায় ৪-তলা এবং ৬টি মহানগর এলাকায় ৬-তলার ভিত্তিসহ ছয় তলা ভবন নির্মাণ করা। বন্যা, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ৫-তলা ভিত্তিসহ ৫-তলা ভবন নির্মাণ। প্রতিটি নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের জন্য শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্র সরবরাহ করা। ✓ মাধ্যমিক স্তরে ভৌগোলিক সমতা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা; ✓ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি করা; ✓ দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা; ✓ শিক্ষানীতির বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করা; ✓ শিক্ষাকে বাস্তবমুখী, ফলপ্রসূ এবং সৃজনশীল করার জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা; ✓ যেখানে সুযোগ রয়েছে সেখানে অধিক ছাত্র/ছাত্রীদের উন্নততর শিক্ষার প্রবেশাধিকার প্রদান করা; ✓ স্বাস্থ্যকর স্যানিটারি সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা; ✓ ক্যাম্পাসের সবার জন্য অধিক এবং উন্নততর সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।

চিত্র-১.১ প্রকল্পের সার্বিক চিত্র

১.৩ অনুমোদন/সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি

"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক মূল প্রকল্পটি জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০২০ মেয়াদে সর্বমোট ১০৬৪৯০৫.২৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ১৬/০১/২০১৮ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয়ের সম্পূর্ণটাই বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক অনুদানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। জমি সংক্রান্ত জটিলতা, প্রোটোটাইপ, নন-প্রোটোটাইপ বিদ্যালয়ের নকশাজনিত জটিলতা ইত্যাদি কারণে পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি না করে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। নিচের টেবিল-১.১ তে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো-

টেবিল-১.১ প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি (লক্ষ টাকা)

ডিপিপি	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়		পার্থক্য	বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ	অনুমোদন কারী সংস্থা
	মোট	জিওবি	সংশোধিত - মূল			
১	২	৩		৮	৯	১০
মূল	১০৬৪৯০৫.২৮	১০৬৪৯০৫.২৮	-	জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০২০	১৬/০১/২০১৮	একনেক
পুনর্গঠন/ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীত সংশোধন	১০৬৪৯০৫.২৮	১০৬৪৯০৫.২৮		জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২৩	২০/১৭/২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়

তথ্যসূত্র: ডিপিপি (২০১৮); প্রকল্প অফিস

মূল ডিপিপি থেকে দেখা যায়, অনুমোদিত প্রকল্পটি শিক্ষা সংক্রান্ত যার লক্ষ্য হলো ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন করা। এটি একটি সেবা খাতের প্রকল্প; এর অর্থ হলো ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা। তাই এই প্রকল্প বাস্তবায়ন অত্যন্ত ফলপ্রসূ ফলাফল বয়ে আনবে এবং সে কারণে এটি নিম্নলিখিত উপায়ে সমাজের উপর একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে:

১) মোট ১৩, ০০, ০০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে উন্নততর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। অর্থাৎ ১৩, ০০, ০০০ জন নতুন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হবে।
২) মোট ৩০০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্যানিটেশন, বিদ্যুৎ এবং আসবাবপত্র সরবরাহ করার মাধ্যমে আধুনিকায়ন করা হবে।
৩) একটি মানসম্মত নেতৃত্ব গড়ে উঠবে যারা জাতির ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে নেতৃত্ব দিবে।
৪) নিরাপদ খাবার পানি এবং উন্নততর স্যানিটারি সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত হবে।

১.৪ অর্থায়নের অবস্থা

চলমান প্রকল্পটি সমগ্র দেশব্যাপী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় মোট ৩০০০টি বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ, আসবাবপত্র সরবরাহ করা হচ্ছে। নিচের টেবিল-১.২-এ প্রকল্পের বছরভিত্তিক অর্থায়ন ও বরাদ্দ তুলে ধরা হলোঃ

টেবিল-১.২ প্রকল্পের বছরভিত্তিক অর্থায়ন ও বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	প্রকল্প সংশোধন	প্রকল্পের বরাদ্দ	
		জিওবি	মোট
১	২	৩	৬
বছর-১ (২০১৭-১৮)	মূল	৫০০০.০০	৫০০০.০০
বছর-২ (২০১৮-১৯)	মূল	৪০১৬৭৩.১২	৪০১৬৭৩.১২
বছর-৩ (২০১৯-২০)	মূল	৪০১৬৭৩.১২	৪০১৬৭৩.১২
বছর-৪ (২০২০-২১)	মূল	২৫৬৫৫৯.০৪	২৫৬৫৫৯.০৪
মোট	**মূল**	১০৬৪৯০৫.২৮	১০৬৪৯০৫.২৮

তথ্যসূত্র: ডিপিপি (২০১৮)

১.৫ প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম

টেবিল-১.৩ প্রকল্পের কার্যক্রম ও ব্যয় বিভাজন

ক্রমিক নং	মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহ	সংখ্যা/পরিমাণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪
১	৩০০০ টি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে একাডেমিক ভবন নির্মাণ	৩৯,৮৮,৭০৫ বর্গমিটার	৯২৯৮২২.৪৮
২	৩,০০০ টি বিদ্যালয় এবং পিআইইউ অফিসের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহ এবং সম্পদ সরবরাহ ও ক্রয় [যানবাহন (মোটর সাইকেল, মাইক্রোবাস, জীপ গাড়ী) ক্রয়, অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়, কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক ক্রয়]	থোক	১১২৯৪৩.২৯

তথ্যসূত্র: ডিপিপি (২০১৮)

১.৬ অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

“নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক চলমান প্রকল্পটি জুন, ২০২৩ সালে সমাপ্ত হবে। এর মধ্যে আসবাবপত্র সংক্রান্ত প্রকল্প উপাদান/অঙ্গের কাজের অগ্রগতি প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। নিচের টেবিলঃ ১.৪ এ প্যাকেজগুলোর মূল ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়-পরিকল্পনার সময়ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করা হলোঃ

টেবিলঃ ১.৪ প্রকল্পের প্যাকেজগুলোর ক্রয়-পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		
						দরপত্র আহবান	চুক্তি সাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৮	৯	১০	১১
পণ্য								
পিজি-১	কম্পিউটার	প্রতিটি	০৯ টি	আর.এফ. কিউএম	৯.০০	২৫.০৪.২০১৮	১৫.০৫.২০১৮	২০.০৬.২০১৮
পিজি-(২-২৩)	ফটোকপিয়ার	প্রতিটি	২২	আর.এফ. কিউএম	৪৪.০০	২৫.০৪.২০১৮	১৫.০৫.২০১৮	২০.০৬.২০১৮
পিজি-২৪	আসবাবপত্র	থোক	থোক	ওটিএম (এনসিটি)	১০.২৯	০১.০৫.২০১৮	০১.০৬.২০১৮	২৫.০৬.২০১৮
পিজি-৫-১০২৫	আসবাবপত্র	থোক	থোক	ওটিএম (এনসিটি)	৩৭৫৬৭.০০	১৫.০৯.২০১৮	১৫.১১.২০১৮	১৫.০৩.২০১৯
পিজি-১০২৬-২০২৬	আসবাবপত্র	থোক	থোক	ওটিএম (এনসিটি)	৩৭৫৬৭.০০	১৫.১২.২০১৮	১৫.০৩.২০১৯	১৫.০৭.২০১৯
পিজি-২০২৭-৩০২৭	আসবাবপত্র	থোক	থোক	ওটিএম (এনসিটি)	৩৭৫৬৯.০০	১৫.০৭.২০১৯	১৫.১০.২০১৯	১৫.০৪.২০২০
পিজি-৩০২৮	মোটরসাইকেল	প্রতিটি	২৫ টি	ওটিএম (এনসিটি)	৪৫.০০	২৫.০৪.২০১৮	১৫.০৫.২০১৮	১০.০৬.২০১৮
পিজি-৩০২৯	জীপ গাড়ি	প্রতিটি	০১ টি	ওটিএম (এনসিটি)	৯০.০০	২৫.০৪.২০১৮	১৫.০৫.২০১৮	১০.০৬.২০১৮
পিজি-৩০৩০	মাইক্রোবাস	প্রতিটি	০১ টি	ওটিএম (এনসিটি)	৪০.০০	২৫.০৪.২০১৮	১৫.০৫.২০১৮	১০.০৬.২০১৮
পিজি-৩০৩১	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	প্রতিটি	০১ টি	ওটিএম (এনসিটি)	০২.০০	২৫.০৪.২০১৮	১৫.০৫.২০১৮	১০.০৬.২০১৮
পূর্ত কাজ								
ডব্লিউডি (১-৭৫০)	একাডেমিক ভবন নির্মাণ (৭৫০ বিদ্যালয়)	বর্গমিটার	৯৯৭১৭৬.২৫ বর্গ.মি.	ওটিএম (এনসিটি)	২৩২৪৫৫.৬২	২৫.০৪.২০১৮	২৫.০৫.২০১৮	১০.০৫.২০১৯
ডব্লিউডি (৭৫১-১৫০০)	একাডেমিক ভবন নির্মাণ (৭৫০ বিদ্যালয়)	বর্গমিটার	৯৯৭১৭৬.২৫ বর্গ.মি	ওটিএম (এনসিটি)	২৩২৪৫৫.৬২	০১.০৮.২০১৮	১৫.১০.২০১৮	১৫.১০.২০১৯
ডব্লিউডি (১৫০১-২২৫০)	একাডেমিক ভবন নির্মাণ (৭৫০ বিদ্যালয়)	বর্গমিটার	৯৯৭১৭৬.২৫ বর্গ.মি	ওটিএম (এনসিটি)	২৩২৪৫৫.৬২	০১.০৪.২০১৯	১৫.০৬.২০১৯	১৫.০৬.২০২০
ডব্লিউডি (২২৫১-৩০০০)	একাডেমিক ভবন নির্মাণ (৭৫০ বিদ্যালয়)	বর্গমিটার	৯৯৭১৭৬.২৫ বর্গ.মি	ওটিএম (এনসিটি)	২৩২৪৫৫.৬২	০১.০৮.২০১৯	১৫.১০.২০১৯	১৫.১০.২০২০
সেবা								
এসডি-০১ থেকে ৩	প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং সফটওয়্যার মেইনটেনেন্স	থোক	থোক	আর.এফ. কিউএম	১৫.০০	১৫.০২.২০১৮	১৮.০২.২০১৮	জুন ২০২০

উপরের টেবিল ১.৪ থেকে দেখা যায়, ২০১৮-২০২০ মেয়াদে পিজি-১ থেকে পিজি-৩০৩১ পর্যন্ত পণ্য সংক্রান্ত প্যাকেজগুলি মূল ডিপিপি অনুযায়ী সম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ডব্লিউডি-১ থেকে ডব্লিউডি-৩০০০ পর্যন্ত পূর্ত কাজের প্যাকেজগুলি সম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। পূর্ত কাজের বেশির ভাগ প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান ও চুক্তি স্বাক্ষর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে হলেও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হয় নি; যা বিস্তারিত তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১.৭ প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক

ডিপিপিতে ৪*৪ ম্যাট্রিক্স-এর একটি লগ-ফ্রেম রয়েছে। নিচের টেবিল-১.৫ এ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের বিস্তারিত তুলে ধরা হলোঃ

টেবিল: ১.৫ লগ-ফ্রেম

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
১	২	৩	৪
লক্ষ্য (Goal) দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে ভূমিকা রাখা।	২০২০ সাল পরবর্তী সময় থেকে ৩০০০টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ শেষে মাধ্যমিক/উচ্চ শিক্ষায়/কর্মমূখী শিক্ষায় প্রবেশের সুযোগ পাবে, যা দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে ভূমিকা রাখবে।	ব্যানবেইস রিপোর্ট	
উদ্দেশ্য (Outcome) সারাদেশে ৩০০০টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণি কক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি ও শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি	৩০৬০০টি নতুন শ্রেণিকক্ষ, ৩০০০টি টিচার্স রুম ও ৩০০০টি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কমন রুম নির্মাণের মাধ্যমে ২০২০ সালের মধ্যে ১৩০০০০০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিন্তকরণ।	পিসিআর, আইএমইডি মূল্যায়ন রিপোর্ট	উপযুক্ত শিক্ষকমন্ডলী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ।
আউটপুট (Output) একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পাদনা, নির্মিত একাডেমিক ভবনের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও পিআইইউ এর জন্য ২৫টি মটর সাইকেল, ১টি জীপ গাড়ি এবং ১টি মাইক্রোবাসসহ অফিস সরঞ্জামাদি সরবরাহের কাজ সম্পাদন	• ডিসেম্বর ২০২০ সালের মধ্যে ৩০০০টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ক্যাটাগরি অনুযায়ী ৪/৫/৬ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পাদন। • ডিসেম্বর ২০২০ সালের মধ্যে ৩০০০টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ সম্পাদন। • ডিসেম্বর ২০১৮ সালের মধ্যে পিআইইউ এর জন্য ১টি মাইক্রোবাস ও ১টি জীপ গাড়ি ক্রয় এবং ইইডি'র মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীদের জন্য ২৫টি মটরসাইকেল সরবরাহ কাজ সম্পাদন	মন্ত্রণালয়, ইইডি ও আইএমইডি পরিদর্শন প্রতিবেদন।	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বহাল রাখা।
ইনপুট (Input) • ৩০০০টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে	• ৩০০০টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একাডেমিক ভবন নির্মাণ	ইইডি, মন্ত্রণালয় ও	যথাসময়ে প্রকল্পের অনুমোদন, সময়মত

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
১	২	৩	৪
একাডেমিক ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ঠিকাদার নিয়োগ • ঠিকাদারের নিকট সাইট ও ডিজাইন হস্তান্তর • আসবাবপত্র সরবরাহ • পিআইইউ এর অফিস সরঞ্জামাদি সরবরাহ • ২৫টি মটরসাইকেল সরবরাহ • পিআইইউ এর জন্য ১টি মাইক্রোবাস ও ১টি জীপ গাড়ি সরবরাহ।	ব্যয়ঃ ৯২৯৮২২.৪৮ লক্ষ টাকা • ৩০০০টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও পিআইইউ এর জন্য আসবাবপত্র সরবরাহ ব্যয়ঃ ১১২৭১৩.২৯ লক্ষ টাকা • পিআইইউ এর জন্য ১টি মাইক্রোবাস ও ১টি জীপ ক্রয়। ব্যয়ঃ ১৩০.০০ লক্ষ টাকা • মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীদের জন্য ২৫টি মটরসাইকেল ক্রয় ব্যয়ঃ ৪৫.০০ লক্ষ টাকা • পিআইইউ এর জন্য অফিস সরঞ্জামাদি সরবরাহ ব্যয়ঃ ৫৫.০০ লক্ষ টাকা	আইএমইডি'র মাসিক ও বাৎসরিক প্রতিবেদন।	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, ঠিকাদার নিয়োগে বিঘ্ন সৃষ্টি না হওয়া, সময়মত অর্থ ছাড়, নির্মাণ সামগ্রীর ব্যয় অপরিবর্তিত থাকা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে অনুকূল থাকা।

উক্ত লগ-ফ্রেমটি সমগ্র প্রকল্পের জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছে। লগ-ফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে ভূমিকা রাখা। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সারাদেশে ৩০০০টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণি কক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি ও শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি। লগ-ফ্রেমের আলোকে প্রকল্পটি সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার মাধ্যমে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.৮ প্রকল্পের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও ফলাফল টেকসইকরণ

মূল ডিপিপি'র অনুচ্ছেদ ২৬.০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রকল্পের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে জানা যায়, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বর্তমান সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল এবং কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে শ্রেণিকক্ষের নির্মাণ এবং স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশে ছাত্রদের পাঠদানের ব্যবস্থা করা, মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্লক নির্মাণের ব্যবস্থা করা ও শিক্ষার পরিবেশ আধুনিকরণসহ ছাত্রদের পাঠ গ্রহণের উপর আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং যুগোপযোগী শিক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করার মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সম্পদের সুষম ব্যবহারে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিক্ষার্থীর টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন এবং জীব আচরণ, মানবাধিকার, লৈঙ্গিক সমতা শান্তি ও অহিংস সংস্কৃতি, আন্তর্জাতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন নিশ্চিত করার বিষয়ে SDG-তে বলা হয়েছে। সবার জন্য শিক্ষা এবং সদ্য বাস্তবায়িত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট লক্ষ্যসমূহ (Millennium Development Goals) এবং ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী সরকারের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি ও উন্নয়নের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে, যা মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও যুগোপযোগী সহায়ক হয়েছে। কাজেই বলা যায় প্রকল্পটি টেকসইকরণে সপ্তম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় SDG ও জাতীয় শিক্ষানীতি তথা মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারে সাথে সুনির্দিষ্ট সম্পৃক্ততা আছে। মূল ডিপিপি'র ৩১.০ অনুচ্ছেদ থেকে ফলাফল টেকসইকরণ বিষয়ে জানা যায়, প্রকল্পের সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই করার জন্য সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিবিড় পরিবীক্ষণ পদ্ধতি কার্যকরভাবে প্রকল্পের সমীক্ষায় ব্যবহারের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট অ্যাপ্রোচ গ্রহণ করেছেন, যা বিশদ এবং অংশগ্রহণমূলক। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক নিবিড় পরিবীক্ষণের ফলাফলগুলো মূল্যায়নের জন্য এই অংশগ্রহণমূলক অ্যাপ্রোচ আইএমইডি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে বিস্তৃত এবং ধারাবাহিক আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করবে। নিম্নে বর্ণিত প্রকল্পের বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা, ক্রয় প্রক্রিয়াসহ প্রকল্প ব্যয় এবং প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য এ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়েছে:

২.১ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি (ToR)

(১) প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(২) প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

(৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৪) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যোলোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৫) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৬) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৭) প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যোলোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৮) প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়. বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৯) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(১০) প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

(১১) প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;

(১২) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;

(১৩) প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(১৪) ইন্টারনাল অডিট ও এক্সটারনাল অডিট বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ;

(১৫) প্রকল্পের ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট হয়েছে কিনা, হলে উক্ত প্রকল্পে অডিট আপত্তি আছে কিনা, থাকলে কয়টি, বিবরণ কী, জড়িত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(১৬) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

২.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নে কার্যপদ্ধতি

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমটির তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উৎস হতে সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

সেকেন্ডারি তথ্য পর্যালোচনাঃ প্রকল্পের নিবিড় পর্যবেক্ষণের আওতায় প্রকল্প সম্পর্কিত ডকুমেন্ট বিশদভাবে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ক্রয় কার্যক্রম (দরপত্র আহবান, দরপত্র মূল্যায়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়া, চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি) পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও মাইলফলক অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তব ও আর্থিক দিক দিয়ে অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির যৌক্তিকতা পরীক্ষা করা হয়েছে।

প্রাইমারি তথ্য সংগ্রহঃ পরামর্শকগণ প্রাইমারি তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠ পরিদর্শন করেছেন। পরামর্শকগণ নির্বাচিত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে নির্ধারিত উত্তরদাতাদের নিকট থেকে বিদ্যালয় নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্য, বর্তমান কতটুকু কাজ হয়েছে, কি পরিমাণ আসবাব সরবরাহ হয়েছে, কাজের বর্তমান অবস্থা কেমন ইত্যাদি তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, উপকারভোগীদের তথ্য পর্যবেক্ষণ করেছেন।

মাঠ পরিদর্শনঃ পরামর্শকগণ মাঠ পরিদর্শন করেছেন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের মান বিশেষ করে কাজটি কি টেকসই উপায়ে হচ্ছে কিনা, আসবাবপত্র ইত্যাদির বর্তমান অবস্থা, সংখ্যা ইত্যাদি এবং ক্রয় (যন্ত্রপাতি, যানবাহন ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি) ও জনবল নিয়োগ ইত্যাদি যাচাই করেছেন।

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় প্রকল্প এলাকায় চলমান অঙ্গভিত্তিক কর্মকান্ডের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং প্রকল্প এলাকার উপকারভোগী উত্তরদাতাসহ অন্যান্য অংশীজনদের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিটি **“নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন”** শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা পরিবীক্ষণ; প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ; ক্রয়কৃত পণ্য ও সেবার পরিমাণ ও গুণগত মান পর্যালোচনা; প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.২.১ এলাকা নির্বাচন

প্রকল্পটি সমগ্র বাংলাদেশে ৭টি ক্যাটেগরিতে বাস্তবায়ন হচ্ছে। ফলে নমুনা এলাকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ক্যাটেগরিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে স্তরিত নমুনায়ন অনুযায়ী সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাগ থেকে কাজের পরিমাণ ও ভৌগোলিক গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যালয়ের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ক্যাটেগরি	ভৌগোলিক অবস্থান	বিদ্যালয় সংখ্যা	নির্বাচিত বিদ্যালয়
ক্যাটেগরি-১	সমতলের শহর ও গ্রাম এলাকা	২৪৫০টি	৪০টি
ক্যাটেগরি-২	মহানগর এলাকা	১০০টি	২টি
ক্যাটেগরি-৩	পাহাড়ি এলাকা	৫০টি	৪টি
ক্যাটেগরি-৪	উপকূলীয় এলাকা	১৫০টি	৬টি
ক্যাটেগরি-৫	হাওর/বিল/নদী এলাকা	৫০টি	৪টি
ক্যাটেগরি-৬	দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকা	১৭৫টি	৮টি
ক্যাটেগরি-৭	নদী-ভাঙ্গন এলাকা	২৫টি	-
মোট		৩০০০টি	৬৪টি

এরপর বহু-পর্যায়ী বা মাল্টিস্টেজ নমুনায়ন অনুসারে সমগ্র দেশ তথা ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলা থেকে ১৬টি জেলাকে কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী চিন্হিত করা হয়েছে। এর পরের ধাপে ১৬টি জেলার ৩২টি উপজেলা থেকে মোট ৬৪টি বিদ্যালয়কে এক একটি ক্লাস্টার বা গুচ্ছ বিবেচনায় নিয়ে নমুনা গঠন করা হয়েছে। পরবর্তিতে বিদ্যালয়গুলোতে নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের দৈবচয়ন ভিত্তিতে বেছে নেওয়া হয়েছে এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অন্তত ৩০% ছাত্রী উত্তরদাতা হয়েছেন।

ক্রয়, আর্থিক পরিচালনা, প্রকল্প বাস্তবায়নের শর্ত, সমস্যা এবং সম্ভাব্য সমাধান ইত্যাদির মতো কয়েকটি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য সমীক্ষা পরিচালনাকারীগণ শিক্ষা প্রকৌশল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করেছেন। প্রতিটি প্রকল্প উপজেলার বিদ্যালয়ের জন্য সমন্বিত নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে।

২.২.২ নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ

প্রকল্পের উপকারভোগীদের কোনও তালিকা না থাকায় সমীক্ষার জন্য নমুনা নির্বাচন করতে ক্লাস্টার স্যাম্পলিং অনুসরণ করা হয়েছে। ক্লাস্টারযুক্ত এবং দৈব নমুনার জন্য পরিসংখ্যানগত নিচের সূত্র (ড্যানিয়েল এবং ক্রস, ২০১৩)[১] ব্যবহার করে নমুনার সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে।

$$n = \frac{Z^2 \times \mathrm{p} \times \mathrm{q}}{d^2} \times \text{Design Effect}$$

এখানে,
n = নমুনা আকার;

p = প্রিভ্যাল্যান্স রেইট বা টারগেট জনসংখ্যার অনুপাত। যেহেতু এখন পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি প্রায় ৭০.০০ শতাংশ **(ফেব্রুয়ারি, ২০২২)**; সুতরাং এটি বিবেচনা করা যেতে পারে যে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জনগণ এই প্রকল্পের দ্বারা বর্তমানে উপকৃত হচ্ছে। ফলে p = ৭০% বিবেচনা করা যায়। সুতরাং q = ১ - p = ০.৩০;

z = স্ট্যান্ডার্ডাইজড নরমাল ভেরিয়েট। এই ধরনের গবেষণার বিষয়ে নমুনার পরিমাণ ৯৫% কনফিডেন্স লেভেল ও ৫% সিগনিফিকেন্স লেভেলে ক্রিটিক্যাল ভ্যালু ১.৯৬ বিবেচনায় নেয়া হয়;

d = মার্জিন অব এরর যা এই সমীক্ষার জন্য এরর ধরা হয়েছে ৪%; অর্থাৎ যতবারই এই সমীক্ষা চালনা করা হোক না কেন তার ফলাফল ৪ শতাংশের (+/-) ভুলের সীমারেখার বাইরে যাবে না।

প্রকল্পের প্রত্যাশিত মোট নমুনার আলোকে এই প্রকল্পে ডিজাইন ইফেক্ট (২.০) নির্ধারণ করা হয়েছে। ডিজাইন ইফেক্ট হলো একটি সংশোধন ফ্যাক্টর যা প্রয়োজনীয় নমুনার আকার সমন্বয় করতে ব্যবহৃত হয়, যা এই গবেষণায় '২.০' ধরা হয়েছে কারণ বিভিন্ন পর্যায়ের নমুনা সংগ্রহের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইউনিয়নের/গ্রামের জনসংখ্যার অনুপাতে বিভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক। যখন স্যাম্পলিংয়ের ইউনিট একটি ক্লাস্টার হয় তখন নমুনা আকারটি নিয়মতান্ত্রিক সিম্পল র‍্যানডম স্যাম্পলিং (এসআরএস) অনুমান অনুযায়ী নির্ধারিত হয় এবং নির্ধারিত নমুনা আকারটি ডিজাইন প্রভাব বা ডেফ দ্বারা গুণ করা হয়, যা প্রাপ্ত নমুনাগুলির জন্য প্রকল্পের নিবিড় পর্যবেক্ষণ সমীক্ষার লক্ষ্য পূরণ করে।

সুতরাং, উপর্যুক্ত তথ্য ব্যবহার করে নমুনার আকারটি অধ্যয়নের জন্য নিম্নলিখিত হিসাবে নির্ধারিত হয়:

$$n = \frac{(১.৯৬)^২ \times ০.৩ \times ০.৭}{(০.০৪)^২} \times ২.০$$

সুতরাং, n = (০.৮০৬৭৩৬ / ০.০০১৬) × ২
= ৫০৪.২১ × ২
= ১০০৮.৪২ ≅ ১০০৮

সুতরাং প্রকল্প এলাকার ১৬টি জেলার ৩২টি উপজেলায় নমুনা উত্তরদাতাদের সংখ্যা তথ্য সংগ্রহে ত্রুটি বিবেচনায় নিয়ে ১০০৮ + ১৬ = ১০২৪ নির্ধারণ করা হয়েছে।

২.২.৩ নমুনা বিভাজন

প্রকল্পের ৩২টি উপজেলার ৬৪টি স্কুলে মোট ১০২৪টি নমুনা প্রকল্পের ক্যাটেগরি অনুযায়ী অঞ্চভিত্তিক কাজের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে আনুপাতিকভাবে বিভাজন করা হয়েছে। যেহেতু প্রকল্পের কাজগুলো সমতল ভূমিতে (২৪৫০টি বিদ্যালয়) বেশির ভাগ সম্পন্ন হয়েছে, সেহেতু তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নমুনাগুলি কাজের পরিমাণ অনুযায়ী বন্টন করা হয়েছে। এই নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় প্রাথমিকভাবে ক্লাস্টার্ড স্যাম্পলিং পদ্ধতি এবং পরবর্তীতে র‍্যান্ডম নমুনা পদ্ধতিটি মূল উপকারভোগীদের তথা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্প উপকারভোগী উত্তরদাতাদের নমুনা নির্বাচন ও বিতরণের সার-সংক্ষেপ টেবিল-৩.১ এ প্রদত্ত হলো:

টেবিল-৩.১ উপকারভোগী ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা নির্বাচন ও বিতরণ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা /থানা	বিদ্যালয়ের নাম	অগ্রগতি (বাস্তব) %	ক্যাটেগরি	প্রতি বিদ্যালয় থেকে ১৬ জন উত্তরদাতা (ছাত্র-ছাত্রী-৮; বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি-২; অভিভাবক-৪; স্থানীয় জনগণ-২)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ঢাকা	মানিকগঞ্জ	শিবালয়	রুপসা অহেদ আলী উচ্চ বিদ্যালয়	৯৫	১	৮+২+৪+২ = ১৬
			আরিচা বেলায়েত হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়	৮২	১	৮+২+৪+২ = ১৬
		সিংগাইর	সিংগাইর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৯৯	১	৮+২+৪+২ = ১৬
			দক্ষিণ জামশা উচ্চ বিদ্যালয়	৯০	১	৮+২+৪+২ = ১৬
	ফরিদপুর	মধুখালী	মিটাইন উচ্চ বিদ্যালয়	১০০	১	৮+২+৪+২ = ১৬

বিভাগ	জেলা	উপজেলা /থানা	বিদ্যালয়ের নাম	অগ্রগতি (বাস্তব) %	ক্যাটেগরি	প্রতি বিদ্যালয় থেকে ১৬ জন উত্তরদাতা (ছাত্র-ছাত্রী-৮; বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি-২; অভিভাবক-৪; স্থানীয় জনগণ-২)
			ফরিদপুর চিনিকল উচ্চ বিদ্যালয়	১০০	১	৮+২+৪+২ = ১৬
		নগরকান্দা	ব্রাহ্মণডাঙ্গা উচ্চ উচ্চ বিদ্যালয়	৯৬	১	৮+২+৪+২ = ১৬
			বিলগোবিন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয়	১০০	১	৮+২+৪+২ = ১৬
চট্টগ্রাম	ফেনী	সোনাগাজী	ওলামা বাজার হাজী সেকান্তর মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	৯৫	৪	৮+২+৪+২ = ১৬
			দাসের হাট আর আর উচ্চ বিদ্যালয়	৩০	৪	৮+২+৪+২ = ১৬
		সদর	মধুয়াই উচ্চ বিদ্যালয়	৯৬	১	৮+২+৪+২ = ১৬
			কে, এম, হাট আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	৯৬	১	৮+২+৪+২ = ১৬
	খাগড়াছড়ি	দীঘিনালা	দীঘিনালা মডেল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়		৩	৮+২+৪+২ = ১৬
			পাবলাখালি শান্তিপুর উচ্চ বিদ্যালয়	৬০	৩	৮+২+৪+২ = ১৬
		সদর	মুনিগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়	৯৫	৩	৮+২+৪+২ = ১৬
			খাগড়াছড়ি মিউনিসিপ্যাল মডেল উচ্চ বিদ্যালয়	৮৫	৩	৮+২+৪+২ = ১৬
সিলেট	মৌলভীবাজার	শ্রীমঙ্গল	বরুণা হাজী জালাল উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়	৫৫	১	৮+২+৪+২ = ১৬
			মনাইউল্ল্যা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	৭০	১	৮+২+৪+২ = ১৬
		কমলগঞ্জ	আবুল ফজল চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়	৫৫	১	৮+২+৪+২ = ১৬
			ইউনিয়ন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	৫৫	১	৮+২+৪+২ = ১৬
	সুনামগঞ্জ	জগন্নাথপুর	পাইলগাও বিএন উচ্চ বিদ্যালয়	৯৮	১	৮+২+৪+২ = ১৬
			আটপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	৯৮	১	৮+২+৪+২ = ১৬
		শাল্লা	বলরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়	৩০	১	৮+২+৪+২ = ১৬
			শ্যামসুন্দর উচ্চ বিদ্যালয়	৩০	১	৮+২+৪+২ = ১৬
রাজশাহী	জয়পুরহাট	আক্কেলপুর	গণীপুর জাফরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	১০০	১	৮+২+৪+২ = ১৬
			জামালগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	১০০	১	৮+২+৪+২ = ১৬
		ক্ষেতলাল	বড়তারা উচ্চ বিদ্যালয়	১০০	১	৮+২+৪+২ = ১৬
			পৌলুঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	১০০	১	৮+২+৪+২ = ১৬
	নওগাঁ	পত্নীতলা	চক শ্রীপুর এ.এম. উচ্চ বিদ্যালয়	১০০	১	৮+২+৪+২ = ১৬
			ঘোষনগর উচ্চ বিদ্যালয়	১০০	১	৮+২+৪+২ = ১৬
		সাপাহার	সাপাহার পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	১০০	১	৮+২+৪+২ = ১৬
			ভিওইল উচ্চ বিদ্যালয়	১০০	১	৮+২+৪+২ = ১৬

বিভাগ	জেলা	উপজেলা /থানা	বিদ্যালয়ের নাম	অগ্রগতি (বাস্তব) %	ক্যাটেগরি	প্রতি বিদ্যালয় থেকে ১৬ জন উত্তরদাতা (ছাত্র-ছাত্রী-৮; বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি-২; অভিভাবক-৪; স্থানীয় জনগণ-২)
রংপুর	দিনাজপুর	বীরগঞ্জ	আম্রকানন উচ্চ বিদ্যালয়	১০০	১	৮+২+৪+২ = ১৬
			সন্‌কা দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	১০০	১	৮+২+৪+২ = ১৬
		বিরল	আজিমপুর উচ্চ বিদ্যালয়	১০০	১	৮+২+৪+২ = ১৬
			পুলহাট বালিকা বিদ্যালয়	১০০	১	৮+২+৪+২ = ১৬
	কুড়িগ্রাম	রাজারহাট	হরিশ্বর তালুক উচ্চ বিদ্যালয়	১০০	১	৮+২+৪+২ = ১৬
			ফুলখাঁ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	১০০	১	৮+২+৪+২ = ১৬
		ফুলবাড়ী	নগরাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়	১০০	১	৮+২+৪+২ = ১৬
			গংগারহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১০০	১	৮+২+৪+২ = ১৬
খুলনা	বাগেরহাট	রামপাল	কাদির খোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১০০	৬	৮+২+৪+২ = ১৬
			ভুয়ারকান্দি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৬০	৬	৮+২+৪+২ = ১৬
		মোড়েলগঞ্জ	বহরবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৮৮	৬	৮+২+৪+২ = ১৬
			পোলেরহাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৯৫	৬	৮+২+৪+২ = ১৬
	কুষ্টিয়া	দৌলতপুর	বি.সি.কে. মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৯৫	১	৮+২+৪+২ = ১৬
			কোলদিয়াড় মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৯৫	১	৮+২+৪+২ = ১৬
		কুমারখালী	জোতমোরা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	৯৭	১	৮+২+৪+২ = ১৬
			উত্তর মীরপুর হাই বিদ্যালয় , চাপড়া	৯০	১	৮+২+৪+২ = ১৬
বরিশাল	পটুয়াখালি	কলাপাড়া	ধানখালী এম ইউ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩০	৪	৮+২+৪+২ = ১৬
			নূর মোহাম্মদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৫	৪	৮+২+৪+২ = ১৬
		গলাচিপা	চর চন্দ্রাইল আমজাদ হোসেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৯২	৪	৮+২+৪+২ = ১৬
			পানপট্রি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৯০	৪	৮+২+৪+২ = ১৬
	পিরোজপুর	নেছারবাদ	বলদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১০	৬	৮+২+৪+২ = ১৬
			পঞ্চগ্রাম সম্মিলনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৫	৬	৮+২+৪+২ = ১৬
		মঠবাড়ীয়া	আমড়াগাছিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭০	৬	৮+২+৪+২ = ১৬
			কে, এম, ইউসুফ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭০	৬	৮+২+৪+২ = ১৬

বিভাগ	জেলা	উপজেলা /থানা	বিদ্যালয়ের নাম	অগ্রগতি (বাস্তব) %	ক্যাটেগরি	প্রতি বিদ্যালয় থেকে ১৬ জন উত্তরদাতা (ছাত্র-ছাত্রী-৮; বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি-২; অভিভাবক-৪; স্থানীয় জনগণ-২)
ময়মনসিংহ	কিশোরগঞ্জ	নিকলি	আলীয়াপাড়া এ বি নুরজাহান হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়	৮৬	৫	৮+২+৪+২ = ১৬
			দামপাড়া কারার মাহাতাব উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়	৪০	৫	৮+২+৪+২ = ১৬
		অষ্টগ্রাম	অষ্টগ্রাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৯০	৫	৮+২+৪+২ = ১৬
			বাংগাল পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	৭১	৫	৮+২+৪+২ = ১৬
	ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা	বাবর রাবেয়া নগর আইটি বিদ্যালয় এন্ড কলেজ	৫	১	৮+২+৪+২ = ১৬
			পলশা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৫	১	৮+২+৪+২ = ১৬
		সদর	খাগডহর হোসেন মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়	৪০	২	৮+২+৪+২ = ১৬
			নাছিরাবাদ কলেজিয়েট বিদ্যালয়	৪৫	২	৮+২+৪+২ = ১৬
মোট (৮)	**১৬**	**৩২**	**৬৪**			**১০২৪**

গুণগত তথ্য এফজিডি, কেআইআই, কেস স্টাডিজ এবং স্থানীয় কর্মশালার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। অভিজ্ঞ তথ্যসংগ্রহকারীগণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তথ্য সংগ্রহের চেকলিস্টগুলি প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ডিজাইন করা হয়েছে।

চিত্র: ৩.২ গুণগত তথ্য সংগ্রহ

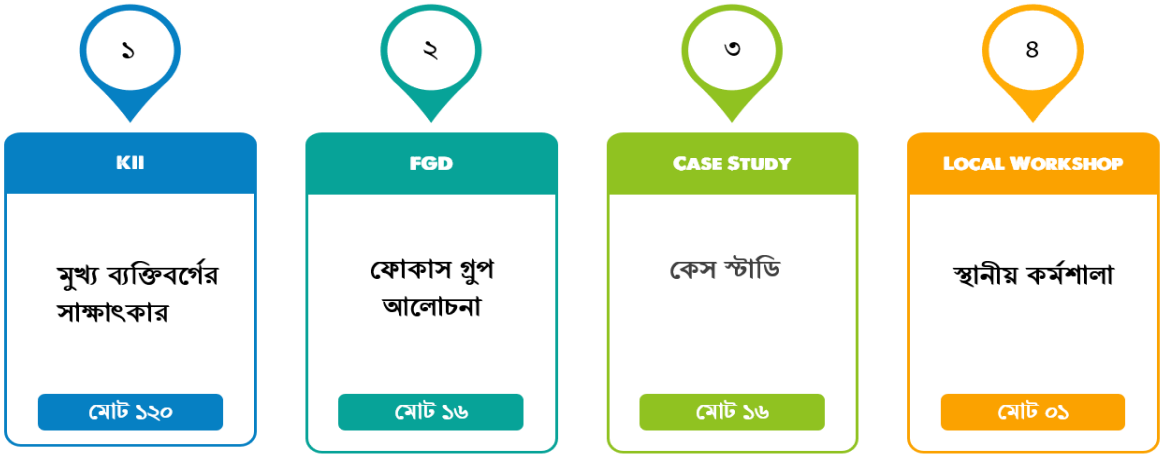

মোট ১২০টি কেআইআই, ১৬টি এফজিডি, ১৬টি কেস স্টাডিজ এবং ১-স্থানীয় কর্মশালা পরিচালনা করা হয়েছে। এই নিবিড় সমীক্ষা কার্যক্রমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য সেকেন্ডারী উপাত্ত বিশ্লেষণের বিষয়গুলোও বিবেচিত হয়েছে।

টেবিল-৩.৩ তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের সারসংক্ষেপ

ক্রমিক নং	প্রধান কার্যক্রম	উত্তরদাতা/ অংশগ্রহণকারী	নমুনা সংখ্যা	উত্তরদাতার ধরন
১	২	৩	৪	৫
সংখ্যাগত তথ্য				
১	**প্রকল্পের ফলে উপকারভোগী অংশ**	উপকারভোগী	১০২৪	বেসরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ; অভিভাবক; ম্যানেজিং কমিটি; স্থানীয় লোকজন;
		মোট	**১০২৪**	
গুণগত তথ্য				
২	**ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD)**	বিদ্যালয় সংলগ্ন বাসিন্দা	১৬	ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ী, কৃষক ইত্যাদি
		মোট	**(১০×১০) =১০০**	
৩	**মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (KII)**	১. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	০১	সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (১)
		২. শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্মকর্তা	২৩	প্রকল্প পরিচালক (১) উপ-প্রকল্প পরিচালক (১) সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী (৫) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কর্মকর্তা (১৬)
		৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	৩২	মাধ্যমিক উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (৩২)
		৪. প্রধান শিক্ষক	৬৪	সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ (৬৪)
		মোট	**১২০**	
৪	**কেস স্টাডি**	বিদ্যালয় সংলগ্ন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক, কৃষক ইত্যাদি	১৬	১৬টি জেলার প্রতিটি ১ জন করে পুরুষ অথবা মহিলা উপকারভোগীদের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রকল্পের সার্বিক দিকসমূহের চিত্র তুলে আনা হয়েছে।
৫	**স্থানীয় কর্মশালা**	স্টেকহোল্ডারগণ	১	বিদ্যালয় শিক্ষক, স্থানীয় প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী, ছাত্র, শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ইত্যাদি

২.৩ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য প্রত্যেক গ্রুপের জন্য আলাদা আলাদাভাবে প্রশ্নাবলি প্রণয়ন করা হয়েছে। অঙ্গভিত্তিক বিষয় বিবেচনা করে প্রশ্নাবলি প্রণয়নের মাধ্যমে প্রকল্পের অগ্রগতি যথাযথভাবে তুলে ধরাই এর লক্ষ্য।

২.৩.১ উপকারভোগীদের জন্য প্রশ্নাবলি প্রণয়ন

প্রকল্পের ৩২টি উপজেলায় বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কাজ পরিচালনা করা হয়েছে। সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার মাধ্যমে নির্বাচিত ৩২টি প্রকল্প উপজেলার ৬৪টি স্কুলে টেবিল-৩.২ অনুযায়ী মোট ১০২৪ জন প্রকল্প উপকারভোগীর নিকট হতে প্রশ্নাবলির (সংযুক্তি-১) মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম ও প্রকল্পের অন্যান্য দিক সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৩.২ এফজিডি গাইডলাইন

প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত যে সকল মানুষ জড়িত তাদেরকে ফোকাস গ্রুপ সভাতে (এফজিডি) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৬টি প্রকল্প জেলাতে প্রতিটিতে একটি করে মোট ১৬টি এফজিডি করা হয়েছে। প্রতিটি এফজিডিতে কমপক্ষে ৮-১২ জন করে অংশগ্রহণকারী থাকবে। এফজিডিগুলো এমন একটি জায়গায় করা হয়েছে যাতে সকল ধরনের অংশগ্রহণকারী সহজে আসতে পারে এবং অবাধে কথা বলতে পারে। এফজিডি গাইডলাইন (সংযুক্তি-২) অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যকারিতার দক্ষতা ও যথার্থতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য এফজিডি করা হয়েছে।
এফজিডি গাইডলাইন প্রণয়নে যে সকল বিষয়/সূচক অন্তর্ভুক্ত থাকবে তা হলো- প্রকল্প কর্মকান্ডগুলোর বর্তমান কার্যকর অবস্থা বিশেষ করে, বিদ্যালয় নির্মাণ কাজের অগ্রগতি, আসবাবপত্র সংগ্রহের অবস্থা, উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে অর্জিত সুবিধাসমূহ, প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ, অন্য এলাকায় একই রকম আরো উন্নত প্রকল্পের জন্য সুপারিশ ইত্যাদি।

২.৩.৩ কেআইআই (KII)

প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে যেসকল কর্মকর্তা সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন এবং বর্তমানে যারা মাঠপর্যায়ে কর্মরত আছেন, তাদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেআইআই উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে। প্রকল্পের মুখ্য ব্যক্তি তথা প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর হেড অফিস-এর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ/কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্মকর্তা এবং কর্মরত উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে কেআইআই পরিচালনা করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্মকর্তা মোট ১টি এবং প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট জেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর হেড অফিস-এর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে ২৩টি এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে মোট ৩২টি । সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ৬৪টি। এভাবে সর্বমোট ১২০ ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে কেআইআই চেকলিষ্ট (সংযুক্তি-৩, ৪, ৫, ও ৬) এর প্রশ্নাবলির মাধ্যমে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৩.৪ কেস স্টাডি

- সাফল্য এবং ব্যর্থতা বিষয়টি তুলে ধরে প্রতিটি জেলায় একটি করে মোট ১৬টি কেস স্টাডি পরিচালিত হয়েছে।
- কেস স্টাডির মাঠ পর্যায়ের ছবি এবং উপকারকারীর ছবি এবং অডিও রেকর্ডগুলি হতে প্রাপ্ত তথ্য প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- এ লক্ষ্যে কেস স্টাডির জন্য একটি চেকলিস্ট তৈরি করা হয়েছে যার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহকারীরা সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উপকারভোগীদের নিকট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন। (সংযুক্তি-৭)

২.৩.৫ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

পরামর্শকগণ সরাসরি মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন এবং প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করেছেন। পরামর্শকবৃন্দ প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্টগুলো Physically Verify করে ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখার চেষ্টা করেছেন। (সংযুক্তি-৮)

২.৪ প্রশ্নাবলির চূড়ান্তকরণ

খসড়া প্রশ্নাবলি, গাইডলাইন ও চেকলিস্টসমূহ (সংযুক্তি-১ থেকে সংযুক্তি-৯) নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তৈরি করা হয়েছে। এসব প্রশ্নাবলি আইএমইডি-এর টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা এবং তাদের মতামত সাপেক্ষে সংশোধন করা হয়েছে। এরপর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পুনরায় স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। এরপর প্রশ্নাবলি তথ্য সংগ্রহকারীদের দ্বারা প্রি-টেস্টিং-এর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রি-টেস্টিং/পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর পর প্রশ্নাবলি উপাত্ত সংগ্রহের জন্য চূড়ান্ত করা হয়েছে।

২.৫ নির্দেশক/সূচকসমূহ

প্রকল্পের গভীরতা পর্যবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন সাফল্য এবং ফলাফলগুলির জন্য ও নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন সূচক বা নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে। সূচক বা নির্দেশকগুলো নিম্নে টেবিল-৪.৩ এ উল্লেখ করা হলো:

টেবিল-২.৪ প্রকল্পের নির্দেশক/সূচক

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার নির্দেশক	
ক) জনসংখ্যাতাত্ত্বিক এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য ✪ পুরুষ, মহিলা, বয়স, উত্তরদাতাদের ধরন ✪ শিক্ষা ✪ ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ও ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত	**খ) বিদ্যালয় নির্মাণের ভৌত কাজ সম্পর্কিত তথ্য** ✪ ব্যয় কার্যকর, বাস্তবায়ন সময়কাল, তহবিল বরাদ্দ, প্রকল্প বরাদ্দ ব্যয় ইত্যাদি। ✪ বিদ্যালয়ের অবস্থান ✪ আসবাবপত্র সংগ্রহ ✪ শ্রেণিকক্ষ
ঙ) সমাজের উপর ভূমিকা ✪ শিক্ষার হার বৃদ্ধি ✪ অবকাঠামো উন্নয়নে শিক্ষার সহজলভ্যতা ✪ শ্রেণিকক্ষ সংকট সমাধান ✪ স্বাস্থ্যকর পরিবেশে শিক্ষা কার্যক্রম ✪ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষা বৈষম্য দূরীকরণ	**চ) প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ** ✪ প্রকল্পের কাজের সবল দিকসমূহ চিহ্নিত করা ✪ প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করা ✪ প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট সুযোগসমূহ চিহ্নিত করা ✪ প্রকল্পের ঝুঁকিপূর্ণ দিকসমূহ ✪ ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা

২.৬ মাঠ পর্যায়ে প্রশ্নাবলির যাচাই

প্রশ্নাবলির গঠন ও নির্ভুলতা, সাক্ষাৎকার গ্রহণে সময় নির্ধারণ ও মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে পর্যাপ্ত উপাত্ত আছে কিনা তা জানার জন্য প্রণীত প্রশ্নাবলি তথ্য সংগ্রহকারীদের দ্বারা যাচাই করা হয়েছে। প্রশ্নাবলি যাচাইয়ের পর পরামর্শক, আইএমইডি এর সহায়তায় প্রশ্নাবলিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করেছেন।

২.৭ চূড়ান্ত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

কাঠামোগত জরিপের মাধ্যমে পরিমাণগত ও গুণগত উভয় ধরনের তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জনগণের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ উপাত্তের প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রস্তুত ও মাঠপর্যায়ে যাচাই করা হয়েছে। সাধারণভাবে এ পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে নিম্নের উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা হবেঃ

- সেকেন্ডারি তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

- কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জরিপভিত্তিক উপাত্ত
- এফজিডি'র মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ
- কেআইআই'র মাধ্যমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ
- স্থানীয় কর্মশালার আয়োজনের মাধ্যমে উপকারভোগী ও স্টেকহোল্ডাদের সাথে সরাসরি আলোচনার ও মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ
- ভৌত পরিদর্শনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ

২.৭.১ সেকেন্ডারি তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

- সেকেন্ডারি ডকুমেন্ট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরামর্শক বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে যেমন শিক্ষা বোর্ড, আইএমইডি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এবং বিভিন্ন কর্মকর্তার সহযোগিতার মাধ্যমে এ সকল কার্য সম্পাদন করেছেন।
- পরামর্শক প্রকল্পের বাস্তবিক এবং আর্থিক অর্জনসমূহ পর্যালোচনা করবে। বাস্তবায়িত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি যেমনঃ
    - বছর অনুযায়ী প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মূল ও প্রকৃত খরচের তুলনা
    - অঙ্গ অনুযায়ী বাস্তবায়িত প্রকল্পের ব্যয়
    - কার্য সম্পাদন ব্যয়
    - অতিরিক্ত ব্যয় হয়ে থাকলে তার ব্যাখ্যা

- প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের উন্নয়ন পর্যালোচনা করা।
- পণ্য, কার্য ও সেবাক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা।
- ক্রয় সংক্রান্ত সবচেয়ে ভাল দিকগুলো অনুসরণ করা।

২.৭.২ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জরিপভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ

প্রকল্প এলাকার ৩২টি উপজেলা থেকে উপকারভোগী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে নির্দিষ্ট সংখ্যাকের সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারী প্রকল্পের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহকারী নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করেছেনঃ

- তথ্য সংগ্রহকারী নির্দিষ্ট এলাকায় উপকারভোগী উত্তরদাতাদের কাছে তার পরিচয় প্রদান করেছেন এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করে প্রশ্নাবলিতে উল্লিখিত ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রশ্ন করেছেন ও প্রশ্নাবলি পূরণ করেছেন।
- তথ্য সংগ্রহকারী প্রথম উত্তরদাতার কাছে তথ্য সংগ্রহ করা হলে সে পরবর্তী তথ্য সংগ্রহের জন্য অন্য উত্তরদাতার কাছে চলে যান।
- তথ্য সংগ্রহকারী উত্তরদাতার নিকট হতে সন্তোষজনক তথ্য পেলে সেগুলো সংরক্ষণ করেছেন।
- পরিশেষে, তথ্য সংগ্রহকারীরা প্রশ্নাবলি ভালভাবে পূরণ করেছেন যাতে প্রশ্নের মধ্যে কোন উত্তর ফাঁকা বা গরমিল না থাকে।
- পূরণকৃত প্রশ্নাবলি মাঠ পরিদর্শক (ফিল্ড সুপারভাইজার) কর্তৃক যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক প্রকল্প উপকারভোগী উত্তরদাতার জন্য আলাদাভাবে সংশ্লিষ্ট পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অফিসে জমা দেয়ার জন্য সংরক্ষণ করেছেন।

২.৭.৩ এফজিডি'র মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ১৬টি জেলায় মোট ১৬টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতিটি এফজিডি'তে ৮-১২ জন উপকারভোগী সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

- নির্বাচিত জেলা/উপজেলার এমন একটি জায়গায় ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন সভা করা হয়েছে, যা অংশগ্রহণকারীদের জন্য সুবিধাজনক এবং মুক্তভাবে কথা বলার উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করে। ফোকাস দলের সভা একজন সঞ্চালক বা সমন্বয়কারী দ্বারা পরিচালিত হয়েছে এবং যিনি প্রকল্প সম্পর্কিত বিষয়ের উপরে মুক্তভাবে কথা বলার জন্য সভায় অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করেছেন।
- এফজিডি গাইডলাইন অনুযায়ী ফোকাস দলের সভা পরিচালিত করা হয়েছে এবং গাইডলাইনে উল্লিখিত সূচক/বিষয় অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।
- পরিবীক্ষণ দলের সদস্য অথবা সমন্বয়কারী আলোচনা অনুষ্ঠান হতে প্রাপ্ত মূল তথ্যসমূহ নোট বুকে রেকর্ড করেছেন।

২.৭.৪ কেআইআই'র মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ

নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রকল্পের প্রধান প্রধান বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে বোঝার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (কেআইআই) পরিচালনা করা হয়েছে।

২.৭.৫ ভৌত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ

- পরামর্শকগণ প্রাইমারি তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠ পরিদর্শন করেছেন। পরামর্শকগণ নির্বাচিত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে নির্ধারিত উত্তরদাতাদের নিকট থেকে বিদ্যালয়ের নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্য, বর্তমান কততলার নির্মাণ কাজ চলছে, কতদিন ধরে কাজ চলছে, আসবাবপত্র সংগ্রহের বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি তথ্য, ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, উপকারভোগী ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য পর্যবেক্ষণ করেছেন।
- পরামর্শকগণ মাঠ পরিদর্শন করেছেন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের মান বিশেষ করে বিদ্যালয় নির্মাণের উপকরণের গুণগত মান, কাজটি কি টেকসই উপায়ে হচ্ছে কিনা ইত্যাদির বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি এবং ক্রয় (যন্ত্রপাতি, যানবাহন ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি) ও জনবল নিয়োগ ইত্যাদি যাচাই করেছেন।
- পরামর্শকগণ স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং অবকাঠামো পরিদর্শন করেছেন। স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যাদের প্রত্যেক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিদ্যালয় নির্মাণ কাজের সাথে সংযোগ রয়েছে তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, তাঁরা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ব্যাপকতা, যেমন পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় কতটা ভূমিকা রাখছেন তা দেখেছেন।
- পরামর্শকগণ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিজাইন পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সে ডিজাইন বাস্তবায়নে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা দেখেছেন। ডিজাইন অনুসরণ করা না হলে অনুসরণ না করার যৌক্তিকতা জানার চেষ্টা করেছেন এবং পরিবর্তনের প্রশাসনিক ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক মূল্যায়ন করেছেন।
- মাঠ পরিদর্শনের সময় পরামর্শক আইএমইডি কর্মকর্তাবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানাবে। যৌথভাবে মাঠ পরিদর্শন করলে মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো উঠে আসবে, যা পরবর্তী পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করেছেন। মাঠ পরিদর্শনের সময় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ইইডি) মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

২.৮ মাঠ পর্যায়ে কর্মশালা

তথ্য সংগ্রহকালে প্রকল্প এলাকায় ৩০ এপ্রিল ২০২২ খ্রি: একদিনের অংশগ্রহণমূলক কর্মশালার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর্মশালার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে প্রাপ্ত তথ্যের মতবিনিময় করা। বিশেষ করে প্রকল্পের নির্মাণ কাজের গুণগত মান, বাস্তবায়ন, সময়কাল, অনুমোদিত সময়কালে প্রকল্প সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে কিনা, উপকারভোগীদের সন্তুষ্টি, প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক, একই রকম প্রকল্প ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা।

স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে কর্মশালায় উপস্থিত থাকবেন প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী সব ধরনের উপকারভোগী জনগণ (মহিলা ও পুরুষ) যেমন কৃষক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, ছাত্র, সামাজিক প্রতিনিধি ইত্যাদিসহ জেলা/উপজেলা স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণ। স্টেকহোল্ডারদের সাথে যেসব বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হয়েছে সেগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

✪ বিদ্যালয় নির্মাণের এর প্রাসঙ্গিকতা;	✪ বিদ্যালয়ের নতুন বিল্ডিং এর ফলে কি ধরনের সুবিধা পাওয়া যাবে;
✪ নির্মাণ কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা;	✪ বিদ্যালয় নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহে দেরি হওয়ার কারণ;
✪ বিদ্যালয় নির্মাণ কার্যক্রমে কোনো প্রকার অভিযোগ- অনুযোগ রয়েছে কিনা;	✪ প্রকল্প কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
✪ নির্মাণ কাজের ব্যবহৃত উপাদানের গুণগত মান;	✪ প্রকল্প কর্মকান্ডের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধিতে প্রভাব;
✪ প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহের কর্মকান্ডের উপর স্টেকহোল্ডারদের মতামত;	✪ প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ;
✪ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় শিক্ষার মানোন্নয়ন;	✪ প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট সুযোগ ও ঝুঁকিপূর্ণ দিকসমূহ;
✪ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কাজ, বাস্তবায়ন কৌশল ও সে সংক্রান্ত বাধা ও উত্তরণের উপায়সমূহ;	✪ এ প্রকল্পের লব্ধ জ্ঞান অনুরূপ প্রকল্পের জন্য কাজে লাগানো/সুপারিশ করা;

২.৯ প্রকল্পে তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ

- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের প্রকল্পে নিযুক্ত টিম লিডারের প্রতিনিধিত্বে তথ্যসংগ্রহকারীদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
- মাঠ পর্যায়ের তথ্য যথাযথভাবে সংগ্রহের জন্য অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।
- এরপরে তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যেখানে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, তথ্য সংগ্রহের প্রশ্নাবলি/গাইডলাইন/চেকলিষ্ট সম্পর্কে ও প্রকল্প এলাকা হতে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
- এছাড়া তথ্য সংগ্রহকারীদের নিজেদের দ্বারা প্রশ্নাবলি পরীক্ষা করা হয়েছে এবং প্রশ্নাবলির প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। পরামর্শক এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইএমইডি কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

প্রশিক্ষণে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত বিভিন্ন কর্মকান্ডের সঙ্গে কর্মীদের পরিচিত করার জন্য জোর দেয়া হয়েছেঃ

- ✪ নিবিড় পরিক্ষণ সমীক্ষার পটভূমি ও উদ্দেশ্য
- ✪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ
- ✪ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কার্যপদ্ধতি
- ✪ উত্তরদাতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ও সাক্ষাৎকার কৌশল
- ✪ প্রশ্নপত্র পরিষ্কারভাবে বুঝতে সক্ষম হওয়া
- ✪ কার্যপদ্ধতির আঙ্গিকে এফজিডি ও কেআইআই পরিচালনার কৌশল
- ✪ নমুনায়ন কৌশল ও পরিদর্শকের ভূমিকা

- ✪ প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা
- ✪ মাঠ পর্যায়ে সাক্ষাৎকারের প্রশ্নপত্র সম্পাদনা
- ✪ রেকর্ড সংরক্ষণ ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়।

২.১০ তথ্য সম্পাদনা, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ

কম্পিউটারে ডেটা ইনপুট অন্তর্ভুক্ত করেছেন:

(ক) উপযুক্ত কম্পিউটার প্রোগ্রাম বিকাশ, এবং

(খ) ডেটা এন্ট্রি অপারেশন। সমীক্ষার উদ্দেশ্যগুলি বিবেচনায় রেখে পরামর্শকরা প্রয়োজনীয়ভাবে সবচেয়ে উপযুক্ত প্রোগ্রামটি ব্যবহার করেছেন। ডেটা অ্যানালিস্ট (কনসাল্টিং ফার্ম ব্যবস্থা করবে) ডেটা প্রসেসিংয়ের জন্য একটি সু-সংগঠিত ডেটা এন্ট্রি অপারেশন কাজের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছেন।

টিম লিডার এবং অন্য পরামর্শকগণের সরাসরি তত্ত্বাবধানে একাধিক ডেটা এন্ট্রি অপারেটর একসাথে বিভিন্ন কম্পিউটারে এন্ট্রির কাজ করেছেন।

সম্পাদনা	প্রতিটি প্রশ্নাবলি কম্পিউটারে এন্ট্রি করার পূর্বেই সম্পাদনা ও কোডিংয়ের কাজ করা হয়েছে। কোডিং কাজ সরাসরি পরামর্শকের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হয়েছে।
ডেটা ইনপুট	সম্পাদিত ও কোডিং তথ্য প্রশ্নাবলি অনুযায়ী ডাটা অপারেটরের মাধ্যমে কম্পিউটারের নির্দিষ্ট সফটওয়্যারে এন্ট্রি করা হয়েছে। SPSS/MS Access নামক কম্পিউটার প্যাকেজ ডাটা এন্ট্রির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে ও সমীক্ষার জন্য নির্ধারিত সমস্ত সূচক/ভেরিয়েবল অনুযায়ী ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল এবং ক্রস টেবিল তৈরি করা হয়েছে।
তথ্য বিশ্লেষণ	উপাত্ত যা মাঠপর্যায় সমীক্ষার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে তা সামষ্টিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরামর্শক এ কাজের জন্য MS Excel এবং SPSS কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহার করেছেন। প্রাথমিক উপাত্ত টেবিল সমস্ত প্রধান সূচকের জন্য তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু সেকেন্ডারি বিশ্লেষণের তথ্য ও প্রাথমিক বিশ্লেষণের উপাত্তের সাথে তুলনাপূর্বক বিস্তারিত টেবিল, বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.১১ জাতীয় কর্মশালা

খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর মতামতের জন্য একটি জাতীয় কর্মশালা আয়োজন করা হবে। জাতীয় কর্মশালা হতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামতের ভিত্তিতে নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হবে।

২.১৩ প্রতিবেদন প্রণয়ন

টিম লিডারের নেতৃত্বে পরামর্শকগণ তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করেছেন এবং একটি বর্ণনামূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছেন। প্রকৃত অর্জন এবং লক্ষ্যমাত্রা পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রকল্পের যাবতীয় কাজ অনুমোদিত সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রোফর্মা অনুযায়ী হয়েছে কিনা তা যাচাই ও পর্যালোচনা করা হয়েছে, প্রকল্পের কাজ উহার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে কিনা তা মূল্যায়ন করা হয়েছে, প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রতিবেদন তৈরিতে মান সম্পন্ন ফরম্যাট (বিন্যাস) ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে করে সমীক্ষার সমস্ত ফলাফল সহজেই প্রকল্পের বর্তমান সূচক অন্যান্য সূচকের সাথে তুলনা করা যায়। পরামর্শক প্রতিবেদন তৈরির বিভিন্ন পর্যায়ে কাজের অগ্রগতি ও ফলাফল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছেন।

প্রতিবেদনের ধরন	বিস্তারিত বর্ণনা	জমার তারিখ	সংখ্যা
১	২	৩	৪
প্রারম্ভিক প্রতিবেদন	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন সমীক্ষার নকশা ও তথ্য সংগ্রহের উপাদান (ডিসিআইএস) এবং কাজের পরিকল্পনাসহ বিস্তারিত কর্মকান্ডের বিবরণ রয়েছে। এছাড়া নির্দিষ্ট লোকবল বন্টন এবং সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহের বিস্তারিত বর্ণনাও করা হয়েছে।	১৫ এপ্রিল, ২০২২	২৪ (টেকনিক্যাল কমিটি ১২ + স্টিয়ারিং কমিটি ১২)
১ম খসড়া প্রতিবেদন	পরামর্শক মাঠপর্যায়ের তথ্যের ভিত্তিতে টেকনিক্যাল কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করবে। খসড়া প্রতিবেদনে উপাত্তের গবেষণা এবং খসড়া ফলাফলের বিশ্লেষণী তথ্যসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও এতে প্রয়োজনীয় টেবিল, গবেষণালব্ধ ফলাফল এবং খসড়া সুপারিশ করা হয়েছে।	০৭ মে, ২০২২	১২ (টেকনিক্যাল কমিটি)
২য় সংশোধিত খসড়া প্রতিবেদন	টেকনিক্যাল কমিটির মতামতের প্রেক্ষিতে পরামর্শক সংশোধিত খসড়া প্রতিবেদন প্রতিবেদন তৈরি করেছেন যা পরবর্তীতে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপাস্থাপন করা হয়েছে।	৩১ মে, ২০২২	১২ (স্টিয়ারিং কমিটি)
কর্মশালার জন্য খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন	খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর মতামতের জন্য জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন করা হবে।	১২ জুন, ২০২২	১১০ (জাতীয় কর্মশালা)
চূড়ান্ত প্রতিবেদন	কর্মশালায় উপস্থিত স্টেকহোল্ডারদের মতামতসমূহ সম্পৃক্ত করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হবে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় প্রণয়নপূর্বক দাখিল করা হবে।	১৫ জুন, ২০২২	১২ (টেকনিক্যাল কমিটি)

তৃতীয় অধ্যায়
ফলাফল পর্যালোচনা

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় বাংলাদেশ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়নাধীন **"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন"** শীর্ষক প্রকল্পটির প্রধান দুটি উপাদানের (আবর্তক ব্যয় ও মূলধন ব্যয়) কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হয়। এই অধ্যায়ে অঙ্গসমূহের সামগ্রিক বাস্তবায়ন মূল্যায়নের পাশাপাশি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার উপর মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীদের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়।

৩.১ চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন এর নির্ধারিত কার্যক্রমের ফলাফলের ওপর নির্ভর করে। প্রকল্পের কার্যক্রমের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম এবং প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদে (জুন, ২০২৩) কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে কিনা তা আসবাবপত্র সরবরাহ ও অন্যান্য ক্রয় প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। নিচের ছকে বিগত ২০১৮-১৯ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি তুলে ধরা হলো:

ছক ৩.১ প্রকল্পের ভৌত ও বাস্তব অগ্রগতি

সর্বশেষ অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	১০৬৪৯০৫.২৮ লক্ষ টাকা
ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (এপ্রিল ২০২২)	৬৮১৩৩০.১৮ লক্ষ টাকা বা **৬৫.২৭ শতাংশ**
ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব বা ভৌত অগ্রগতি (এপ্রিল ২০২২)	**৭৬.০০ শতাংশ**

তথ্যসূত্র: আইএমইডি-০৫ (এপ্রিল ২০২২)

উপরের ছক ৩.১ থেকে দেখা যায়, সর্বশেষ অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৬৪৯০৫.২৮ লক্ষ টাকা। এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি যথাক্রমে ৬৮১৩৩০.১৮ লক্ষ টাকা বা ৬৫.২৭ শতাংশ ও ৭৬.০০ শতাংশ।

বিদ্যালয়গুলোর কাজের অগ্রগতি তুলে ধরা হলো:

ছক ৩.২ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও ভৌত কাজের অগ্রগতি (%)

ডিপিপিতে সংস্থান রয়েছে	তালিকাভূক্ত প্রতিষ্ঠান	কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	ভৌত কাজের অগ্রগতি (%)					
			০%	১-২৫%	২৬-৫০%	৫১-৭৫%	৭৬-৯৯%	১০০%
৩০০০	২৯৮৭	২৯৫২	১০৩	১৫১	১৭৯	৩৩৬	১০০০	১১৮৩

ছক ৩.২ থেকে দেখা যায়, ১০৩টি অর্থাৎ ১০.০১% বিদ্যালয়ের অগ্রগতি ০.০০%। অন্যদিকে ১১৮৩টি বিদ্যালয়ের অগ্রগতি ১০০% অর্থাৎ ৩০০০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৯.৪৩ শতাংশ বিদ্যালয়ের কাজ শতভাগ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্প অফিসের সূত্র মতে, ২৯৫২টি প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ৩৫টি প্রতিষ্ঠানে জরিপ ও দরপত্র কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ঢাকা মেট্রো এলাকার ১৩টি প্রতিষ্ঠানের ডিও সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এ প্রকল্পের অঙ্গসমূহের কাজের এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব ও ভৌত অগ্রগতির বিস্তারিত **টেবিল ৩.১** এ তুলে ধরা হলো:

টেবিল: ৩.১ প্রকল্পের অঙ্গসমূহের কাজের এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী মূল অঙ্গসমূহ	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী)	জিওবি	জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২১-২২) অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি (২০২১-২২) অর্থবছরের এপ্রিল, ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি		এপ্রিল, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ক) আবর্তক ব্যয়											
	সরবরাহ ও সেবা										
১	মূল বেতন (অফিসার)	১০৭.৫২	১০৭.৫২	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
২	মূল বেতন (কর্মচারি)	১৭.৬৪	১৭.৬৪	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
৩	দায়িত্ব ভাতা	২.০০	২.০০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
৪	যাতায়াত ভাতা	০.৫০	০.৫০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
৫	শিক্ষা ভাতা	৪.০০	৪.০০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
৬	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৫৪.০০	৫৪.০০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
৭	চিকিৎসা ভাতা	২.০০	২.০০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
৮	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
৯	টিফিন ভাতা	০.৫০	০.৫০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
১০	লন্ড্রি ভাতা	০.৫০	০.৫০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
১১	উৎসবভাতা	১৫.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
১২	বিনোদন ভাতা	১২.০০	১২.০০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
১৩	বাংলা নববর্ষ ভাতা	১৭.০০	১৭.০০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
১৪	সাকুল্যে বেতন			০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
১৫	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
১৬	টেলিফোন	৯.৩৫	৯.৩৫	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
১৭	প্রচার ও বিজ্ঞাপনব্যয়	৩০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
১৮	আউটসোর্সিং	২০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
১৯	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৬০.০০	৬০.০০	**১০.০৯**	**১৬.৮২%**	**৫.০০**	**৮.৩৩%**	**৫.০০**	**১০০%**	**১৫.০৯**	**২৫.১৫%**
২০	গ্যাস ও জ্বালানী	২০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
২১	ভ্রমণব্যয়	৪০.০০	৪০.০০	**১৬.৯৮**	**৪২.৪৫%**	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	**১৬.৯৮**	**৪২.৪৫%**
২২	কম্পিউটারসামগ্রী	৫০.০০	৫০.০০	৩.৯৫	৭.৯০%	৩৫.৫০	৭১.০০%	৩৫.৫০	১০০%	৩৯.৪৫	৭৮.৯০%

ক্রমিক নং	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী মূল অঙ্গসমূহ	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী)	জিওবি	জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২১-২২) অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি (২০২১-২২) অর্থবছরের এপ্রিল, ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি		এপ্রিল, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২৩	অন্যান্য স্টশেনারি	৬৫০.০০	৬৫০.০০	৮৮.৭৭	১৩.৬৬%	৬৭.০০	১০.৩১%	৬৭.০০		১৫৫.৭৭	২৩.৯৬%
২৪	পোষাক	২.০০	২.০০	০.০০	০.০০%	০.৫০	২৫.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
২৫	সম্মানী/পারিতোষিক	**১১.০০**	**১১.০০**	**৫.৫৩**	**৫০.২৭%**	**২০.৫০**	**১৮৬.৩৬%**	**২০.৫০**	**১০০%**	**২৬.০৩**	**২৩৬.৬৪%**
২৬	মেরামত ও রক্ষণাবক্ষেণ	৯.০০	৯.০০	৩.৭৭	৪১.৮৯%	৩.০০	৩৩.৩৩%	৩.০০	১০০%	৬.৭৭	৭৫.২২%
২৭	কম্পিউটার সফটওয়্যার	১৫.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
উপ-মোট (রাজস্ব উপাদান)		**১১৬৫.০১**	**১১৬৫.০১**	**১২৯.০৯**	**১১.০৮%**	**১৩১.০০**	**১১.২৪%**	**১৩১.০০**	**১০০%**	**২৬০.০৯**	**২২.৩৩%**
খ) মূলধন উপাদান											
	খ) মূলধন ব্যয়										
২৮	**অনাবাসিক ভবন**	**৯২৯৮২২.৪৮**	**৯২৯৮২২.৪৮**	**৫৭৫৭০১.০০**	**৬১.৯২%**	**১৭৩৮৬৯.০০**	**১৮.৭০%**	**১০১৬০০.০০**	**৫৮.৪৩%**	**৬৭৭৩০১.০০**	**৭৫.০০%**
২৮	মোটরযান	১৭৫.০০	১৭৫.০০	১৬৭.১৫	৯৫.৫১%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	১৬৭.১৫	৯৫.৫১%
২৯	কম্পউিটার ও আনুষাঙ্গিক	৯.০০	৯.০০	৪.৯৭	৫৫.২২%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	৪.৯৭	৫৫.২২%
৩০	অফিস সরঞ্জামাদি	৪৬.০০	৪৬.০০	৫.৯৮	১৩.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	৫.৯৮	১৩.০০%
৩১	**আসবাবপত্র**	**১১২৭১৩.২৯**	**১১২৭১৩.২৯**	**১.৯৯**	**০.০১%**	**৬০০০.০০**	**৫.৩২%**	**৩৭২০.০০**	**৬২.০০%**	**৩৭২১.৯৯**	**৩.৩০%**
	মোট মূলধন ব্যয়	**১০৪২৭৬৫.৭৭**	**১০৪২৭৬৫.৭৭**	**৫৭৫৮৮১.০৯**	**৫৫.২৩%**	**১৭৯৮৬৯.০০**	**১৭.২৫%**	**১০৫৩২০.০০**	**৫৮.৫৫%**	**৬৮১২০১.০৯ (৬৫.৩৩%)**	**-**
	মোট (রাজস্ব ও মূলধন) (ক+খ)	**১০৪৩৯৩০.৭৮**	**১০৪৩৯৩০.৭৮**	**৫৭৬০১০.১৮**	**৫৫.১৮%**	**১৮০০০০.০০**	**১৭.২৪%**	**১০৫৩২০.০০**	**৫৮.৫১%**	**৬৮১৩৩০.১৮ (৬৫.২৭%)**	**-**
	গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	১০৪৪০.২৫	১০৪৪০.২৫	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০%	০.০০%
	ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি	১০৪৪০.২৫	১০৪৪০.২৫	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০%	০.০০%
	সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় (ক+খ+গ+ঘ)	**১০৬৪৯০৫.২৮**	**১০৬৪৯০৫.২৮**	**৫৭৬০১০.১৮**	**৫৪.০৯%**	**১৮০০০০.০০**	**২৮.৪৯%**	**১০৫৩২০.০০**	**৫৮.৫১%**	**৬৮১৩৩০.১৮ (৬৫.২৭%)**	**৭৬.০০%**

তথ্যসূত্র: আইএমইডি-০৫ (এপ্রিল ২০২২); প্রকল্প অফিস;

টেবিল: ৩.১ থেকে দেখা যায়, প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত ৭৬.০০% ও আর্থিক অগ্রগতি ৬৮১৩৩০.১৮ লক্ষ টাকা বা ৬৫.২৭ শতাংশ। প্রকল্পের ৩০০০টি বিদ্যালয়ের বাস্তব অগ্রগতি এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত ৭৫.০০ শতাংশ। প্রকল্পের আবর্তক ব্যয়ের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ২৬০.০৯ লক্ষ টাকা ও ২২.৩৩%।

সম্মানী/পারিতোষিক বাবদ ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ১১.০০ লক্ষ টাকা থাকলেও এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ২৬.০৩ লক্ষ টাকা ও ২৩৬.৬৪ শতাংশ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া দেখা যায়, মূলধন ব্যয়ের মধ্যে কম্পিউটার, অফিস সরঞ্জামাদি ও মোটরযানের ক্ষেত্রে চলতি অর্থবছরে (২০২১-২০২২) লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় নি। ফলে এ খাতে ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৯৫.৫১%, ৫৫.২২% ও ১৩.০০%।

৩.১.১ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

প্রকল্পের ডিপিপি বা সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি বছরভিত্তিক সম্ভাব্য আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার পক্ষে নানাবিধ কারণে সে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয় না। এ প্রকল্পেও একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ঐ কর্মপরিকল্পনার আলোকে বর্তমান প্রকল্পটি বছরভিত্তিক কতটুকু বাস্তবায়ন করা হয়েছে তার একটি চিত্র **টেবিল ৩.২** এ উপস্থাপন করা হলো:

টেবিল: ৩.২ অর্থবছরভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও জুন/২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন (লক্ষ টাকায়)

প্রধান প্রধান কার্যক্রম	মূল ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা বছর-১ (২০১৭-২০১৮ অর্থবছর)		মূল ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা বছর-২ (২০১৮-২০১৯ অর্থবছর)		মূল ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা বছর-৩ (২০১৯-২০২০ অর্থবছর)		মূল ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা বছর-৪ (২০২০-২০২১ অর্থবছর)		জুন/২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক	ভৌত (%)
	১	২	৫	৬	৯	১০	১৩	১৪	১৫	১৬
আসবাব-৩০০০ (বিদ্যালয় ও পিআইইউ)	২৩০.০০	০.২০%	৩৬৪২১.৬৪	৩২.২৫%	৩৬৪২১.৬৪	৩২.২৫%	৩৯৮৭০.০১	৩৫.৩০%	**১.৯৯**	**০.০১%**
একাডেমিক ভবন নির্মাণ-৩০০০টি	৪৫৩০.৭৪	০.৪৯%	৩৬৪৮৬১.২৪	৩৯.২৪%	৩৬৪৮৬১.২৪	৩৯.২৪%	১৯৫৫৬৯.২৬	২১.০৪%	**৫৭৫৭০১.০০**	**৬১.৯২%**
সর্বমোট	**৫০০০.০০**	**০.৪৭%**	**৪০১৬৭৩.১২**	**৩৭.৭২%**	**৪০১৬৭৩.১২**	**৩৭.৭২%**	**২৫৬৫৫৯.০৪**	**২৪.০৯%**	**৫৭৬০১০.১৮**	**৫৪.০৯%**

উপরের **টেবিল: ৩.২** থেকে দেখা যায়, মূল ডিপিপি অনুযায়ী ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় যথাক্রমে ০.৪৭ শতাংশ, ৩৭.৭২%, ৩৭.৭২% ও ২৪.০৯%। অর্থাৎ শতভাগ কাজ ২০২১ সালের জুনের মধ্যে সমাপ্ত করার উদ্দেশ্যে ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা করা হলেও জুন/২০২১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ৫৪.০৯% লক্ষ্য করা যায়।

৩.১.২ অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়

নিচের টেবিলে প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়ের চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

টেবিল: ৩.৩ অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় **লক্ষ টাকায়**

ক্রমিক নং	অর্থবছর	বরাদ্দ		অর্থছাড়	অর্থব্যয়	মন্তব্য
		ডিপিপি অনুযায়ী চাহিদা	এডিপি বরাদ্দ			
১	২	৩	৪	৫	৬	
১	২০১৭-২০১৮	৫০০০.০০	-	-	-	-
২	২০১৮-২০১৯	৪০১৬৭৩.১২	৪৩৯০০.০০	৪৩৯০০.০০	৪৩৯০০.০০	শতভাগ (১০০%) অর্থছাড় ও ব্যয়
৩	২০১৯-২০২০	৪০১৬৭৩.১২	২০৩০০০.০০	২০৩০০০.০০	২০৩০০০.০০	শতভাগ (১০০%) অর্থছাড় ও ব্যয়
৪	২০২০-২০২১	২৫৬৫৫৯.০৪	৩৭৮৫৬৯.০০	৩৭৮৫৬৯.০০	৩৭৮৫৬৯.০০	শতভাগ (১০০%) অর্থছাড় ও ব্যয়
৫	২০২১-২০২২	-	২৬৯৯৫৭.০০ (মূল) ১৮০০০০.০০ (সংশোধিত)	১৮০০০০.০০ (এপ্রিল/২০২২)	১৪৪০৩০.০০ (এপ্রিল/২০২২)	এ অর্থবছরের (২০২১-২০২২) এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত ৬৩.৫৭% অর্থব্যয় হয়েছে
মোট		১০৬৪৯০৫.২৮			৭৫১,৭০০.০০	

টেবিল: ৩.৩ থেকে দেখা যায়, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা ডিপিপি চাহিদা থাকলেও কোনো বরাদ্দ পরিলক্ষিত হয় নি। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৪০১৬৭৩.১২ লক্ষ টাকার ডিপিপি চাহিদার বিপরীতে এডিপি বরাদ্দ ছিল ৪৩৯০০.০০ লক্ষ টাকা যার শতভাগ অর্থছাড় ও অর্থব্যয় সম্পন্ন হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মূল এডিপি বরাদ্দ ছিল ২৬৯৯৫৭.০০ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে সংশোধিত এডিপি নির্ধারিত হয় ১৮০০০০.০০ লক্ষ টাকা যা মূল এডিপি বরাদ্দ থেকে ৩৩.৩২ শতাংশ কম। প্রকল্প অফিসের তথ্য মতে, এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত অর্থছাড় ও অর্থব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ১৮০০০০.০০ লক্ষ টাকা ও ১৪৪০৩০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প অফিস সূত্রে জানা যায়, প্রকল্পের অর্থ ছাড়ে দীর্ঘসূত্রতা ছিল না।

৩.১.৩ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

“নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের Feasibility Study/Baseline survey সম্পন্ন করা হয় নি। গত ২২.০৬.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার আলোচনা থেকে জানা যায়, পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি, অক্টোবর ২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ৪.১ অনুযায়ী ২৫ কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলিত ব্যয় সম্পন্ন বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে আবশ্যিকভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা/যাচাই করতে হবে। চলমান এই প্রকল্পের সর্বশেষ অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৬৪৯০৫.২৮ লক্ষ টাকা। এত বৃহৎ আঙ্গিকের প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে আবশ্যিকভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা প্রয়োজন। এ বিবেচনায় একটি Functional Feasibility Study সম্পাদনের পর তার সুপারিশের আলোকে প্রকল্প প্রণয়ন করা যৌক্তিক হবে বলে উক্ত সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

আইএমইডি কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনের মতামতের সাথে একমত পোষণ করে ফিজিবিলিটি স্টাডি-এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলা হয়, এর মাধ্যমে প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে দেশের কোন কোন বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকৃতপক্ষে অধিকতর প্রয়োজন তা জানা যাবে। এ প্রেক্ষিতে প্রধান প্রকৌশলী (ইইডি) Feasibility Study একটি সময় সাপেক্ষ বিষয় উল্লেখ করে তা সম্পাদনের পর প্রকল্প গ্রহণ করলে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হবে বলে মত প্রকাশ করেন। উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন সংক্রান্ত সর্বশেষ পরিপত্রে ২৫ কোটি টাকার উপরে প্রকল্পের ক্ষেত্রে ফিজিবিলিটি স্টাডি করার বিষয়ে বিধান রয়েছে বিধায় তা না করে এত বৃহৎ একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হলে তা পরিপত্রের বিধানের সম্পূর্ণ ব্যত্যয় হবে বলে আলোচকগণ মত প্রকাশ করেন।

এ ধরনের একটি বৃহৎ প্রকল্প ফিজিবিলিটি স্টাডি ব্যতীত অনুমোদনের সুপারিশ করা হলে অন্যান্য বৃহৎ প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের সময় এ প্রকল্পটিকে একটি উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হতে পারে, যা বৃহৎ প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণে পরিপত্রের বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালনের বাধ্যবাধকতাকে নিরুৎসাহিত করবে। এ প্রেক্ষিতে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনে কিছুটা সময় লাগলেও তা সম্পাদনের পরই প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণ করা প্রয়োজন ছিল। যদিও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ছাড়াই এ প্রকল্পটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। ফলে নানাবিধ জটিলতায় প্রকল্প শুরুর ৪ বছর পরে এপ্রিল/২০২২ সালে এসেও প্রায় ৩ শতাংশ (১০৩টি) বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হয় নি।

এছাড়া সম্ভাব্যতা সমীক্ষা না হওয়ায় জমি অধিগ্রহণ জটিলতা, নন-প্রোটোটাইপ বিদ্যালয় নির্মাণ করা, পাইলিং সংক্রান্ত জটিলতা, শিক্ষার্থী অনুপাত নির্ধারণ না করে প্রোটোটাইপ বিদ্যালয় নির্মাণে শ্রেণি কক্ষের সংখ্যা সঠিক সংখ্যক না হওয়া, নন-প্রোটোটাইপ বিদ্যালয় নির্মাণে নকশা তৈরি জনিত দীর্ঘসূত্রতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে ২০১৮ সালে ওয়ার্ক ওর্ডার দেওয়া হলেও ৮৫০-১২৪৮ দিন অতিবাহিত হয়ে এপ্রিল/২০২২ সালেও একশ'র অধিক বিদ্যালয়ের অগ্রগতি শূন্য শতাংশ দেখা যায়।

৩.১.৪ প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি ও সার্বিক এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ

৩.১.৪.১ প্রধান কার্যক্রমের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি বিশ্লেষণ

"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি নিচে দেওয়া হলোঃ

টেবিল: ৩.৪ প্রধান কার্যক্রমের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়

প্রধান অঙ্গের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%)
মূলধন ব্যয়:			
অনাবাসিক ভবন	৯২৯৮২২.৪৮	৬৭৭৩০১.০০	৭৫.০০%
আসবাবপত্র	১১২৭১৩.২৯	৩৭২১.৯৯	৩.৩০%

টেবিল: ৩.৪ থেকে দেখা যায়, প্রকল্পের প্রধান অঙ্গ ৩০০০টি বিদ্যালয়ের অবকাঠামো নির্মাণের ডিপিপি অনুযায়ী ৯২৯৮২২.৪৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে ৬৭৭৩০১.০০ লক্ষ টাকা যা মোট ব্যয়ের ৬৫.২৭ শতাংশ। পাশাপাশি বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৭৫.০০ শতাংশ। অন্যদিকে আসবাবপত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে দেখা যায়, আর্থিক অগ্রগতি ৩৭২১.৯৯ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩.৩০ শতাংশ।

ক) নির্মাণকাজ (একাডেমিক ভবন):

ক্রমবর্ধমান জনচাহিদা এবং জনসংখ্যার সাথে তাল মিলানোর জন্য প্রকল্পের তালিকাভূক্ত অবকাঠামোসমূহকে সাতটি শ্রেণি যেমন: ক্যাটাগরি-১, ক্যাটাগরি -২, ক্যাটাগরি - ৩, ক্যাটাগরি - ৪, ক্যাটাগরি – ৫, ক্যাটাগরি -৬, ক্যাটাগরি -৭ এ বিভক্ত করা হয়েছে যা নিয়ে বর্ণনা করা হল:

ক্যাটাগরি ১: এই ক্যাটাগরি আওতায় সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য শহর এবং গ্রামীণ এলাকায় মোট ২৪৫০ টি বিদ্যালয়ে একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ৯ শ্রেণিকক্ষ, একটি পাঠাগার, একটি গার্লস কমনরুম, প্রধান শিক্ষকের/সহকারী শিক্ষকদের একটি কক্ষ, টয়লেট ব্লক, সিঁড়ি, পানি সরবরাহ, স্যানিটারির কাজ এবং অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক কাজ সহ ৪ তলা ভিত্তিসহ একটি ৪-তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এই ক্যাটাগরির আওতায় যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে কো-এডুকেশন (ছাত্র এবং ছাত্রী) আছে সে সমস্ত ১০৮৩টি প্রতিষ্ঠানে প্রতি ফ্লোরে ছেলে এবং মেয়েদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন টয়লেট ব্লক নির্মাণ করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ভবনের আয়তন (Floor Area) হয়েছে ১২৮০.০০ বর্গ মিটার এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২৯৬.০৪ লক্ষ টাকা (প্রতি বর্গমিটার ২৩১২৮.১২ টাকা)। এছাড়া যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র ছাত্র অথবা ছাত্রী লেখাপড়া করে সে সমস্ত ৩৬৭টি প্রতিষ্ঠানে প্রতি ফ্লোরে ১টি করে টয়লেট ব্লক নির্মাণ করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ভবনের আয়তন (Floor Area) হয়েছে ১২০০.০০ বর্গ মিটার এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২৭৭.৫৩ লক্ষ টাকা (প্রতি বর্গমিটার ২৩১২৭.৫০ টাকা)। এ ক্যাটাগরিতে ২৪৫০টি প্রতিষ্ঠানের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (২০৮৬×২৯৬.০৪+৩৬৭×২৭৭.৫৩) ৭১৮৫০৪.৮ লক্ষ টাকা।

এ ক্যাটাগরির অধীনে মোট ২৪৫০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত শতভাগ (১০০%) সম্পন্ন হয়েছে ৭৩৩টি বিদ্যালয় এবং ৭২টি বিদ্যালয়ের অগ্রগতি ০.০০ শতাংশ। কিছু প্রতিষ্ঠানের জায়গা বুঝে দেওয়া হয়নি। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম পাওয়া যায় নি। এছাড়া কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের জায়গার সমস্যার কারণে ক্যাম্পাস পরিবর্তন করতে হয়েছে।

ক্যাটাগরি ২: সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এই ক্যাটাগরিতে মোট ১০০ টি বিদ্যালয়কে উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় নেওয়া হয়েছে। জমির অভাব এবং উচ্চমূল্যের জন্য ১৫ শ্রেণিকক্ষ, একটি পাঠাগার, একটি গার্লস্ কমনরুম, প্রধান শিক্ষকের /সহকারী শিক্ষকদের একটি কক্ষ, টয়লেট ব্লক, সিঁড়ি, পানি সরবরাহ, স্যানিটারির কাজ এবং অভ্যন্তরীণ বিদাত সম্বলিত ৬ তলা ভবনের ভিত্তিসহ একটি ৬-তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এই ক্যাটাগরির আওতায় যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে কো-এডুকেশন (ছাত্র এবং ছাত্রী) আছে সে সমস্ত ৮৫টি প্রতিষ্ঠানে প্রতি ফ্লোরে ছেলে এবং মেয়েদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন টয়লেট ব্লক নির্মাণ করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ভবনের আয়তন (Floor Area) হয়েছে ১৯২০.০০ বর্গ মিটার এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭৯.৪৮ লক্ষ টাকা (প্রতি বর্গমিটার ২৪৯৭২.৯২ টাকা)। এছাড়া যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র ছাত্র অথবা ছাত্রী লেখাপড়া করে সে সমস্ত ১৫টি প্রতিষ্ঠানে প্রতি ফ্লোরে ১টি করে টয়লেট ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভবনের আয়তন (Floor Area) হয়েছে ১৮০০.০০ বর্গ মিটার এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৪৯.৫১ লক্ষ টাকা (প্রতি বর্গমিটার ২৪৯৭২.৭২ টাকা)। এ ক্যাটাগরিতে ১০০টি প্রতিষ্ঠানের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (৮৫×৪ ৭৯.৪৮+১৫×৪৪৯.৫১) ৪৭৪৯৮.৪৫ লক্ষ টাকা।

এ ক্যাটাগরির অধীনে মোট ১০০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত শতভাগ (১০০%) সম্পন্ন হয়েছে ২২টি বিদ্যালয় এবং ৩৫টি প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি ০.০০ শতাংশ। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোর বেশিরভাগ বিদ্যালয়ের কাজ প্রারম্ভিক পর্যায়ে। কারণ হিসেবে জানা যায়, কোথাও জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না, কোথাও জরিপ কাজ চলছে, কোথাও পাইলের ধরন পরিবর্তন করতে হবে, নন-প্রোটোটাইপ নকশা পাওয়া যায় নি, দশ তলা ভবনের জন্য আবেদন করা হয়েছে, পাইল ফাউন্ডেশন ১৫% এর উর্ধবে।

ক্যাটাগরি ৩: পাহাড়ি এলাকার জন্য পর্যাপ্ত পাহাড় সুরক্ষাসহ ৪ তলা ভবনের ভিত্তিসহ ৯ টি শ্রেণিকক্ষ, একটি পাঠাগার, একটি গার্লস কমনরুম। প্রধান শিক্ষকের/সহকারী শিক্ষকদের একটি কক্ষ, টয়লেট ব্লক, সিঁড়ি, পানি সরবরাহ এবং

অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিকরণ কল সম্বলিত ৫০ একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এই ক্যাটাগরির আওতায় যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে কো-এডুকেশন (ছাত্র এবং ছাত্রী) আছে সে সময় ৪৩ টি প্রতিষ্ঠানে প্রতি ফ্লোরে ছেলে এবং মেয়েদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন টয়লেট ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভবনের আয়তন (Floor Area) হয়েছে ১২৫.০০ মিটার এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০০.৭০ লক্ষ টাকা (প্রতি বর্গমিটার ২৩৪৯২.১৮ টাকা)। এছাড়া যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র ছাত্র অথবা ছাত্রী লেখাপড়া করে সে সমস্ত । ৭টি প্রতিষ্ঠানে প্রতি ফ্লোরে ১টি করে টয়লেট ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভবনের আয়তন (Floor Area) হয়েছে ১২০০.০০ বর্গ মিটার এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮১.৯১ লক্ষ টাকা (প্রতি বর্গমিটার ২৩৪৯২.৫০ টাকা)। এ ক্যাটাগরিতে ৫০টি প্রতিষ্ঠানের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়। (৪০×৩০০.৭০+৭২১৮১,৯১) ১৪৯০৩.৪৭ লক্ষ টাকা।

এ ক্যাটাগরির অধীনে মোট ৫০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত শতভাগ (১০০%) সম্পন্ন হয়েছে ০৮টি বিদ্যালয় এবং ০১টি বিদ্যালয়ের (সরই নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, লামা, বান্দরবন) অগ্রগতি ০.০০ শতাংশ।

ক্যাটাগরি ৪: উপকূলীয় এলাকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে এই ডিপিপিতে এই ক্যাটাগরির ভবন নির্মাণের উপর স্থাপন করা হয়েছে। উচু প্লিথ এর উপর নিচতলা ফাঁকা রেখে ১৫০ টি প্রতিষ্ঠানে ৫ তলা একাডেমিক ভবন কাম ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে যা ৯ শ্রেণিকক্ষ, একটি গার্লস কমনরুম, প্রধান শিক্ষকের/ সহকারী শিক্ষকদের একটি কক্ষ, টয়লেট ব্লক, সিঁড়ি, সেবা কেন্দ্র পানি সরবরাহ, স্যানিটারির কাজ এ অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিকরণ সম্বলিত হয়েছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের প্রাক্কলিত আয়তন হয়েছে ২০২৫.০০ বর্গমিটার। প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭৭.৮১ লক্ষ টাকা এবং ১৫০ টি বিদ্যালয়ের জন্য মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৭১৬৭১.৫০ লক্ষ টাকা। প্রতি বর্গমিটার এর জন্য ব্যয় প্রাক্কলিত ২৩৫৯৫.৫৫ টাকা।

এ ক্যাটাগরির অধীনে মোট ১৫০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত শতভাগ (১০০%) সম্পন্ন হয়েছে ০২টি বিদ্যালয় এবং ১৩টি বিদ্যালয়ের অগ্রগতি ০.০০ শতাংশ। এর মধ্যে ৩টি'র জয়েন্ট পাইলের প্রাক্কলন পাঠানো হয়েছে, ১টির নকশা পাওয়া যায় নি।

ক্যাটাগরি ৫: প্রাকৃতিক অবস্থার কারণে হাওর/বিল/নদী বিধৌত এলাকায় ৫-তলা ভিত্তিবিশিষ্ট (গ্রাউন্ড ফ্লোর খোলা) ৫০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫-তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। উচু প্লিথ এরিয়া রেখে এ ধরণের স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে যা ৯ শ্রেণিকক্ষ, একটি পাঠাগার, একটি গার্লস কমনরুম। প্রধান শিক্ষকের/সহকারী শিক্ষকদের একটি কক্ষ, টয়লেট ব্লক, সিঁড়ি, পানি সরবরাহ, স্যানিটারির কাজ এবং অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিকরণ থাকবে। এই ক্যাটাগরির আওতায় যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে কো-এডুকেশন (ছাত্র এবং ছাত্রী) আছে সে সমস্ত ৪৩টি প্রতিষ্ঠানে প্রতি ফ্লোরে ছেলে এবং মেয়েদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন টয়লেট ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভবনের আয়তন (Floor Area) হয়েছে ১৬৪৫.০০ বর্গ মিটার এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮২.৬২ লক্ষ টাকা (প্রতি বর্গমিটার ২৩২৫৯.৫৭ টাকা)। এছাড়া যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র ছাত্র অথবা ছাত্রী লেখাপড়া করে সে সমস্ত ৭টি প্রতিষ্ঠানে প্রতি ফ্লোরে ১টি করে। টয়লেট ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভবনের আয়তন (Floor Area) হয়েছে ১৫৪৫.০০ বর্গ মিটার এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৫৯.৩৬ লক্ষ টাকা (প্রতি বর্গমিটার ২৩২৫৯.৫৪ টাকা)। এ ক্যাটাগরিতে ৫০টি প্রতিষ্ঠানের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (৪৩×৩৮২.৬২+৭×৩৫৯.৩৬) ১৮৯৬৮.১৮ লক্ষ টাকা।

এ ক্যাটাগরির অধীনে মোট ৫০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত শতভাগ (১০০%) সম্পন্ন হয় নি কোনো বিদ্যালয় এবং ০৯টি বিদ্যালয়ের অগ্রগতি ০.০০ শতাংশ। এর মধ্যে একটির নাম পরিবর্তন করতে হবে ও একটি ঈদগাহ মাঠের কারণে জায়গা সমস্যা বিদ্যমান।

ক্যাটাগরি ৬: আমাদের দেশের দক্ষিণাঞ্চল লবণাক্ততায় ভোগে। লবণাক্ত এলাকার জন্য ভিন্ন ধরনের ডিজাইনের অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়, সেকারণে এই ডিপিপিতে ৯ শ্রেণিকক্ষ, একটি পাঠাগার, একটি গার্লস কমনরুম, প্রধান শিক্ষকের/ সহকারী শিক্ষকদের একটি কক্ষ, টয়লেট ব্লক, সিঁড়ি, পানি সরবরাহ, স্যানিটারির কাজ এবং অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক সম্বলিত ৪-তলা ভীত বিশিষ্ট ১৭৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এর ক্যাটাগরির আওতায় যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে কো-এডুকেশন (ছাত্র এবং ছাত্রী) আছে সে সমস্ত ১৪৯ টি প্রতিষ্ঠানে প্রতি ফ্লোরে ছেলে এবং মেয়েদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন টয়লেট ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভবনের আয়তন (Floor Area) হয়েছে ১২৮০.০০ বর্গ মিটার এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২৩.০৯ লক্ষ টাকা (প্রতি বর্গমিটারে ২৫২৪১.৪০ টাকা)। এছাড়া যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে

শুধুমাত্র ছাত্র অথবা ছাত্রী লেখাপড়া করে সে সমস্ত ২৬টি প্রতিষ্ঠানে প্রতি ফ্লোরে ১টি করে টয়লেট ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভবনের আয়তন (Floor Area) হয়েছে ১২০০.০০ বর্গ মিটার এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০২.৮৯ লক্ষ টাকা (প্রতি বর্গমিটার ২৫২২৪০.৮৩ টাকা)। এ ক্যাটাগরিতে ১৭৫টি প্রতিষ্ঠানের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (১৪৯X৩২৩.০৯+২৬X৩০২.৮৯) ৫৬০১৫.৫৫ লক্ষ টাকা।

এ ক্যাটাগরির অধীনে মোট ১৭৫টি বিদ্যালয়ের মধ্যে এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত শতভাগ (১০০%) সম্পন্ন হয়েছে ৩৭টি বিদ্যালয় এবং ১৬টি বিদ্যালয়ের অগ্রগতি ০.০০ শতাংশ।

ক্যাটাগরি ৭: নদী-ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় ২৫ টি প্রতিষ্ঠানে অপসারণযোগ্য আধা-পাকা স্থাপনা (ট্রাস-টিন) নির্মাণ করা হয়েছে যেখানে স্যানাটারি,পানি সরবরাহ এবং অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাসহ ৯ টি শ্রেণিকক্ষ, একটি গার্লস্ কমনরুম এবং প্রধান শিক্ষকের/সহকারী শিক্ষকদের একটি কক্ষ, ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা টয়লেট ব্লক , আভ্যন্তরীন বৈদ্যুতিকরণ ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের আয়তন হয়েছে ৯২৫.০০ বর্গমিটার। প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ৯০.৪২ লক্ষ টাকা এবং ২৫ টি বিদ্যালয়ের জন্য মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৬০.৫০ লক্ষ টাকা। প্রতি বর্গমিটার নির্মাণ ব্যয়ের প্রাক্কলন ৯৭৭৫.০০ টাকা।

সর্বমোট ৭ (সাত) ক্যাটাগরিতে ৩০০০ টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে যার প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৯২৯৮২২.৪৮ লক্ষ টাকা।

একাডেমিক ভবন নির্মাণের জন্য মোট ৭ ধরণের প্রটোটাইপ ডিজাইন অনুসরণ করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে নির্মিত ভবনসহ প্রতিটি ভবনে র‍্যাম্প এর সংস্থান রাখা হয়েছে। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যবলী অনুযায়ী লবণাক্ত এলাকার জন্য এবং ভূমিকম্প সহায়তার কথা বিবেচনা করে এ সি আই এবং বি এন বি সি এর কোড অনুসরণ করে লবণাক্ত পূর্ব সতর্কতা পদক্ষেপ এর সাথে সঙ্গতি রেখে উপকূলীয় ও হাওর এলাকার জন্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। যদি কোন প্রতিষ্ঠানে তিন শ্রেণি কক্ষের প্রোটোটাইপ ভবন নির্মাণের জন্য উপযুক্ত জমি পাওয়া না যায় তাহলে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত জমির ধরণ (এরিয়া) অনুযায়ী প্রোটোটাইপের বাইরে ডিজাইন অনুমোদন করে ভবন নির্মাণ করার নির্দেশ রয়েছে মূল ডিপিপিতে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানে যদি নতুন ভবন নির্মাণের জায়গা না থাকে তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজেস্ব নির্মিত ভবনের উপর ফাউন্ডেশন থাকা সাপেক্ষে ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা যাবে বলে ডিপিপিতে বলা হয়েছে। তবে প্রটোটাইপ ভবনের যে সুযোগ সুবিধা আছে তাহা নিশ্চিত করতে হয়েছে। প্রোটোটাইপ ভবনের বাইরে নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (PSC) এর সুপারিশ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। এখানে যদি কোন ভবনের ফাউন্ডেশনের মাটির ভার বহন ক্ষমতা কম হয় এবং সেক্ষেত্রে যদি মাটির ভার বহন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ডিপ ফাউন্ডেশন বা পাইল ফাউন্ডেশন এর প্রয়োজন হয় তবে অন্য ভবনের সাশ্রয় কৃত অর্থ হতে অথবা প্রাইস কন্টিনজেনসি বা ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি হতে সমন্নয় করা যাবে এ ব্যাপারে বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন তবে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করতে হয়েছে বলে মূল ডিপিপিতে উল্লেখ রয়েছে।

খ) আসবাবপত্র সরবরাহ:

(১) একাডেমি ভবনের আসবাবপত্র ও প্রতিটি শ্রেণি কক্ষে ৫০ জন ছাত্র/ছাত্রীর বসার ব্যবস্থা রেখে ক্যাটাগরি-২ ব্যতিত (ক্যাটাগরি-২ এর জন্য ২৪০ জোড়া বেঞ্চ) প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য, ১৫০ জোড়া উঁচু এবং নিচু বেঞ্চ সরবরাহের ব্যবস্থা রেখে মোট ৩০০০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সর্বমোট ৪৫৯,০০০ জোড়া উচু, নিচু বেঞ্চ সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষকের ১টি টেবিল ও ১টি চেয়ার সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩০০০ টি প্রতিষ্ঠানের জন্য মোট ৩৬,৬০০ চেয়ার, ৩৬,৬০০ টেবিল প্রয়োজন হয়েছে। ক্যাটাগরি ২ এর জুন ২৪০ জোড়া বে জুবং ১৮ জোড়া চেয়ার টেবিল এবং অন্যান্য ক্যাটাগরির জন্য ১৫০ জোড়া বেঞ্চ ও ১২ জোড়া চেয়ার টেবিল সরবরাহ করা হরে। এই আইটেমে ব্যয় মেটাতে মোট ১১২৭০৩.০০ লাখ টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে।

যদিও প্রকল্পের পূর্ত কাজের মধ্যে অনেক বিদ্যালয়ের ভৌত অগ্রগতি শতভাগ সম্পন্ন হলেও আসবাবপত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ৩.৩০ শতাংশ।

প্রকল্প অফিস সুত্রে জানা যায়, ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ০৪/০৬ তলা ভবনের আসবাবপত্র সংরক্ষণে জটিলতার সৃষ্টি হয় বিধায় যে সকল প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ ৬০%-১০০% হয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহের অনুমোদন দেয়া হয়। সে হিসেবে ১১/০৮/২০২১ খ্রিঃ ২২০০ প্রতিষ্ঠানে এবং ১৭/০১/২২ খ্রিঃ ৩০০ প্রতিষ্ঠানসহ মোট ২৫০০ প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ কাজের দরপত্র আহবানের জন্য পত্র দেয়া হয়। সেই মোতাবেক মে/২০২২ পর্যন্ত ১৫৮৭ প্রতিষ্ঠানের দরপত্র অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ১৩৭টি প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৯১৩টি প্রতিষ্ঠানে দরপত্র প্রক্রিয়াধীন আছে।

গ) মোটরযান

প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করার জন্য একটি জীপ গাড়ি ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প অফিসের কাজে নিয়োজিত সহকারী প্রকৌশলী/সহকারী স্থপতি, উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও অন্যান্য অফিস স্টাফদের যাতায়াতের জন্য একটি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে। ১টি জিপ ও ১টি মাইক্রোবাস ক্রয়ের জন্য ১৩০.০০ লক্ষ টাকা (৯০+৪০) বরাদ্দের বিষয়ে ডিপিপিতে উল্লেখ রয়েছে।

এছাড়া এই প্রকল্পের নির্মাণ সাইট সমূহ সারাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত। সহকারী প্রকৌশলী এবং উপসহকারী প্রকৌশলী মাঠ পর্যায়ে নির্মাণ কাজ নিয়মিত পরিদর্শনের জন্য ২৫টি (১২৫সিসি) মোটরসাইকেল কেনার বিষয়ে ডিপিপিতে উল্লিখিত হয়েছে। মোটরসাইকেল ক্রয়ের জন্য খরচ ধরা হয়েছে প্রতিটি ১.৮০ লক্ষ টাকা করে মোট ৪৫ লক্ষ টাকা।

ফলে মোটরযান বাবদ ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১৭৫.০০ লক্ষ টাকা। এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ১৬৭.১৫ লক্ষ টাকা ও ৯৫.৫১ শতাংশ।

৩.১.৪.২ প্রকল্পের পূর্ত কাজ বা বিদ্যালয়ভিত্তিক অগ্রগতি বিশ্লেষণ

মে/২০২২ পর্যন্ত মোট ১০৩টি বিদ্যালয়ের অগ্রগতি শূন্য শতাংশ। ঢাকা মেট্রোর ডেমরাতে অবস্থিত সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ ও বাওয়ানী উচ্চ বিদ্যালয়-এর ক্ষেত্রে অগ্রগতি শূন্য শতাংশ। অগ্রগতি না হওয়ার কারণ হিসেবে সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ-এর ক্ষেত্রে জানা যায় বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য জায়গার সংস্থান নেই। অন্যদিকে বাউয়ানী উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জানা যায় এটি দুইবার প্রকল্পভুক্ত হয়েছে যা প্রতিস্থাপন হবে। বাস্তব অগ্রগতি না হলেও ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ ও বাওয়ানী উচ্চ বিদ্যালয়-এর ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২৩৭.৫১ লক্ষ টাকা ও ২৭৯.৭৯ লক্ষ্ টাকা । এছাড়া গাজীপুর কাপাসিয়ার টোক সরজুবালা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টির চুক্তি ২০/০২/২০১৯ সালে সম্পাদন হয়। এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ১০ শতাংশ ও আর্থিক অগ্রগতি ২২৯.৭৪ লক্ষ টাকা বা ৯৬.২০ শতাংশ (চুক্তিমূল্য ২৩,৮৮৬,৫৫৩.৫৮০ টাকা)।

টেবিলঃ ৩.৪ বিদ্যালয়ের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ

চুক্তি স্বাক্ষর	০%	১-২৪%	২৫-৪৯%	৫০-৭৪%	৭৫-৯৯%	১০০%	মোট	মন্তব্য
২০১৮-২০১৯	২৯	৩৬	৬০	১৬৬	৮৮১	১০৮৩	২২৫৫	চুক্তি সম্পাদনের ৩/৪ বছর অতিবাহিত হলেও ৫.৫৪% বিদ্যালয়ের অগ্রগতি মে/২০২২ পর্যন্ত ৫০% এর নিচে
২০১৯-২০২০	১৯	৩৮	৫১	৬৯	১৬০	৮৯	৪২৬	চুক্তি সম্পাদনের ২/৩ বছর অতিবাহিত হলেও ২৫.৩৫% বিদ্যালয়ের অগ্রগতি মে/২০২২ পর্যন্ত ৫০% এর নিচে
২০২০-২০২১	১১	১৬	২১	১৪	১৩	১	৭৬	চুক্তি সম্পাদনের ১/২ বছর অতিবাহিত হলেও ৬৫.১৫% বিদ্যালয়ের অগ্রগতি মে/২০২২ পর্যন্ত ৫০% এর নিচে

চুক্তি স্বাক্ষর	০%	১-২৪%	২৫-৪৯%	৫০-৭৪%	৭৫-৯৯%	১০০%	মোট	মন্তব্য
২০২১-২০২২	১৭	৮	৩	-	-	-	২৮	২০২১-২০২২ অর্থবছরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া ৬০.৭১% বিদ্যালয়ের অগ্রগতি মে/২০২২ পর্যন্ত শূন্য শতাংশ
অর্থবছর উল্লেখ নেই	১৫	২৮	৩৩	৩৫	৩৭	১০	১৫৮	তথ্য সঠিকভাবে তুলে ধরা হয় নি।
অন্যান্য	১২	-	-	-	-	-	১২	তথ্য সঠিকভাবে তুলে ধরা হয় নি।

তথ্যসূত্র: প্রকল্প অফিস

৩.১.৪.৩ প্রধান কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

ফুলখাঁ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও হরিশ্বর তালুক উচ্চ বিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলার অন্তর্গত ফুলখাঁ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও হরিশ্বর তালুক উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ক্লাসরুম, শিক্ষকের কক্ষ, কমনরুম ও ওয়াশব্লকসহ চারতলা বিল্ডিং এর কাজ শতভাগ শেষ হয়েছে। প্রকল্প অফিস সূত্রে জানা যায় যে, ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে বিদ্যালয়ের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। তবে এখনও স্কুলে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয় নি। পুরাতন আসবাবপত্র এনে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম সীমিত পর্যায়ে চলমান লক্ষ্য করা গেছে। ওয়াশব্লকগুলো ছেলে ও মেয়েদের পৃথকভাবে বিন্যাস করা হয়েছে। তবে টয়লেটের অনেক দরজায় ছিটকিনি লাগাতে সমস্যায় পড়তে হয়েছে। প্রকল্পটি পরিদর্শনকালে জনগণের সাথে কথা বলে

চিত্র: ৩.১ ফুলখাঁ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম

চিত্র: ৩.২ ১) অকেজো ও নিম্নমানের বৈদ্যুতিক সুইচ ২) জানালা প্লাস্টারের মাঝে ফাঁক ৩) বৈদ্যুতিক সুইচের বোর্ডে এসএস এর পরিবর্তে এমএস জং ধরা স্ক্রু ৪) সাদা ও কালো বোর্ডের পরিবর্তে শুধু কালো বোর্ড

জানা যায় যে, পূর্বের কাঁচা ঘরের বিদ্যালয় ভবন থাকাকালীন ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিত তেমন ছিল না। তবে নতুন ভবনের ফলে দূর-দূরান্ত থেকে অনেক অভিভাবকই তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহী বলে অনেকে মতামত ব্যক্ত করেন। হরিশ্বর তালুক উচ্চ বিদ্যালয়টি জলাশয়ের পাশে নির্মাণ করায় স্থানীয় লোকজন ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা জলাশয়টি কংক্রিট দিয়ে বেঁধে দেওয়ার জন্য মত প্রকাশ করেন। তাছাড়া বিদ্যালয়ের মেইন গেইট পর্যন্ত উপযুক্ত রাস্তা করা দরকার বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

সিঙ্গাইর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ও সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জ

মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলার সিঙ্গাইর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়টি সরেজমিন পরিদর্শনকালে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ প্রায় শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী জানান, বিদ্যালয়টি আগামী ৩০ জুন ২০২২ তারিখের মধ্যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করা হবে।

চিত্র: ৩.৩ ত্রুটিপূর্ণ ফ্ল্যাশ

চিত্র: ৩.৪ পলেস্তারা খসে যাচ্ছে

চিত্র: ৩.৫ ডিজেবল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য টইলেটের প্রবেশ পথ খাড়া;

চিত্র: ৩.৬ ত্রুটিপূর্ণ ইলেকট্রিক রড বাল্ব

পল্লীশ্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা

খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলায় নির্মাণাধীন পল্লীশ্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি নির্মাণাধীন অবস্থায় একদিকে হেলে পড়ে। হেলে পড়া চার তলা ভবনটি সোজা করতে অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করেছে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান এমএস রৈতি এন্টারপ্রাইজ। ভবন সোজা করতে একপাশে খনন করা হয় ১৪ ফুট গভীর খাল। অন্য পাশে বাঁশের পাইলিং দিয়ে ১২ ফুট চওড়া ও ১৪ ফুট উচ্চতায় নির্মাণ করা হয় বাঁধ।

সরেজমিনে দেখা গেছে, নতুন ফর্মুলা অনুযায়ী ভবনের সামনে (দক্ষিণ পাশ) এবং পশ্চিম পাশে মূল ভবনের কিছু অংশ বাদ রেখে ১২ ফুট চওড়া ও ১৪ ফুট গভীর খাল খনন করা হচ্ছে। সেখান থেকে উত্তোলিত পচা মাটি বস্তায় ভরে ভবনের পিছন ও পূর্বপাশের ডোবা নালায় বাঁশের পাইলিং দিয়ে প্রায় ১২ ফুট চওড়া ও ১৪ ফুট উচ্চতার বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান গত ৩ মার্চ থেকে নতুন ফর্মুলা অনুযায়ী কাজ শুরু করে। জানা গেছে, ভবনটি যেখানে করার কথা ছিল, সেখানে নির্মাণ না করে কিছুটা সরিয়ে করা হয়েছে। তবে যেখানে করা হয়েছে- সেখানের সয়েল টেস্ট করা হয়নি। এছাড়া জায়গাটি বিল বা ডোবা হিসেবে থাকলেও বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের আগে তার স্থায়িত্ব নিয়েও ভাবা হয়নি। এসব কারণে ভবনটি হেলে পড়েছে। খুলনার দৌলতপুরের এমএস রৈতি এন্টারপ্রাইজ নামে একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজটি পায়। ১৮ মাসে কাজ শেষ করার সময় বেঁধে দিয়ে ২০১৯ সালের ৮ এপ্রিল কার্যাদেশ দেওয়া হয়। কাজ সম্পন্ন করার নির্ধারিত সময়ের দ্বিগুণ সময় পার হলেও এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত ৮০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয় ২৬০.১৬ লক্ষ টাকা যা মোট চুক্তিমূল্য ২৯০.৮০ লক্ষ টাকার ৮৯.৪৬ শতাংশ।

চিত্র: ৩.৭ হেলে যাওয়া পল্লীশ্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন, ডুমুরিয়া, খুলনা

হেলে পড়া এই ভবন সম্পর্কে বাস্তবায়নকারী সংস্থা থেকে জানা যায়, ২২/০২/২০২২ ইং তারিখে বিডি নিউজ-২৪ এ প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে প্রকল্প পরিচালকের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ দল ২৫/০২/২০২২ ইং তারিখে ‘‘নির্বাচিত বে-সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন’’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলাধীন ডুমুরিয়া উপজেলার হেলেপড়া পল্লীশ্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন ৪-তলা একাডেমিক ভবনটি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শক টিম ভবনটির দুইপার্শ্বে লোড চাপিয়ে অবশিষ্ট দুই পার্শ্ব থেকে লোড মুক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। নির্দেশনা মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে হেলে পড়া ভবনটি পূর্বের অবস্থা থেকে উন্নতি হয় এবং ক্রমান্বয়ে পূর্বের উলম্ব এবং স্থির অবস্থায় ফিরে যাওয়া পরিলক্ষিত হয়। বিষয়টি প্রতিনিয়ত স্থানীয় পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। বিগত ২৭/০৫/২০২২ ইং তারিখে ইতোপূর্বে পরামর্শ প্রদানকারী দল কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করে ভবনের পূর্বের হেলে পড়া অবস্থার উন্নতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। গত ২১/০৬/২০২২ ইং তারিখে খুলনা সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর নেতৃত্বে স্থানীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীগণ ভবনটি পরিদর্শন করেন। উক্ত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, ভবনটির পূর্বের হেলে পড়া অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।

সম্পূর্ণ সমাপ্ত হওয়া ২০টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো তুলে ধরা হলোঃ

বৈশিষ্ট্য	অবস্থান [কোডঃ ১ = আছে; ২ = নেই]	মন্তব্য
শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা-৯টি (শুধুমাত্র ক্যাটেগরি-২ এ ১৫টি শ্রেণিকক্ষ)	১ = ১০০%	২০টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ৪-তলা বিল্ডিং এ ৯টি শ্রেণিকক্ষ রয়েছে।

বৈশিষ্ট্য	অবস্থান [কোডঃ ১ = আছে; ২ = নেই]	মন্তব্য
গার্লস কমনরুম রয়েছে কিনা	১ = ১০০%	গার্লস কমনরুম থাকলেও সেখানে কোনো রুমেই আসবাবপত্র ছিল না। কো-এডুকেশন বিদ্যালয়ের গার্লস কমনরুম নিচতলায় রাখা হয়েছে।
প্রধান শিক্ষক/সহকারী শিক্ষকদের কক্ষ	১ = ১০০%	প্রধান শিক্ষক/সহকারী শিক্ষকদের কক্ষ নিচ তলায় সিঁড়ির পাশে করা হয়েছে।
টয়লেট ব্লক রয়েছে কিনা	১ = ১০০%	২০টি (১০০%) বিদ্যালয়ের অধিকাংশ টয়লেট-এর কাঠের দরজা সঠিক ছিল না, অর্থাৎ ছিটকিনিতে সমস্যা, কাঠ বেঁকে যাওয়া, দুই জয়েন্টের মাঝে ফাঁক থাকা ইত্যাদি ছিল। কয়েকটি বিদ্যালয়ের হাই-কমোডে ফ্ল্যাশ সমস্যা ছিল। ৩৫% (৭টি) বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি বেসিন ব্যবহার অযোগ্য পাওয়া গেছে।
কো-এডুকেশন (ছাত্র-ছাত্রী)-এর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন টয়লেট ব্লক	১ = ১০০%	প্রতি ফ্লোরের দুইপাশে দুটি করে টয়লেট ব্লক রয়েছে। প্রতিটি কো-এডুকেশন স্কুলে ছেলে-মেয়েদের জন্য আলাদা টয়লেট ব্লক প্রতি ফ্লোরে করা হয়েছে। সেখানে তিনটি করে মোট ৬টি টয়লেট প্রতি ফ্লোরে দেখা গেছে।
অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা	১ = ১০০%	প্রতিটি বিদ্যালয়ের বৈদ্যুতিক সুইচের অনেকগুলো বিনষ্ট অবস্থায় দেখা গেছে।
পানি সরবরাহ/স্যানিটারির কাজ	১ = ১০০%	পানির কলের গুণগত মান নিয়ে ৭০ ভাগ বিদ্যালয়ের (১৪টি) প্রধান শিক্ষককে সন্তুষ্ট দেখা গেছে। ১৫ শতাংশ বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি পানির কল ব্লক হয়ে ছিলো। বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, পানিতে অতিরিক্ত আইরনের কারণে নাকি এমনটা হয়েছে। পানির পাম্প ১০০ ভাগ স্কুলে কার্যকর ছিল।
আসবাবপত্র সরবরাহ	২ = ১০০%	কোনো স্কুলেই আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয় নি এবং কখন সরবরাহ করা হবে এ সম্পর্কে শিক্ষকেরা কোনো তথ্য দিতে পারে নি। যদিও বেশ কিছু বিদ্যালয়ের কাজ অনেক আগেই সমাপ্ত হয়েছে। পুরাতন বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র দিয়ে ক্লাস পরিচালনা করা হচ্ছে।
পাঠাগার রয়েছে কিনা	১ = ১০০%	প্রতিটি স্কুলে পাঠাগার থাকলেও আসবাবপত্রের অভাবে কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে।
সোলার সিস্টেম	১০০%	প্রতিটি স্কুলে ২ কিলোওয়াটের একটি অনগ্রিড সোলার সিস্টেম রয়েছে। তবে ৬৫ ভাগ বিদ্যালয়ের (১৩টি) অনগ্রিড সোলার সিস্টেমের ব্যবহার নিয়ে হতাশা দেখা গেছে। কারণ হিসেবে জানা যায়, অনগ্রিড সোলার সিস্টেম নিয়মিত বন্ধ ও চালু করতে হয়। চতুর্থ তলার সিঁড়ির উপরে এর সিস্টেম থাকায় অনেক সময় ভুলে বন্ধ না করায় লোডশেডিং এর সময়ে বাড়তি বিদ্যুৎ খরচ দেখা যায় মর্মে জানা যায়।

৩.২ ক্রয় কার্যক্রম

৩.২.১ ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা

টেবিল: ৩.৫ ক্রয় পরিকল্পনা

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ (Indicative Dates)			মন্তব্য
								দরপত্র আহবান	চুক্তি সাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পণ্য											
পিজি-১	কম্পিউটার	প্রতিটি	০৯ টি	আর.এ ফ.কিউ এম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৯.০০	২৫.০৪.২০১৮	১৫.০৫.২০১৮	২০.০৬.২০১৮	ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি
পিজি-(২-২৩)	ফটোকপিয়ার	প্রতিটি	২২	আর.এ ফ.কিউ এম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৪৪.০০	২৫.০৪.২০১৮	১৫.০৫.২০১৮	২০.০৬.২০১৮	ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি
পিজি-২৪	আসবাবপত্র	থোক	থোক	ওটিএম (এনসি টি)	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	১০.২৯	০১.০৫.২০১৮	০১.০৬.২০১৮	২৫.০৬.২০১৮	ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি
পিজি-৫-১০২৫	আসবাবপত্র	থোক	থোক	ওটিএম (এনসি টি)	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৩৭৫৬৭.০০	১৫.০৯.২০১৮	১৫.১১.২০১৮	১৫.০৩.২০১৯	ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়েছে কারণ ডিপিপি'র উল্লিখিত সময় অনুযায়ী আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়নি
পিজি-১০২৬-২০২৬	আসবাবপত্র	থোক	থোক	ওটিএম (এনসি টি)	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৩৭৫৬৭.০০	১৫.১২.২০১৮	১৫.০৩.২০১৯	১৫.০৭.২০১৯	ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়েছে কারণ ডিপিপি'র উল্লিখিত সময় অনুযায়ী আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়নি
পিজি-২০২৭-৩০২৭	আসবাবপত্র	থোক	থোক	ওটিএম (এনসি টি)	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৩৭৫৬৯.০০	১৫.০৭.২০১৯	১৫.১০.২০১৯	১৫.০৪.২০২০	ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়েছে কারণ ডিপিপি'র উল্লিখিত সময় অনুযায়ী আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়নি
পিজি-৩০২৮	মোটরসাইকেল	প্রতিটি	২৫ টি	ওটিএম (এনসি টি)	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৪৫.০০	২৫.০৪.২০১৮	১৫.০৫.২০১৮	১০.০৬.২০১৮	ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি
পিজি-৩০২৯	জীপ গাড়ি	প্রতিটি	০১ টি	ওটিএম (এনসি টি)	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৯০.০০	২৫.০৪.২০১৮	১৫.০৫.২০১৮	১০.০৬.২০১৮	ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ (Indicative Dates)			মন্তব্য
								দরপত্র আহবান	চুক্তি সাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের তারিখ	
পিজি-৩০৩০	মাইক্রোবাস	প্রতিটি	০১ টি	ওটিএম (এনসিটি)	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৪০.০০	২৫.০৪.২০১৮	১৫.০৫.২০১৮	১০.০৬.২০১৮	ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি
পিজি-৩০৩১	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্ট	প্রতিটি	০১ টি	ওটিএম (এনসিটি)	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	০২.০০	২৫.০৪.২০১৮	১৫.০৫.২০১৮	১০.০৬.২০১৮	ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি
মোট প্রাক্কলিত মূল্যঃ							১১২৯৪৩.২৯				
পূর্ত কাজ											
*ডব্লিউডি (১-৭৫০)	একাডেমিক ভবন নির্মাণ (৭৫০ বিদ্যালয়)	বর্গমিটার	৯৯৭১৭৬.২৫ বর্গ.মি.	ওটিএম (এনসিটি)	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২৩২৪৫৫.৬২	২৫.০৪.২০১৮	২৫.০৫.২০১৮	১০.০৫.২০১৯	ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়েছে কারণ ডিপিপি'র উল্লিখিত সময় অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়নি
*ডব্লিউডি (৭৫১-১৫০০)	একাডেমিক ভবন নির্মাণ (৭৫০ বিদ্যালয়)	বর্গমিটার	৯৯৭১৭৬.২৫ বর্গ.মি	ওটিএম (এনসিটি)	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২৩২৪৫৫.৬২	০১.০৮.২০১৮	১৫.১০.২০১৮	১৫.১০.২০১৯	ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়েছে কারণ ডিপিপি'র উল্লিখিত সময় অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়নি
*ডব্লিউডি (১৫০১-২২৫০)	একাডেমিক ভবন নির্মাণ (৭৫০ বিদ্যালয়)	বর্গমিটার	৯৯৭১৭৬.২৫ বর্গ.মি	ওটিএম (এনসিটি)	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২৩২৪৫৫.৬২	০১.০৪.২০১৯	১৫.০৬.২০১৯	১৫.০৬.২০২০	ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়েছে কারণ ডিপিপি'র উল্লিখিত সময় অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়নি
*ডব্লিউডি (২২৫১-৩০০০)	একাডেমিক ভবন নির্মাণ (৭৫০ বিদ্যালয়)	বর্গমিটার	৯৯৭১৭৬.২৫ বর্গ.মি	ওটিএম (এনসিটি)	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২৩২৪৫৫.৬২	০১.০৮.২০১৯	১৫.১০.২০১৯	১৫.১০.২০২০	ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়েছে কারণ ডিপিপি'র উল্লিখিত সময় অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়নি
পূর্তকাজের মোট ক্রয় মূল্য=						৯২৯৮২২.৪৮					
সেবা											
এসডি-০১ থেকে ৩	প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং সফটওয়্যার মেইনটেনেন্স	থোক	থোক	আর.এফ. কিউএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	১৫.০০	১৫.০২.২০১৮	১৮.০২.২০১৮	জুন ২০২০	ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি
সেবার মোট ক্রয় মূল্য=						১৫.০০					

টেবিল: ৩.৫ থেকে দেখা যায়, পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত প্যাকেজ পিজি-১ থেকে পিজি-৩০৩১ পর্যন্ত দরপত্র আহবান ও চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের বিষয়ে ২৫.০৪.২০১৮ খ্রি: থেকে ১৫.০৪.২০২০ খ্রি: এর মধ্যে সম্পন্ন করার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত রয়েছে। যদিও বাস্তবে আসবাবপত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় মাত্র ৩.৩০ শতাংশ।

অন্যদিকে ডিপিপির কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ত কাজের প্যাকেজ ডব্লিউডি ১-৩০০০ পর্যন্ত দরপত্র আহবান ও চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের বিষয়ে ২৫.০৪.২০১৮ খ্রি: থেকে ১৫.১০.২০২০ খ্রি: উল্লিখিত রয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত এ খাতে অগ্রগতি ৭৫.০০ শতাংশ এবং একশ'র অধিক বিদ্যালয়ে এখন পর্যন্ত অগ্রগতি ০.০০ শতাংশ এবং এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত কেবলমাত্র এক-তৃতীয়াংশ বিদ্যালয়ের পূর্ত কাজ শতভাগ সমাপ্ত হয়েছে।

৩.২.২ ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

প্রকল্প অফিস সূত্রে জানা যায়, ২৯৫২টি প্রতিষ্ঠানে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ৪৪টি প্রতিষ্ঠানে জরিপ ও দরপত্র কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। ঢাকা মেট্রো এলাকায় ১৩টি প্রতিষ্ঠানের ডিও সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার ক্রয় কার্যক্রম এর ক্ষেত্রে মোট ০৮টি প্যাকেজের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া অগ্রগতি না হওয়া ২০টি প্যাকেজের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ০২টি প্যাকেজের কেস স্টাডি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন (পিপিএ-২০০৬) এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা (পিপিআর-২০০৮) প্রতিপালন এবং গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

কার্যপরিধি মোতাবেক বিষয়টি বিশদ পর্যালোচনার লক্ষ্যে দরপত্র সংক্রান্ত দলিল-দস্তাবেস, দরপত্র মূল্যায়ন রিপোর্ট, দরপত্র প্রদানকারীদের দাখিলকৃত নথিপত্র, মূল্যায়িত দরের সমতার ক্ষেত্রে যে নির্ণায়কের অনুসরণে চুক্তিমূল্য করা হয়েছে তার নথি, সর্বনিম্ন দরদাতা ও নির্বাচিত ঠিকাদারের সাথে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সম্পাদিত চুক্তিপত্র এবং কার্যাদেশ, ঠিকাদারের দাখিলকৃত ওয়ার্ক প্লান ইত্যাদি নথিপত্রগুলি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়।

টেবিল: ৩.৫ এ ৮টি প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রমের বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে-

টেবিল: ৩.৬ ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ

দরপত্র নং	দরপত্র অনুযায়ী প্যাকেজের নাম	ক্রয় পদ্ধতি	দরপত্র/বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যম ও আহ্বানের তারিখ	দরপত্র দাখিলের তারিখ	মোট দরপত্র বিক্রয়	মোট দরপত্র জমা (পুনঃ দরপত্র)	উপযুক্ত (রেসপনসিভ) দরদাতার সংখ্যা	চূড়ান্তভাবে অনুমোদন তারিখ	Notification of Award জারির তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী ও বাস্তবে কাজ শেষ	দরপত্র মূল্য (টাকা)	চুক্তি মূল্য (টাকা)
২৪৮৮১৯	JAS/New 3000/NGSS/2018-19/ e-GP/WD-036	এলটিএম	প্রকাশের তারিখ : ০৮.০১.২০১৯	২৮.০১.১৯	২৭ টি	২৭ টি	২৭	০৪.০৩.১৯	০৫.০৩.১৯	০৮.০৯.২০ ২৮.১১.২১	২,৮৮,৩২,২৬৫.০৮১	২,৭৩,৯০,৬৫১.৮২৬
	e-Tender 44/NGSS/XEN/EED/ Syl/2019-20	ওটিএম	আমাদের নতুন সময় ; ঢাকা ট্রিবিউন ; দি ডেইলি সিলেট বাণী প্রকাশের তারিখ: ২৯.০৭.২০	২৫.০৮.২০	০৯ টি	০৮ টি	৩	০৭.০১.২১	০৭.০১.২১	২৫.০৭.২২	৩,২৭,৪৯,৬৭৫.৯৭০	৩,২৭,০০,০০.০০
২৩৪৫৮৪	18/Non-Govt.School (New)/18-19, Dated-16/10/2018	এলটিএম	The Daily News Today ; The Daily Amader Aurthoniti ; The Daily Khobor Akdin প্রকাশের তারিখ: ১৭.১০.১৮	১১.১১.১৮	১৭ টি	১৭ টি	১৭	২৭.১২.১৮	২৭.১২.১৮	২০.০৭.২০ ২৬.০৬.২০	২,৮৮,৩২,২৬৫.০৮০	২,৭৩,৯০,৬৫১.৮২৬
২৯৫৬৬৪	FZ/CE/3000/HSNEW/2018-19/WD-42	এলটিএম	দৈনিক কালের কণ্ঠ ; The Daily Asian Age ; দৈনিক ভোরের প্রত্যাশা (স্থানীয়) প্রকাশের তারিখ: ১৬.০৩.১৯	০১.০৪.১৯	৩ টি	৩ টি	২	১৬.০৬.১৯	৩০.০৬.১৯	১৬.০৭.২০ ১৫.০৪.২১	২,৮৮,৩২,২৬৫.০৮০	২,৭৩,৯০,৬৫১.৮২৬
৩৩৮৯৭৯	NZ/EED/NGSS /2018-2019/06	এলটিএম	-	২৯.০৭.১৯	৪ টি	৩ টি	২	২৯.০৯.১৯	৩০.০৯.১৯	১৫.০৪.২১ ০৪.০৪.২১	২,৮৮,৩২,২৬৫.০৮০	২৮,৮৮,২৬,৪৯৮.০৮০
২৪৮১৫১	NGSS/WD-38 Notice: 23/e-GP/EED/KZ/DEV/	ওটিএম	দৈনিক মানবজমিন; The Daily New Nation; দৈনিক কালান্তর, প্রকাশের তারিখ: ২৭.১১.১৮	২৩.১২.১৮	৬ টি	৫ টি	২	২০.০২.১৯	২৪.০২.১৯	২০.০৯.২০ ২০.০৯.২০	৩,০২,৮৮,৪৭২.০৯	২,৭২,৫৯,৬২৪.৮৮১
২৩০১৬৫	আড়াইহাজার পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় , আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ ।	এলটিএম	দৈনিক যায় যায় দিন ; Daily Dhaka Tribune	২৯.১০.১৮	১৩ টি	১৩ টি	২	২৬.১২.১৮	২৭.১২.১৮	৩১.০৩.২১ ৩০.০৮.২১	২,৮৮,৩২,২৬৫.০৮০	২,৭৩,৯০,৬৫১.৭৫

দরপত্র নং	দরপত্র অনুযায়ী প্যাকেজের নাম	ক্রয় পদ্ধতি	দরপত্র/বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যম ও আহ্বানের তারিখ	দরপত্র দাখিলের তারিখ	মোট দরপত্র বিক্রয়	মোট দরপত্র জমা (পুনঃ দরপত্র)	উপযুক্ত (রেসপনসিভ) দরদাতার সংখ্যা	চূড়ান্তভাবে অনুমোদন তারিখ	Notification of Award জারির তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী ও বাস্তবে কাজ শেষ	দরপত্র মূল্য (টাকা)	চুক্তি মূল্য (টাকা)
			প্রকাশের তারিখ : ২৮/০৯/২০১৮									
	EE/EED/NZ/NewSH/ NGSS/2019-20/03	এলটিএম	দৈ.আমাদের নতুন সময় ;The Daily Sun ; দৈ.বাংলার নেত্র প্রকাশের তারিখ: ৩০.০৮.১৯	১৮.০৯.১৯	২৯৯টি	২৯৫টি	২	৩০.১২.১৯	৩০.১২.১৯	২২.০৭.২১ ১৫.০৭.২১	২,৮৮,৩২,২৬৫.০৮	২,৮৪,৫৩,৫৭৮.৪৬

তথ্যসূত্র: প্রকল্প অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্য

উপর্যুক্ত **টেবিল: ৩.৫** থেকে দেখা যায়, দরপত্র নং ২৪৮৮১৯, প্যাকেজ **JAS/New 3000/NGSS/2018-19/ e-GP/WD-36**-এর দরপত্র আহব্বান করা হয় ০৮.০১.২০১৯ খ্রি:, যদিও সরবরাহ করা তথ্যে কোন পত্রিকায় তা প্রকাশ করা হয়েছে উল্লেখ করা হয় নি। দরপত্র দাখিলের তারিখ ছিল ২৮.০১.১৯ খ্রি:। প্যাকেজের ক্রয় পদ্ধতি হিসেবে দেখা যায় এলটিএম; যা ডিপিপি অনুযায়ী ওটিএম বা উন্মুক্ত ক্রয় পদ্ধতি অনুসৃত হয় নি পরিলক্ষিত হয়। মোট দরপত্র বিক্রয়, দরপত্র জমা ও রেসপন্সিভ দরদাতার সংখ্যা প্রতি ক্ষেত্রে ২৭টি করে। প্যাকেজটি দরপত্র দাখিলের তারিখ হতে ৬২ দিন পর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান (০৪.০৩.১৯ খ্রি:) করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী ও বাস্তবে কাজ শেষ হয় যথাক্রমে ০৮.০৯.২০ ও ২৮.১১.২১ খ্রি:। এখানে লক্ষ করা যায়, চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষের তারিখ হতে প্রায় ১ বছর দুই মাস পরে প্যাকেজটির কাজ শেষ হয়। প্যাকেজটির দরপত্র মূল্য ছিল ২,৮৮,৩২,২৬৫.০৮১ টাকা ও চুক্তিমূল্য ২,৭৩,৯০,৬৫১.৮২৬ টাকা।

প্যাকেজ **NGSS/XEN/EED/Syl/2019-20/ WD-44**-এর দরপত্র আহব্বান করা হয় ২৯.০৭.২০ খ্রি:; যা তিনটি পত্রিকায় (আমাদের নতুন সময় ; ঢাকা ট্রিবিউন ; দি ডেইলি সিলেট বাণী) প্রকাশ করা হয়েছে। প্যাকেজের ক্রয় পদ্ধতি হিসেবে উল্লেখ করা হয় ওটিএম; যা ডিপিপি অনুযায়ী উন্মুক্ত ক্রয় পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে পরিলক্ষিত হয়। মোট দরপত্র বিক্রয়, দরপত্র জমা ও রেসপন্সিভ দরদাতার সংখ্যা যথাক্রমে ০৯টি, ০৮টি, ও ৩টি করে। প্যাকেজটি দরপত্র দাখিল (২৫.০৮.২০খ্রি:) হতে যাচাইবাছাই শেষে প্রায় ১৩০ দিন পর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান (০৭.০১.২১ খ্রি:) করা হয়। নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে ২৫.০৭.২২ খ্রি:। প্যাকেজটির দরপত্র মূল্য ছিল ৩,২৭,৪৯,৬৭৫.৯৭০ টাকা ও চুক্তিমূল্য ৩,২৭,০০,০০.০০ টাকা।

প্যাকেজ **Non-Govt.School /18-19/ WD-18**-এর দরপত্র আহব্বান করা হয় ১৭.১০.১৮ খ্রি:; যা তিনটি পত্রিকায় (The Daily News Today ; The Daily Amader Aurthoniti ; The Daily Khobor Akdin) প্রকাশ করা হয়েছে। প্যাকেজের ক্রয় পদ্ধতি হিসেবে দেখা যায় এলটিএম; যা ডিপিপি অনুযায়ী ওটিএম বা উন্মুক্ত ক্রয় পদ্ধতি অনুসৃত হয় নি পরিলক্ষিত হয়। মোট দরপত্র বিক্রয়, দরপত্র জমা ও রেসপন্সিভ দরদাতার সংখ্যা প্রতি ক্ষেত্রে ১৭টি করে। প্যাকেজটি দরপত্র দাখিল (১১.১১.১৮ খ্রি:) হতে যাচাইবাছাই শেষে প্রায় ৪৭ দিন পর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান (২৬.০৬.২০ খ্রি:) করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী ও বাস্তবে কাজ শেষ হয় যথাক্রমে ২০.০৭.২০ ও ২৬.০৬.২১ খ্রি:। প্যাকেজটির দরপত্র মূল্য ছিল ২,৮৮,৩২,২৬৫.০৮০ টাকা ও চুক্তিমূল্য ২,৭৩,৯০,৬৫১.৮২৬ টাকা।

প্যাকেজ **FZ/CE/3000/HSNEW/2018-19/WD-42**-এর দরপত্র আহব্বান করা হয় ১৬.০৩.১৯ খ্রি:; যা তিনটি পত্রিকায় (দৈনিক কালের কণ্ঠ ; The Daily Asian Age ; দৈনিক ভোরের প্রত্যাশা) প্রকাশ করা হয়েছে। প্যাকেজের ক্রয় পদ্ধতি হিসেবে দেখা যায় এলটিএম; যা ডিপিপি অনুযায়ী ওটিএম বা উন্মুক্ত ক্রয় পদ্ধতি অনুসৃত হয় নি পরিলক্ষিত হয়। মোট দরপত্র বিক্রয়, দরপত্র জমা ও রেসপন্সিভ দরদাতার সংখ্যা যথাক্রমে ০৩টি, ০৩টি ও ০২টি করে। প্যাকেজটি দরপত্র দাখিল (০১.০৪.১৯ খ্রি:) হতে যাচাইবাছাই শেষে প্রায় ৭৫ দিন পর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান (১৬.০৬.১৯ খ্রি:) করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী ও বাস্তবে কাজ শেষ হয় যথাক্রমে ২০.০৭.২০ ও ১৫.০৪.২১ খ্রি:। প্যাকেজটির দরপত্র মূল্য ছিল ২,৮৮,৩২,২৬৫.০৮০ টাকা ও চুক্তিমূল্য ২,৭৩,৯০,৬৫১.৮২৬ টাকা।

প্যাকেজ **NZ/EED/NGSS/2018-2019/ WD-06**-এর দরপত্র আহব্বান ও পত্রিকায় প্রকাশের বিষয়ে তথ্য উল্লেখ করা হয় নি। প্যাকেজের ক্রয় পদ্ধতি হিসেবে দেখা যায় এলটিএম; যা ডিপিপি অনুযায়ী ওটিএম বা উন্মুক্ত ক্রয় পদ্ধতি অনুসৃত হয় নি পরিলক্ষিত হয়। মোট দরপত্র বিক্রয়, দরপত্র জমা ও রেসপন্সিভ দরদাতার সংখ্যা যথাক্রমে ০৪টি, ০৩টি ও ০২টি করে। প্যাকেজটি দরপত্র দাখিল (২৯.০৭.১৯ খ্রি:) হতে যাচাইবাছাই শেষে প্রায় ৬০ দিন পর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান (২৯.০৯.১৯ খ্রি:) করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী ও বাস্তবে কাজ শেষ হয় যথাক্রমে যথাক্রমে ১৫.০৪.২১ ও ০৪.০৪.২১ খ্রি:। প্যাকেজটির দরপত্র মূল্য ছিল ২,৮৮,৩২,২৬৫.০৮০ টাকা ও চুক্তিমূল্য ২৮,৮৮,২৬,৪৯৮.০৮০ টাকা।

প্যাকেজ **NGSS/Notice: 23/e-GP/EED/KZ/DEV/ WD-38**-এর দরপত্র আহব্বান করা হয় ২৭.১১.১৮ খ্রি:; যা তিনটি পত্রিকায় (দৈনিক মানবজমিন; The Daily New Nation; দৈনিক কালান্তর) প্রকাশ করা হয়েছে। প্যাকেজের ক্রয় পদ্ধতি হিসেবে উল্লেখ করা হয় ওটিএম; যা ডিপিপি অনুযায়ী উন্মুক্ত ক্রয় পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে পরিলক্ষিত হয়। মোট দরপত্র বিক্রয়, দরপত্র জমা ও রেসপন্সিভ দরদাতার সংখ্যা যথাক্রমে ০৬টি, ০৫টি ও ০২টি করে। প্যাকেজটি দরপত্র দাখিল (২৩.১২.১৮ খ্রি:) হতে যাচাইবাছাই শেষে প্রায় ৫৮ দিন পর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান (২০.০২.১৯ খ্রি:) করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী ও বাস্তবে কাজ শেষ হয় ২০.০৯.২০ খ্রি:। প্যাকেজটির দরপত্র মূল্য ছিল ৩,০২,৮৮,৪৭২.০৯ টাকা ও চুক্তিমূল্য ২,৭২,৫৯,৬২৪.৮৮১ টাকা।

প্যাকেজ **EE/EED/NZ/NewSH/NGSS/2019-20/ WD-03**-এর দরপত্র আহব্বান করা হয় ৩০.০৮.১৯ খ্রি:; যা তিনটি পত্রিকায় (দৈ.আমাদের নতুন সময় ;The Daily Sun ; দৈ.বাংলার নেত্র) প্রকাশ করা হয়েছে। প্যাকেজের ক্রয় পদ্ধতি হিসেবে দেখা যায় এলটিএম; যা ডিপিপি অনুযায়ী ওটিএম বা উন্মুক্ত ক্রয় পদ্ধতি অনুসৃত হয় নি পরিলক্ষিত হয়। মোট দরপত্র বিক্রয়, দরপত্র জমা ও রেসপন্সিভ দরদাতার সংখ্যা যথাক্রমে ২৯৯টি, ২৯৫টি ও ০২টি করে। প্যাকেজটি দরপত্র দাখিল (১৮.০৯.১৯ খ্রি:) হতে যাচাইবাছাই শেষে প্রায় ৮১ দিন পর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান (৩০.১২.১৯ খ্রি:) করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী ও বাস্তবে কাজ শেষ হয় যথাক্রমে ২২.০৭.২১ ও ১৫.০৪.২১ খ্রি:। প্যাকেজটির দরপত্র মূল্য ছিল ২,৮৮,৩২,২৬৫.০৮০ টাকা ও চুক্তিমূল্য ২,৭৩,৯০,৬৫১.৮২৬ টাকা।

উপরের ক্রয় কার্যক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায়, ক্রয় পদ্ধতি হিসেবে ওটিএম (উন্মুক্ত ক্রয় পদ্ধতি) ও এলটিএম (সীমিত ক্রয় পদ্ধতি) উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মূল ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি শুধু ওটিএম উল্লেখ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ বিধিমালা অনুসৃত হয় নি প্রতীয়মান হয়। এছাড়া চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির সময়েও ব্যত্যয় হয়েছে পরিলক্ষিত হয়।

বাস্তব অগ্রগতি না হওয়া বিভিন্ন ক্যাটেগরির ২০টি বিদ্যালয়ের ক্রয় প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ

চলমান প্রকল্পের এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ১০৩টি বিদ্যালয়ের অগ্রগতি শূন্য শতাংশ দেখা যায়। নানাবিধ কারণে এ অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

টেবিল ৩.৬-এ বাস্তব অগ্রগতি না হওয়া বিভিন্ন ক্যাটেগরির ২০টি বিদ্যালয়ের ক্রয় প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হলোঃ

টেবিল: ৩.৬ বাস্তব অগ্রগতি (০%) না হওয়া ২০টি বিদ্যালয়ের ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ

ক্রম	জেলা ও উপজেলা	প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্যাটেগরি	ঠিকাদারের নাম	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের তারিখ	সময় অতিবাহিত (দিন)	দরপত্র মূল্য	অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	যশোর, অভয়নগর	খাজুরা মাখনবালা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	1	M/s Abdur Razzaque	LTM	05/05/19	1125	23,886,553.580	০.০০%	প্রতিষ্ঠানে মালামাল পরিবহন যোগ্য কোন সড়ক নাই।
২	বরিশাল, সদর	বুখাইনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	1	Md Mahfug khan Ltd & M/S Layla Builders (JV)	OTM	19/09/19	978	32,057,158.759	০.০০%	প্রথমবার টেস্ট পাইল লোড টেস্টে অকৃতকার্য হলে পুনরায় মাটি পরীক্ষা করে টেস্ট পাইলের নকশা নতুনভাবে সরবরাহ করা হয়। ইতঃমধ্যে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির কারণে ঠিকাদার কাজটি শুরু করেনি।
৩	বরিশাল, উজিরপুর	কুড়ালিয়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	1	M/S Layla Builders	OTM	04/03/20	810	28,400,261.001	০.০০%	সাইটে মালামাল বহন সংক্রান্ত সমস্যা
৪	ঝালকাঠি, নলছিটি	রানাপাশা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	1	M/S Layla Builders	OTM	16/01/20	890	31,077,370.592	০.০০%	জায়গা নিয়ে সমস্যার সমাধান হয়েছে কাজ দ্রুত শুরু হবে।
৫	কুমিল্লা, চৌদ্দগ্রাম	চৌদ্দগ্রাম মাধ্যমিক পাইলট বালিকা বিদ্যালয়	1	M/S Rahana Construction	LTM	19/09/19	978	25,143,740.610	০.০০%	প্রিকাস্ট পাইলে জনগনের আপত্তির কারণে কাজ বন্ধ
৬	চট্টগ্রাম, হাটহাজারি	হাটহাজারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	1	M/S.Dot-Shah Jabbaria(jv)	OTM	24/03/19	1160	22,629,366.549	০.০০%	পাইল কাজের কার্যাদেশ বাতিল প্রক্রিয়াধীন
৭	কক্সবাজার সদর	ঈদগাহ্ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	1	M/S Lipi Enterprise	LTM	13/03/19	1171	27,390,651.826		কাজ বাতিল করা হয়েছে, বিগত ০৭/০৬/২০২২ তারিখের পিএসসি সভায় নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।
৮	ঢাকা কেরাণীগঞ্জ	বাঘৈর জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়	1	M/S ARAFIN ENTERPRISE	LTM	17/01/19	1226	27,390,651.826	০.০০%	জায়গা নিয়ে জটিলতা
৯	ঢাকা মেট্রো আহমেদবাগ	আহমেদবাগ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	1	M/S ARAFIN ENTERPRISE	OTM	14/03/19	1170	40,043,105.298	০.০০%	ডিজাইন পাওয়া যায়নি

ক্রম	জেলা ও উপজেলা	প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্যাটেগরি	ঠিকাদারের নাম	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের তারিখ	সময় অতিবাহিত (দিন)	দরপত্র মূল্য	অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১০	ঢাকা মেট্রো খিলগাঁও	খিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ	2	BUILDERS-CWBD JV	OTM	11/02/19	1203	35,140,225.392	০.০০%	নন-প্রোটোটাইপ- সিটু পাইল
১১	ঢাকা মেট্রো তেজগাঁও	নাখালপাড়া হোসেন আলী উচ্চ বিদ্যালয়	2	M/S. Maa Trading	OTM	24/04/19	1130	40,043,105.298		পাইলের টেন্ডার হয়েছে
১২	বান্দরবান, লামা	সরই নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	3	M/S. Shah Jabbaria Construction & Co.	OTM	23/12/18	1248	26,179,856.172	০.০০%	যাতায়াত সমস্যা ছিল, কাজ শীঘ্রই শুরু হবে
১৩	চট্টগ্রাম, বাঁশখালী	রায়ছটা প্রেমাশিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	4	M/S. Shah Jabbaria Construction & Co.	OTM	25/03/19	1160	40,984,132.414	০.০০%	পাইলের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মূল ভবনের কাজ শুরু হবে
১৪	লক্ষীপুর রামগতি	রঘুনাথপুর পল্লী মঙ্গল উচ্চ বিদ্যালয়	4	M/S. PE & RE (JV)	OTM	27/06/19	1065	43,251,181.526		শীঘ্রই শুরু হবে
১৫	চট্টগ্রাম আনোয়ারা	উপকূলীয় আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	4	Ideal - Hasan (JV)	OTM	14/07/19	1047	40,828,579.106		নন প্রোটোটাইপ
১৬	কিশোরগঞ্জ ইটনা	থানেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় বিদ্যালয়	5	MASUM CONSTRUCTION	OTM	18/11/19	886	37,549,673.369	০.০০%	ভবন নির্মাণের স্থানটি মাটি পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠানের মাঠ হতে ৩ মিটার নিচু ছিল। সেই মোতাবেক ৪ মিটার গভীর Strip Foundation (Shaloow foundation) এর ড্রইং সরবরাহ করা হয়। কিন্তু কাজ শুরু করতে গেলে দেখা যায় ৩ মিটার গভীর জায়গাটি বালি দ্বারা ভরাট করা হয়েছে। এমতাবস্থায় ৭ মিটার বালি/মাটি কেটে কাজ করা প্রটেকশন ব্যতীত প্রায় অসম্ভব। বর্তমানে স্থানটি বন্যার পানিতে নিমজ্জিত অবস্থায় রয়েছে।
১৭	গোপালগঞ্জ মুকসুদপুর	এ. পি. এফ বদিউজ্জামান উচ্চ বিদ্যালয়	6	S.E.C & S.T (JV).	OTM	09/11/20	525	38,259,009.316	০.০০%	তাগিদ পত্র দেয়া হয়েছে
১৮	সাতক্ষীরা কালিগঞ্জ	তারালি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	6	M/S. Shahed Enterprise	OTM	13/05/19	1114	26,169,509.480	০.০০%	মূলভবনের ঠিকাদার ও পাইল কাজের ঠিকাদার ভিন্ন। পাইলের ঠিকাদারকে তাগিদ পত্র দেয়া হয়েছে

ক্রম	জেলা ও উপজেলা	প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্যাটেগরি	ঠিকাদারের নাম	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের তারিখ	সময় অতিবাহিত (দিন)	দরপত্র মূল্য	অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১৯	কক্সবাজার চকরিয়া	দরবশে কাটা উচ্চ বিদ্যালয়	6	M/S.Shah Jabbaria Construction-J S Enterprise(JV)	OTM	30/10/19	906	34,013,664.693	০.০০%	মাটি খারাপ হওয়ায় পরবর্তিতে পাইলের কাজের দরপত্র পক্রিয়াধীন
২০	বাগেরহাট মোংলা	হলদি বুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	6	FAIR MESSENGER	OTM	13/09/20	953	32,408,660.599	০.০০%	মাটি খারাপ হওয়ায় পরবর্তিতে পাইলের কাজের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন

তথ্যসূত্র: প্রকল্প অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্য (মে, ২০২২)

উল্লিখিত **টেবিল ৩.৬** থেকে দেখা যায়, প্রকল্পের কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ের প্যাকেজের কার্যাদেশ ২০১৮ ও ২০১৯ সালে দেওয়া হলেও মে/২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি শূন্য শতাংশ। ওয়ার্ক অর্ডার পাওয়ার পরও নানাবিধ কারণে ৫২৫-১২৪৮ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও কাজ শুরু করা সম্ভব হয় নি। কারণ হিসেবে জানা যায়, মালামাল এর দাম বৃদ্ধি জনিত কারণে ঠিকাদার কাজ শুরু করে নাই; এ সম্পর্কে জানা যায়, প্রথমবার টেস্ট পাইল লোড টেস্টে অকৃতকার্য হলে পুনরায় মাটি পরীক্ষা করে টেস্ট পাইলের নকশা নতুনভাবে সরবরাহ করা হয়। ফলে ইতোমধ্যে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির কারণে ঠিকাদার কাজটি শুরু করেনি। এছাড়া মাটি খারাপ হওয়ায় পরবর্তীতে পাইলের কাজের দরপত্র আহবান করা, প্রকল্প সাইটে যাতায়াত সমস্যা, নন-প্রোটোটাইপ বিল্ডিং নির্মাণ, জমি সংক্রান্ত জটিলতা ইত্যাদি। ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি OTM হিসেবে উল্লেখ থাকলেও কয়েকটি বিদ্যালয়ের নির্মাণ প্যাকেজ LTM পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে যা পিপিআর-২০০৮ বিধিমালার ব্যত্যয় হয়েছে পরিলক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে প্রকল্প অফিস সূত্রে জানা যায়, দরপত্র প্রক্রিয়া বিশেষ প্রয়োজনে দ্রুত করার স্বার্থে বিভিন্ন সময়ে OTM এর পরিবর্তে LTM করা হয়েছে। দরপত্র LTM পদ্ধতিতে করার পূর্বে HOPE এর অনুমোদন নেয়া হয়েছে মর্মে জানা যায়। এছাড়া কয়েকটি বিদ্যালয় নির্মাণে একই ঠিকাদার (উদাহরণসরূপ, M/S. Shah Jabbaria Construction & Co., M/S ARAFIN ENTERPRISE, M/S Layla Builders) নিয়োগ পেয়েছেন যাদের প্রত্যেকটি প্যাকেজের কাজের অগ্রগতি ০.০০ শতাংশ।

ক্রয় কার্যক্রম কেস স্টাডি

প্যাকেজের নাম:	Construction of 4-storied academic building with 4 storied foundation at Harishwar Taluk High School, Rajarhat, Kurigram.	Construction of 4-storied academic building with 4 storied foundation at Fulkha Adarsha High School, Rajarhat, Kurigram.
প্যাকেজ/দরপত্র নং:	W-49	W-50
কাজের ধরন: পণ্য/কার্য/সেবা	কার্য	কার্য
ক্রয় পদ্ধতি:	ই-জিপি সিস্টেম (LTM)	ই-জিপি সিস্টেম (LTM)
দরপত্র পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় কিনা? প্রকাশের তারিখ ও পত্রিকার নাম:	'হ্যাঁ'; দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ; ডেইলি ট্রাইবুনাল; দৈনিক কুড়িগ্রাম খবর। তারিখ: ০৫.১১.২০১৮ খ্রি:	'হ্যাঁ'; আলোকিত বাংলাদেশ; ডেইলি ট্রাইবুনাল; দৈনিক কুড়িগ্রাম খবর। তারিখ: ০৫.১১.২০১৮ খ্রি:
দরপত্র (১ কোটি টাকার বেশি) সিপিটিউ এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় কিনা?	'না'	'না'
দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ তারিখ:	২৮.১১.২০১৮ খ্রি:	২৮.০১.২০১৮ খ্রি:
কতগুলো দরপত্র বিক্রয় হয়?	৪৪ টি	৪১ টি
কতগুলো দরপত্র জমা পড়েছে?	৪৪ টি	৪১ টি
পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়েছিল কিনা?	'না'	'না'
দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি কত জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল?	২ জন	২ জন
দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি হতে ০১ জন সদস্য 'দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি'-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল কিনা?	'হ্যাঁ'	'হ্যাঁ'
কত তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন শেষ করা হয়?	১২.০১.২০১৯ খ্রি:	১২.০১.২০১৯ খ্রি:

উপযুক্ত (রেসপন্সিভ) দরদাতার সংখ্যা কত ছিল?	৩৫ টি	৩১ টি
দরপত্র মূল্যায়ন রিপোর্ট কত তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়া হয়েছিল?	১২.০১.২০১৯ খ্রি:	১২.০১.২০১৯ খ্রি:
কত তারিখে দরপত্র চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়?	১২.০৩.২০১৯ খ্রি:	১৩.০৩.২০১৯ খ্রি:
দরপত্র Delegation of Financial Power অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয় কিনা? কর্তৃপক্ষ কে? অনুমোদন করেছে কে?	'হ্যাঁ' শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রধান প্রকৌশলী (HOPE)	'হ্যাঁ' শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রধান প্রকৌশলী (HOPE)
কত তারিখে Notification of Award জারি করা হয়েছিল?	১৩.০৩.২০১৯ খ্রি:	১৩.০৩.২০১৯ খ্রি:
বিস্তারিত কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ:	৩১.০৩.২০১৯ খ্রি:	০১.০৪.২০১৯ খ্রি:
Initial Tender Validity Period এর মধ্যে করা Contract Award হয় কিনা?	'হ্যাঁ'	'হ্যাঁ'
Contract Award CPTU- এর Website-এ প্রকাশ করা হয়েছিল কিনা?	'হ্যাঁ'	'হ্যাঁ'
প্রাক্কলিত মূল্য:	২৮৮৩২২৬৫.০৮ টাকা	২৮৮৩২২৬৫.০৮ টাকা
সর্বনিম্ন উদ্ধৃত দর :	২৭৩৯০৬৫১.৮২৬ টাকা	২৭৩৯০৬৫১.৮২৬ টাকা
চুক্তি মূল্য :	২৭৩৯০৬৫১.৮২৬ টাকা	২৭৩৯০৬৫১.৮২৬ টাকা
চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরু করার তারিখ কত ছিল?	৩১.০৩.২০১৯ খ্রি:	০১.০৪.২০১৯ খ্রি:
চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ কত ছিল?	৩০.০৯.২০২০ খ্রি:	৩০.০৯.২০২০ খ্রি:
দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ/কার্যাদেশ প্রদান বিষয়ে কোন ধরনের অভিযোগ ছিল কিনা?	'না'	'না'
ঠিকাদার/ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা :	মেসার্স আল আমিন কনস্ট্রাকশন, কুড়িগ্রাম	মেসার্স মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন বাবু, কুড়িগ্রাম

মন্তব্য: দুটো প্যাকেজের (ডব্লিউ-৪৯, ডব্লিউ-৫০) ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পিপিআর-২০০৮ নীতিমালা অনুযায়ী কমপক্ষে দুটি পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে ০৫.১১.২০১৮ খ্রি: । দরপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ছিল ২৮.১১.২০১৮ খ্রি:। প্যাকেজ ডব্লিউ-৪৯ এর ক্ষেত্রে দরপত্র জমা ও রেসপনসিভ দরদাতা হয় যথাক্রমে ৪৪টি ও ৩৫টি। অন্যদিকে প্যাকেজ ডব্লিউ-৫০ এর ক্ষেত্রে দরপত্র জমা ও রেসপনসিভ দরদাতা হয় যথাক্রমে ৪১টি ও ৩১টি করে। প্যাকেজ ডব্লিউ-৪৯ চূড়ান্ত মূল্যায়ন শেষে ৭৪ দিন পর Notification of Award জারি করা করা হয়। ডব্লিউ-৪৯ প্যাকেজটির প্রাক্কলিত দরের (২৮৮৩২২৬৫.০৮ টাকা) বিপরীতে সর্বনিম্ন উদ্ধৃত দর ও চুক্তিমূল্য নির্ধারিত হয় যথাক্রমে ২৭৩৯০৬৫১.৮২৬ টাকা ও ২৭৩৯০৬৫১.৮২৬ টাকা। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ নির্ধারিত হয় যথাক্রমে ৩১.০৩.২০১৯ খ্রি: ও ৩০.০৯.২০২০ খ্রি:।

ডব্লিউ-৫০ প্যাকেজটির প্রাক্কলিত দরের (২৮৮৩২২৬৫.০৮ টাকা) বিপরীতে সর্বনিম্ন উদ্ধৃত দর ও চুক্তিমূল্য নির্ধারিত হয় যথাক্রমে ২৭৩৯০৬৫১.৮২৬ টাকা ও ২৭৩৯০৬৫১.৮২৬ টাকা। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ নির্ধারিত হয় যথাক্রমে ০১.০৪.২০১৯ খ্রি: ও ৩০.০৯.২০২০ খ্রি: । তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্যাকেজ দুটির দরপত্র ক্রয় কার্যক্রমে

পিপিআর-২০০৮ নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হয়। দুটি প্যাকেজের ক্রয় পদ্ধতি হিসেবে দেখা যায় এলটিএম; যা ডিপিপি অনুযায়ী ওটিএম বা উন্মুক্ত ক্রয় পদ্ধতি অনুসৃত হয়নি পরিলক্ষিত হয়।

৩.৩ চলমান প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জন

৩.৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগফ্রেমের আলোকে আউটপুট পর্যায়ের অর্জন অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

টেবিল: ৩.১২ প্রকল্পের লগ-ফ্রেমের আলোকে উদ্দেশ্য অর্জন

প্রকল্পের উদ্দেশ্য/আউটপুট	উদ্দেশ্য/আউটপুট পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	উদ্দেশ্য অর্জন	মন্তব্য
১	২	৩	৪
উদ্দেশ্য সারাদেশে ৩০০০টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণি কক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি ও শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি	প্রতিটি বিদ্যালয়ের ৯টি শ্রেণিকক্ষ (ক্যাটেগরি-২ ব্যতীত) নির্মিত হবে। এতে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের সমস্যা বহুলাংশে সমাধান হবে। টয়লেট সুবিধা ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা থাকায় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।	বিদ্যালয় নির্মাণ সম্পন্ন হলে স্কুলে লেখাপড়ার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে প্রত্যন্ত পাহাড়ী ও উপকূলীয় এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা উন্নত মানের শিক্ষা অবকাঠামোতে পড়ালেখার সুযোগ পাবে। ফলে ভৌগোলিক সমতা নিশ্চিত করা সম্ভবপর হবে।	কাজের গতি ধীর হওয়ার কারণে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে
আউটপুট একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পাদন, নির্মিত একাডেমিক ভবনের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও পিআইইউ এর জন্য ২৫টি মটর সাইকেল, ১টি জীপ গাড়ি এবং ১টি মাইক্রোবাসসহ অফিস সরঞ্জামাদি সরবরাহের কাজ সম্পাদন	প্রকল্পের কাজ এখনও চলমান রয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ৭৬ শতাংশ। প্রায় ৩১ শতাংশ বিদ্যালয়ের অবকাঠামো নির্মাণ শেষ হয়েছে। ১০৩টি বিদ্যালয়ের ভৌত কোনো অগ্রগতি এখনও পরিলক্ষিত হয় নি। আসবাবপত্র সরবরাহের অগ্রগতি এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত মাত্র ৩.৩০ শতাংশ।	পিআইইউ এর জন্য ২৫টি মটর সাইকেল, ১টি জীপ গাড়ি এবং ১টি মাইক্রোবাসসহ অফিস সরঞ্জামাদি সরবরাহের কাজ সম্পাদন হয়েছে। আসবাবপত্র সরবরাহের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।	শীঘ্রই বিদ্যালয়ের নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ না করা হলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যাহত হবে

৩.৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

৩.৪.১ প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প পরিচালকের ভূমিকা অপরিসীম। এ প্রকল্পে এ পর্যন্ত মোট তিন (৩) জন প্রকল্প পরিচালক নিয়োজিত হয়েছেন। বর্তমানে জনাব শাহ্ নইমুল কাদের, প্রধান প্রকৌশলী, ১০ই আগস্ট, ২০২০ থেকে প্রকল্পের পিডি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে দুইজন প্রকল্প পরিচালক ৬-মাস ও ৫-মাসের ব্যবধানে পরিবর্তন করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের পরিচালক ঘন ঘন পরিবর্তনের সুযোগ নেই। বিশেষ প্রয়োজন হলে পরিকল্পনামন্ত্রীর নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের কমিটির অনুমোদন নিতে হয়। কারণ প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বদলি এডিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা

তৈরি করে। পিডি'র পরিবর্তনে যে দক্ষতা ও জ্ঞান চলে যায় তা বদল করা যায় না। একজন নতুন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেওয়া হলে তার আবার শিখতে শিখতেই অনেকটা সময় চলে যায়। খন্ডকালীন পিডি, বিশেষ করে ক্রয়ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিতে চান না। এতে পুরো ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়ে। প্রকল্প পরিচালকের ঘন ঘন পরিবর্তনে প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করা দূরুহ হয়ে পড়ে যা চলমান এই প্রকল্পের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। নিচের ছকে প্রকল্প পরিচালকদের নামসহ কাজ শুরুর তারিখ ও সমাপ্তে তারিখ উল্লেখ করা হলোঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	শুরুর তারিখ	সমাপ্তের তারিখ	সময়কাল
১	২	৩	৪
জনাব মজিবুর রহমান সরকার অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	১০ই সেপ্টেম্বর, ২০১৮	৩০শে এপ্রিল, ২০১৯	৬-মাস
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৩১শে জুলাই, ২০১৯	৬ই জানুযারী, ২০২০	৫-মাস
জনাব শাহ্ নইমুল কাদের প্রধান প্রকৌশলী	১০ই আগস্ট, ২০২০	অদ্যাবধি	১ বছর ১০ মাস (বর্তমান)

তথ্যসূত্র: প্রকল্প অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্য

৩.৪.২ প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল

প্রকল্প অফিসের তথ্যমতে চলমান এই প্রকল্পে কোনো জনবল নিয়োগ দেওয়া হয় নি। বিদ্যমান রাজস্ব খাতের জনবল দিয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বলে জানা যায়। আরও জানা যায় বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সকলেই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।

প্রকল্পের নিয়োজিত জনবলের তালিকা নিচে দেওয়া হলোঃ

পদের নাম	পদের সংখ্যা	যোগ্যতা	নিয়োগের ধরন	বেতন স্কেল/সাকুল্য বেতন	পে-গ্রেড	দায়িত্ব/জবাবদিহিতা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
প্রকল্প পরিচালক	০১	গ্রেড-৩/৪ সমমানের কর্মকর্তা	প্রেষণে	(৫০০০০-৭১২০০/-)	গ্রেড-৩/৪	প্রকল্প বাস্তবায়ন	বর্তমানে প্রধান প্রকৌশলী প্রকল্পের পিডি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন; এ সম্পর্কে প্রকল্প অফিস সূত্রে জানা যায়, প্রধান প্রকৌশলী পিডি হলেও কোন প্রকার সমস্যা হচ্ছে না।
নির্বাহী প্রকৌশলী	০১	গ্রেড-৫ সমমানের কর্মকর্তা	প্রেষণে	(৪৩০০০-৬৯৮৫০/-)	গ্রেড-৫	প্রকল্প বাস্তবায়নে পিডি-কে সহায়তা	প্রতিটি জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী দায়িত্বে রয়েছেন
সহকারী প্রকৌশলী/ সহকারী স্থপতি	০১	গ্রেড-৯ নিয়োগবিধি মোতাবেক	সরাসরি /প্রেষণে	(২২০০০-৫৩০৬০/-)	গ্রেড-৯	ঐ	সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হয়নি

পদের নাম	পদের সংখ্যা	যোগ্যতা	নিয়োগের ধরন	বেতন স্কেল/সাকুল্য বেতন	পে-গ্রেড	দায়িত্ব/জবাবদিহিতা	মন্তব্য
উপ-সহকারী প্রকৌশলী	০৩	গ্রেড-১০ নিয়োগবিধি মোতাবেক	সরাসরি /প্রেষণে	(১৬০০০-৩৮৬৪০/-)	গ্রেড-১০	ঐ	সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হয়নি
হিসাব রক্ষক	০১	গ্রেড-১৪ নিয়োগবিধি মোতাবেক	সরাসরি	(১২৫০০-৩০২৩০/-)	গ্রেড-১৪	ঐ	সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে
কম্পিউটার অপারেটর	০১	গ্রেড-১৬ নিয়োগবিধি মোতাবেক	সরাসরি	(১২৫০০-৩০২৩০/-)	গ্রেড-১৬	ঐ	সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে
গাড়ী চালক	০২	গ্রেড-১৬	আউট সোর্সিং	(৯৩০০-২২৪৯০/-)	গ্রেড-১৬	ঐ	আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে
অফিস সহায়ক/নাইট গার্ড	০৩	গ্রেড-২০	আউট সোর্সিং	(৮২৫০-২০০১০/-)	গ্রেড-২০	ঐ	আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে

তথ্যসূত্র: প্রকল্প অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্য

৩.৪.৩ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের এ পর্যন্ত মোট ৮টি পিএসসি ও ৬টি পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিপি অনুযায়ী পিএসসি সভা প্রতি ৩ মাসে একবার ও পিআইসি সভা প্রতি মাসে একবার অনুষ্ঠিত করার বিধান থাকলেও তা মানা হয় নি পরিলক্ষিত হয়।

এছাড়া ডিপিপি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কাজের নিবিড় তত্ত্বাবধান এবং পর্যবেক্ষণের জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি স্থানীয় তত্ত্বাবধান কমিটি (এলএসসি) গঠন করে প্রতি মাসে অথবা প্রয়োজনে সে কোনো সময় সভা করার নিয়ম থাকলেও তা অনুসরণ করা হয় নি কোনো বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই। পর্যবেক্ষণে জানা যায়, দুই-তিন বছরে গড়ে ৩-৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যা প্রকল্প বাস্তবায়ন ও গুণগত মান বজায় রেখে সঠিকভাবে এবং সময়মত নির্মাণ কাজ সমাপ্তকরণে অন্যতম অন্তরায় বলে পরিলক্ষিত হয়।

নিচে গুরুত্বপূর্ণ সভার সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিপালন বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হলোঃ

টেবিল: ৩.৮ পিএসসি ও পিআইসি সভার পর্যালোচনা

সভার ধরন (সংখ্যা)	তারিখ	সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রতিপালন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
	১৪/১১/১৮	-দরপত্র আহবানকৃত বা সয়েল টেস্ট সম্পাদন করে দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিস্থাপন করা হবে না।	-প্রতিপালন করা হয়েছে।	সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত হয়েছে।
	২৭/০২/১৯	-জরুরিভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের মাসভিত্তিক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তদানুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে।	-প্রতিপালন করা হয়েছে।	- মাসভিত্তিক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তদানুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন প্রকল্পের শুরুর দিকে করা হলেও তা পরবর্তিতে ধরে রাখা সম্ভবপর হয় নি।
	২০/০৭/১৯	-প্রকল্প বাস্তবায়নের সন্তোষজনক অগ্রগতির হার অব্যাহত রাখতে হবে এবং অনুমোদিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্পের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	-প্রতিপালন করা হয়েছে।	-সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনায় জুন ২০১৯ পর্যন্ত ১৫% অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়; যার বিপরীতে একই সময়ে ১৮% বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এর পরবর্তী অর্থবছরগুলোতে এ অগ্রগতি ধরা রাখা হয় নি।
	২৯/১০/১৯	-যে ২৮টি প্রতিষ্ঠানের নাম অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি তা পাওয়ার জন্য এই মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর স্বাক্ষরে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যদের নিকট পুনরায় পত্র প্রদান করতে হবে। -নির্মাণ অঙ্গের সাশ্রয়কৃত অর্থের হিসাব শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে প্রেরণ করবে। সাশ্রয়কৃত উক্ত অর্থ কীভাবে কাজে লাগানো যায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ সে বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।	-প্রতিপালন করা হয়েছে।	-সিদ্ধান্ত প্রতিপালন যথাযথভাবে না হওয়ায় বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের নাম অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি।
	২৫/০২/২০	-ডিপিপি'তে নির্মাণ খাতের মোট বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত রাখার শর্তে ভবন নির্মাণে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ডিপিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয়ে পিএসসি'র সুপারিশ জ্ঞাপন করা হলো; -যে ২৩টি প্রতিষ্ঠানের নাম অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি তা পাওয়ার জন্য প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যগণের নিকট পত্র প্রেরণ করবেন। পত্র জারির পর সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাহী প্রকৌশলীগণ মাননীয় সংসদ সদস্যগণের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে বিদ্যালয়ের নাম সংগ্রহ করবেন;	-প্রতিপালন করা হয়েছে।	-সিদ্ধান্ত প্রতিপালন যথাযথভাবে না হওয়ায় বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের নাম অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি।
	১৭/১১/২০	-কোনো প্রতিষ্ঠান যদি "নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন" এবং "নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উর্ধবমুখী সম্প্রসারণ" শীর্ষক ২টি প্রকল্পেই অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং ২টি প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের পর্যাপ্ত যৌক্তিকতা থাকে, তাহলে সে সকল প্রতিষ্ঠানে বর্ণিত ২টি প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা যাবে; -সকল প্রকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা (Safety Measure) নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী লিফট এর সংস্থান রাখতে হবে; -কিছু প্রতিষ্ঠান নিচতলা ফাঁকা রেখে/প্রতি ফ্লোরে ৩টির পরিবর্তে ২টি করে শ্রেণিকক্ষের সংস্থান রেখে/প্রতি ফ্লোরে ২টির পরিবর্তে ১টি করে টয়লেট ব্লকের সংস্থান রেখে প্রকল্পের আওতায় ভবন	-প্রতিপালন করা হয়েছে।	প্রকল্পের সকল প্রকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখার ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ২য় তলা থেকে উপরের বারান্দায় গ্রিল ও সিসি ক্যামেরার বিষয়ে আলোকপাত করা হয় নি।

সভার ধরন (সংখ্যা)	তারিখ	সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রতিপালন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
		নির্মাণের আবেদন জানিয়েছে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ১জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর নেতৃত্বে এবং প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে গঠিত ১টি কমিটি ঐ প্রতিষ্ঠানগুলো সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। পরিদর্শনে যৌক্তিক বিবেচিত হলে আবেদন অনুযায়ী নিচতলা ফাঁকা রেখে/প্রতি ফ্লোরে ৩টির পরিবর্তে ২টি করে শ্রেণিকক্ষের সংস্থান রেখে/প্রতি ফ্লোরে ২টির পরিবর্তে ১টি করে টয়লেট ব্লকের সংস্থান রেখে প্রকল্পের আওতায় ভবন নির্মাণ করা যাবে। -প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২০ হতে ২ বছর ৬ মাস বৃদ্ধি করে জুন ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদ নির্ধারণে পিএসসি'র সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো। প্রস্তাবিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ১টি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (Time Bound Action Plan) প্রণয়ন করে ২০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে প্রেরণ করবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত কর্মপরিকল্পনা পরীক্ষান্তে আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগে প্রেরণ করবে।		-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার যথাযথ বাস্তাবায়ন পরিলক্ষিত হয় নি।
	১৩/০৭/২১	-২০২০-২০২১ অর্থবছরের এপিএ-তে প্রদত্ত ৫৪৪৫টি শ্রেণিকক্ষ, ৯৫১টি ছাত্রী টয়লেট এবং ৩৮৬টি র‍্যাম্প নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫৪৪৮টি শ্রেণিকক্ষ, ৩৬৪৮টি ছাত্রী টয়লেট এবং ৪৫১টি র‍্যাম্প নির্মাণ করায় অর্থাৎ ১০০% এর চেয়েও বেশি অগ্রগতি অর্জন করায় সন্তোষ প্রকাশ করে প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হলো; -সভায় উপস্থাপিত অগ্রগতির প্রমাণক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী জেলা, উপজেলা এবং বিদ্যালয়ওয়ারি নির্মিত শ্রেণিকক্ষ, ছাত্রীদের টয়লেট, র‍্যাম্পের বিবরণ প্রণয়ন করে দুই দিনের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের এপিএ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করতে হবে।	-প্রতিপালন করা হয়েছে।	-২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১০০% এর চেয়েও বেশি অগ্রগতি অর্জন হলেও আসবাবপত্র সরবরাহের অভাবে বিদ্যালয়গুলোর শ্রেণিকক্ষ ২০২২ সালে ব্যবহার করার উপযোগী হয়ে উঠে নি।
পিআইসি (০৬)	২২/১০/১৮	-প্রকল্পভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনপূর্বক সংযোজন কল্পে দ্রুত স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপনপূর্বক অনুমোদন গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	- প্রকল্পভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনপূর্বক অনুমোদন গ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রতিপালন করা হয়েছে।	এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত ৩০০০ বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নি।
	১৯/০৩/১৯	-Deep Foundation জনিত অতিরিক্ত অর্থ দরপত্র আহ্বানকৃত প্রতিষ্ঠান সমূহের সাশ্রয়কৃত অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ করার জন্য পাইল অনুমোদনের সুপারিশ করা হলো; -নামের ভুল/সংশোধন সংক্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশোধনপূর্বক নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে।	-সিদ্ধান্তগুলো প্রতিপালন করা হয়েছে।	-পাইলিং জনিত জটিলতায় প্রকল্পের নির্মাণ কাজ দীর্ঘায়ি থয়েছে অনেক বিদ্যালয়ে।

সভার ধরন (সংখ্যা)	তারিখ	সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রতিপালন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
	১৫/১০/১৯	-Deep Foundation জনিত ভেরিয়েশন আইটেম (১৫% এর উর্ধবে) অনুমোদনের জন্য Financial Power of Delegation অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের প্রেরণের জন্য সুপারিশ করা হয়। - Prototype Plan অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানে জায়গা না থাকলে সেক্ষেত্রে বিদ্যমান জায়গা অনুযায়ী Non-Prototype ভবন নির্মাণ করার সুপারিশ করা হয়।	-সিদ্ধান্তগুলো প্রতিপালন করা হয়েছে।	নন-প্রটোটাইপ বিদ্যালয় নির্মাণে নকশা তৈরি জনিত দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হয় যা সমাধানে যথাযথ পদক্ষেপ না নেয়ায় প্রকল্পের নির্মাণ কাজ বিলম্বিত হয়েছে।
	০১/০২/২২	-গভীর ফাউন্ডেশনের কারণে ১৫% এর অধিক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া ২১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশোধিত প্রাক্কলন অনুমোদনের জন্য সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করতে হবে। -যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন করার জায়গা নেই বা ভবন নির্মাণ একেবারেই সম্ভব নয় সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে অন্য সংসদীয় আসন থেকে নাম সংগ্রহের বিষয়টি স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	-সিদ্ধান্তগুলো প্রতিপালন করা হয়েছে।	স্টিয়ারিং কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হলে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

তথ্যসূত্র: প্রকল্প অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্য

৩.৪.৪ প্রকল্পের অডিট সম্পর্কিত পর্যালোচনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮, ১৩১ ও ১৩২ অনুচ্ছেদ এবং (মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক অতিরিক্ত দায়িত্ব) আইন, ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫ এর সংশোধনী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সকল সরকারি হিসাব, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ পাবলিক এন্টারপ্রাইজ ও কর্তৃপক্ষের অডিট কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইন্টারনাল অডিট করা হয়ে থাকে। চলমান এ প্রকল্পের ০৫টি এক্সটার্নাল অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যা নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে প্রকল্প অফিস সূত্রে জানা যায়।

টেবিল: ৩.৯ অডিট পর্যালোচনা

অর্থবছর	ইন্টারনাল/ এক্সটার্নাল	আপত্তির সংখ্যা	আপত্তির বিস্তারিত	টাকার পরিমাণ	নিষ্পত্তি/জবাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০২০-২১	এক্সটার্নাল	০১	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ডিজাইন পরিবর্তন না করে এবং নির্ধারিত সময়ের পরে অনিয়মিতভাবে ভেরিয়েশন অর্ডার অনুমোদনপূর্বক বিল পরিশোধ।	৪,১৫,১০,৬৪৪/-	মাঠ পর্যায়ে জবাব প্রক্রিয়াধীন।	অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে।
২০২০-২১	এক্সটার্নাল	০১	চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ড্যামেজ কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	৬,০৭,০২,৬৮১/-	মাঠ পর্যায়ে জবাব প্রক্রিয়াধীন।	অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে।
২০২০-২১	এক্সটার্নাল	০১	পিপিআর-২০০৮ লঙ্ঘন পূর্বক জরুরি এবং বিশেষায়িত কাজ না হওয়া সত্ত্বেও উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি ব্যবহার না করে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করে অনিয়মিতভাবে কার্যাদেশ প্রদান।	৩৫,২৭,৮৯,৪২৭/-	মাঠ পর্যায়ে জবাব প্রক্রিয়াধীন।	অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে।
২০২০-২১	এক্সটার্নাল	০১	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মাণ কাজের বিপরীতে ইন্সুরেন্স পলিসি না খোলায় বীমা প্রিমিয়াম বাবদ সরকারের আর্থিক ক্ষতি	৮১,৭১,৩৮৬/-	মাঠ পর্যায়ে জবাব প্রক্রিয়াধীন।	অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে।

অর্থবছর	ইন্টারনাল/ এক্সটার্নাল	আপত্তির সংখ্যা	আপত্তির বিস্তারিত	টাকার পরিমাণ	নিষ্পত্তি/জবাব	মন্তব্য
২০২০-২১	এক্সটার্নাল	০১	ফাউন্ডেশন ট্রেন্স হতে উত্তোলিত মাটি, ফাউন্ডেশনে মাটি ভরাটের আইটেম হতে বাদ না দেয়ায় ঠিকাদারকে অতিরক্তি বিল পরিশোধ ।	৫,১২,০২৩/-	মাঠ পর্যায়ে জবাব প্রক্রিয়াধীন।	অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র: প্রকল্প অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্য

উপরের **টেবিল: ৩.৯** থেকে দেখা যায়, প্রকল্প অফিস কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যমতে, এ প্রকল্পের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট পাঁচটি (০৫) অডিট আপত্তি পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রকল্প অফিস সূত্রে জানা যায়, অডিট আপত্তিগুলো নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে মাঠ পর্যায়ে জবাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অডিট আপত্তিগুলো পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পের কার্যক্রমে অনিয়ম/ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়েছে এবং অডিট নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা রয়েছে। এছাড়া উপরের টেবিল থেকে দেখা যায়, শুধুমাত্র ২০২০-২০২১ অর্থবছরের অডিট আপত্তি পরিলক্ষিত হয়; প্রকল্পের অন্য অর্থবছরের অডিট আপত্তি রয়েছে কিনা তা প্রকল্প অফিস কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয় নি। এছাড়া প্রকল্প অফিস থেকে মাঠ পর্যায়ে জবাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলা হলেও তা কতদিনে নিষ্পত্তির জন্য প্রদান করা হবে, বর্তমানে কী পর্যায়ে রয়েছে তার যথাযথ বিবরণী তুলে ধরা হয়নি।

৩.৪.৫ প্রকল্পের এক্সিট প্লান

মূল ডিপিপি-র অনুচ্ছেদ ১৩.২ থেকে জানা যায়, বিদ্যালয় ভবনগুলো নির্মাণের পর প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট নির্মিত ভবন হস্তান্তর করা হয়েছে/হবে। ভবনের পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ উৎস থেকে প্রদান করা হবে এবং সরকারের নিয়মিত রাজস্ব বাজেট থেকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হবে এবং এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিদ্যমান জনবল কাঠামো থেকে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

প্রকল্পের Exit Plan পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ডিপিপিতে ‘ভবনের পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ উৎস থেকে এবং সরকারের নিয়মিত রাজস্ব বাজেট থেকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হবে’ বলা হলেও তা কীভাবে প্রদান করা হবে, কী পরিমাণ বরাদ্দ দেওয়া হবে, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো তথ্য সংযোজন করা হয় নি। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মনে করে, প্রকল্পের টেকসইকরণে প্রকল্প শেষে এর রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত একটি সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ও বছরভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণের কর্মপরিকল্পনা ডিপিপিতে সংযোজন করা দরকার। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ওয়াশব্লকের যে কোনো সমস্যার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা শিক্ষা অফিস/উপজেলা প্রকৌশলী (ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক হেলথ) এর সঙ্গে একটি যোগাযোগ বিবেচনা করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের পরিকল্পনায় রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কার্যক্রমে একটি ফান্ড রেখে সেখান থেকে ওয়াশব্লক চালু রাখার জন্য ছোট খাটো যন্ত্রাংশ (যেমন, পানির কল, বেসিন ইত্যাদি) ক্রয় ও মেরামত, ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রাংশ (যেমন, টিউবলাইট, বাল্ব, ফ্যান ইত্যাদি) ক্রয় ও মেরামত, ফায়ার সেফটি টুলস, সোলার সিস্টেম ইত্যাদি মেরামত করা যাবে। ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক হেলথ-কে এ প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত করা গেলে ওয়াশব্লক নির্মাণের পর কোনো সমস্যা দেখা দিলে (যেমন, টাইলস, পাম্প, ট্যাংক, বিদ্যুৎ লাইন এবং নির্মাণ সংক্রান্ত) সংশ্লিষ্ট উপজেলার ডিপিএইচ এর প্রকৌশলীকে লিখিতভাবে অবহিত করার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। তারা সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং এজন্য বিদ্যালয়কে কোনো ব্যয় বহন করতে হবে না। এ বিষয়ে কোনো সমস্যা দেখা দিলে উপজেলা শিক্ষা অফিসার/জেলা শিক্ষা অফিসার স্থানীয়ভাবে সমাধান করার ব্যবস্থা নিতে পারেন কিংবা সাথে সাথে অধিদপ্তরকে অবহিত করা যেতে পারে।

৩.৫ সমীক্ষায় উত্তরদাতাদের তথ্য বিশ্লেষণ

৩.৫.১ সমীক্ষাতে উত্তরদাতার লিঙ্গ

চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের নমুনা জরিপে সারা দেশে ৮টি বিভাগে ১৬টি জেলার ৩২টি উপজেলা এবং ৬৪টি বিদ্যালয় হতে উত্তরদাতাদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। **গ্রাফ: ৩.৪** থেকে দেখা যায়, মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ১০২৪ জন তার মধ্যে ২৮৬ জন মহিলা এবং ৭৩৮ জন পুরুষ। শতকরা হিসেবে মহিলা ২৭.৯৩% এবং পুরুষ ৭২.০৭% উত্তরদাতার কাছ হতে উত্তর সংগ্রহ করা হয়েছে।

গ্রাফ: ৩.৪ সমীক্ষা উত্তরদাতার লিঙ্গ

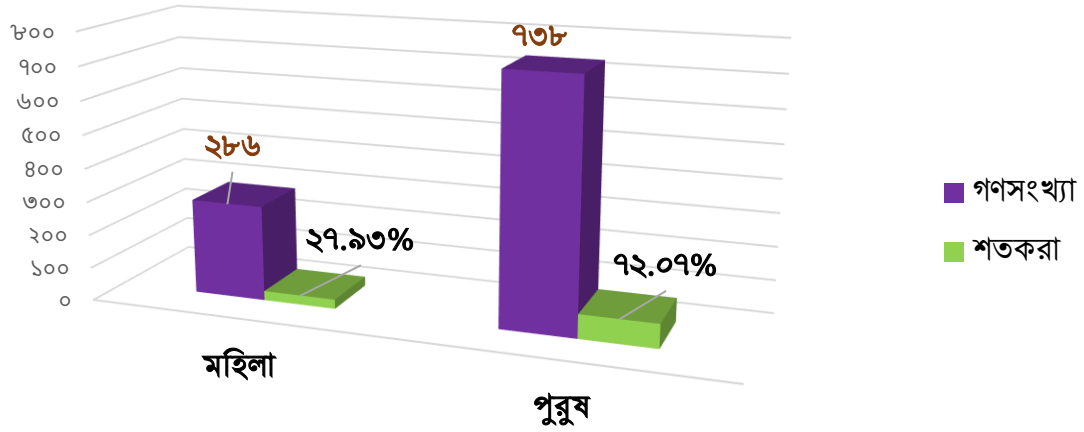

৩.৫.২ উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

গ্রাফ: ৩.৫ থেকে দেখা যায়, সমীক্ষা উত্তরদাতাদের মধ্যে অষ্টমশ্রেণি পাশ সর্বোচ্চ ৩৪.৭৭ শতাংশ, দশম শ্রেণি ২১.০৯ শতাংশ, নবম শ্রেণি ৬.৭৪ শতাংশ, ষষ্ঠ শ্রেণি ৭.২৩ শতাংশ, পঞ্চম শ্রেণি ১২.৭৯ শতাংশ, এইচএসসি পাশ ৫.০৮ শতাংশ ও স্নাতক/ তদূর্ধ্ব ৭.৯১ শতাংশ।

গ্রাফ: ৩.৫ উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

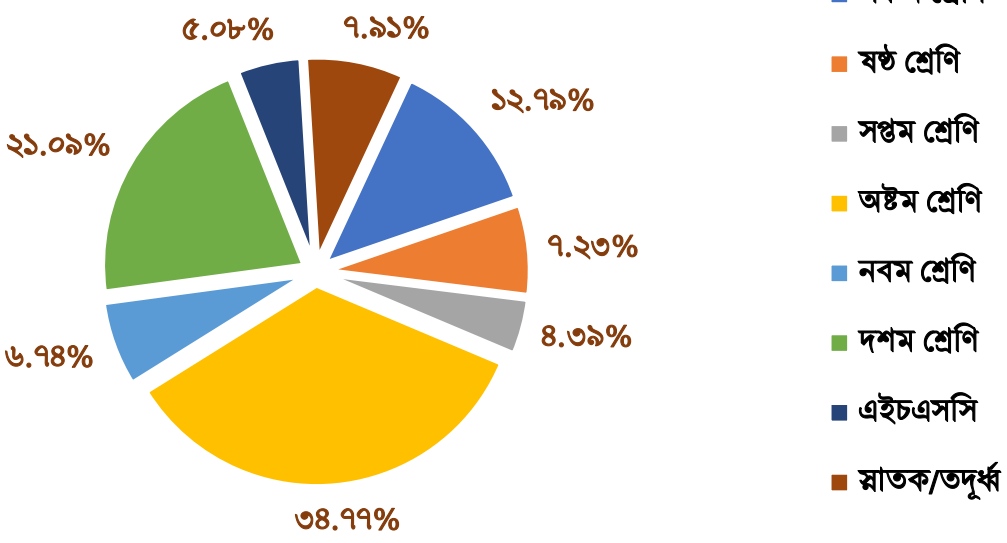

৩.৫.৩ উপকারভোগী উত্তরদাতাদের পরিচয়

মোট ১০২৪ জন উত্তরদাতাদের চারটি ক্যাটেগরিতে বিভক্ত করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সর্বাধিক ৫০ শতাংশ বা ৫১২ জন। এরপর অভিভাবক শ্রেণি ২৫ শতাংশ বা ২৫৬ জন। এছাড়া জনপ্রতিনিধি ১২৮ জন বা ১২.৫০ শতাংশ ও বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ১২.৫০ শতাংশের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

গ্রাফ: ৩.৬ উপকারভোগীর পরিচয়

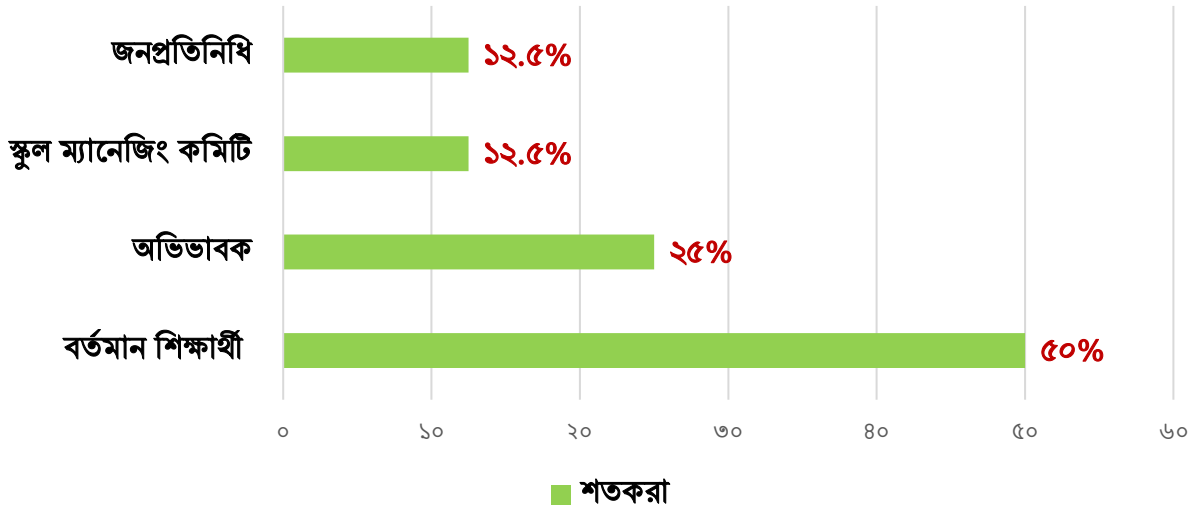

৩.৫.৪ নতুন বিদ্যালয় বিল্ডিং নির্মাণের আগের স্থাপনার ধরন

প্রকল্পটির বিদ্যালয় সঠিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছিল কিনা সে উদ্দেশ্যে উক্ত বিদ্যালয়ের আগের স্থাপনাগুলো সম্পর্কে উত্তরদাতাদের থেকে মতামত নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে **গ্রাফ: ৩.৭** থেকে দেখা যায়, ৭১.৯৭ শতাংশ স্কুলে পূর্বে থেকে সেমি পাকা বিল্ডিং ছিল। এছাড়া ২৪.৭১ শতাংশ স্কুলে পাকা ঘরের ক্লাসরুম ছিল বলে জানা যায়। পাশাপাশি, ৩৭.৯৯ শতাংশ স্কুলে টিনের ঘরের কক্ষ ও ৪.১০ শতাংশ স্কুলে মাটির কক্ষ রয়েছে বলে উত্তরদাতারা সমীক্ষায় মত প্রকাশ করেন। কোনো কোনো স্কুলে একাধিক ধরনের স্থাপনা বিদ্যমান ছিল।

গ্রাফ: ৩.৭ নতুন স্কুল বিল্ডিং নির্মাণের আগে স্থাপনার ধরন

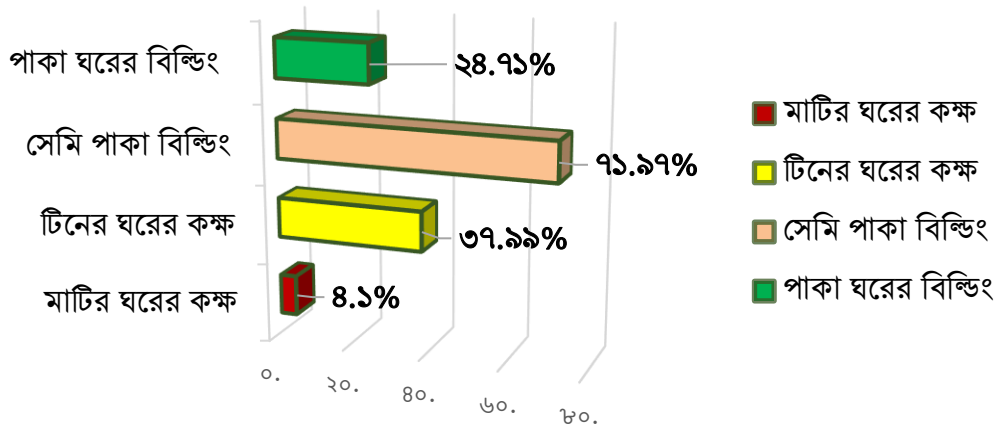

৩.৫.৫ বর্তমান ভৌত অবকাঠামো তথা বিদ্যালয় বিল্ডিং নির্মাণের অসুবিধা

বর্তমান ভৌত অবকাঠামো তথা বিদ্যালয় বিল্ডিং নির্মাণের আগে কী ধরনের অসুবিধা ছিল বিদ্যালয়টি পরিচালনায় সে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে ৯৯.৭১ শতাংশ উত্তরদাতারা জানান, **(গ্রাফ: ৩.৮)** পর্যাপ্ত শ্রেণি কক্ষ ছিল না। এছাড়া ৯৬.৩৯ শতাংশ উত্তরদাতার মতে স্বাস্থ্যকর টয়লেটের নেই, ৯৩.১৬ শতাংশ উত্তরদাতার মতে আসবাবপত্র সংকট ও ৪২.০৯ শতাংশের মতে বিদ্যালয় ভবন বা ক্লাসরুমগুলো ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ছিল/রয়েছে। (একাধিক উত্তর নেয়া হয়েছে)

গ্রাফ: ৩.৮ বর্তমান ভৌত অবকাঠামো তথা স্কুল বিল্ডিং নির্মাণের আগে কী ধরনের অসুবিধা ছিল

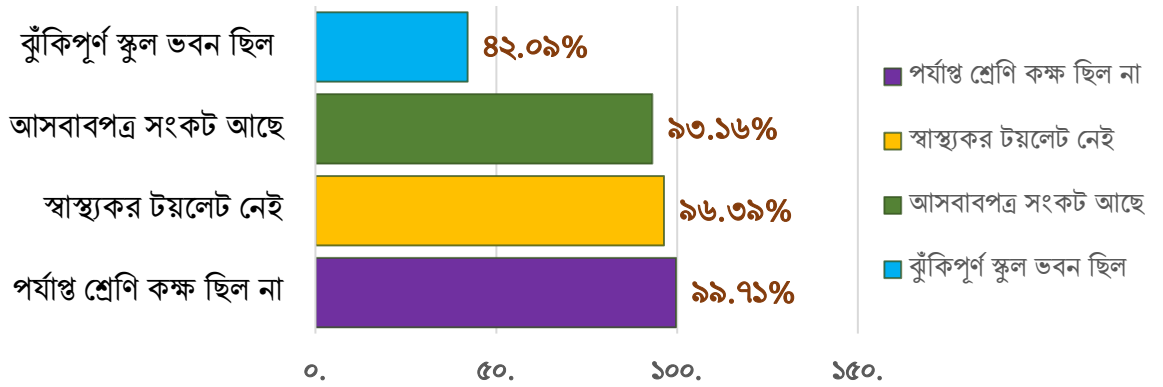

৩.৫.৬ নতুন ভৌত অবকাঠামো তথা বিদ্যালয় বিল্ডিং নির্মাণের ফলে সুযোগ-সুবিধা

নতুন ভৌত অবকাঠামো তথা বিদ্যালয় বিল্ডিং নির্মাণের ফলে কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা উপকারভোগীরা পাবেন এ সম্পর্কে **(গ্রাফ: ৩.৯)** জানতে চাইলে, ৬৬.২১ শতাংশ উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেন যে, দূরবর্তী স্কুলে না গিয়ে নির্মিত/নির্মাণাধীন স্কুলেই ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করতে পারবে অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে; এছাড়া ৯৮.৯৩ শতাংশের মতে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে, আসবাবপত্র সংকট দূর হয়েছে (৭৭.০৫ শতাংশের), স্থানীয় অনেক ছেলেমেয়ে নতুন করে মাধ্যমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (৩৫.৮৪ শতাংশের) । (একাধিক উত্তর নেয়া হয়েছে)

গ্রাফ: ৩.৯ নতুন ভৌত অবকাঠামো তথা স্কুল বিল্ডিং নির্মাণের ফলে সুযোগ-সুবিধা

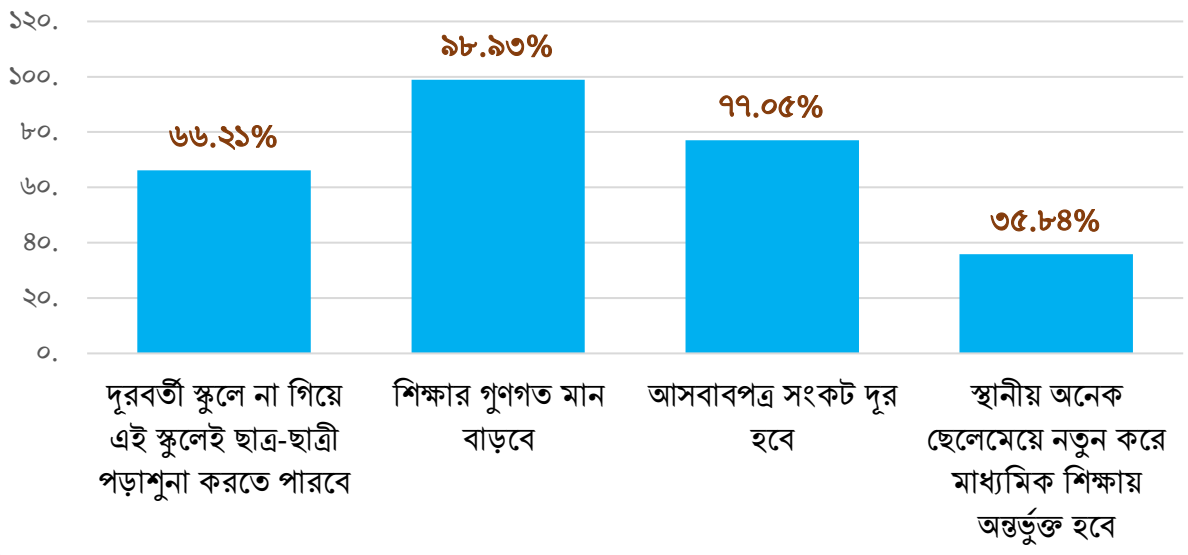

৩.৫.৭ বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে এলাকায় বেকার সমস্যা সমাধানে ভূমিকা

বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে এলাকায় বেকার সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখবে কিনা এ বিষয়ে জানতে চাইলে, ১০২৪ জন উত্তরদাতার **(গ্রাফ: ৩.১০)** মধ্যে ৭৯১ জন বা ৭৭.২৫ শতাংশ উত্তরদাতা জানান যে, বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন বেকার সমস্যা সমাধানের ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। অন্যদিকে, ২৩৩ জন বা ২২.৭৫ শতাংশ উত্তরদাতা এ বিষয়ে নেতিবাচক মত প্রকাশ করেন।

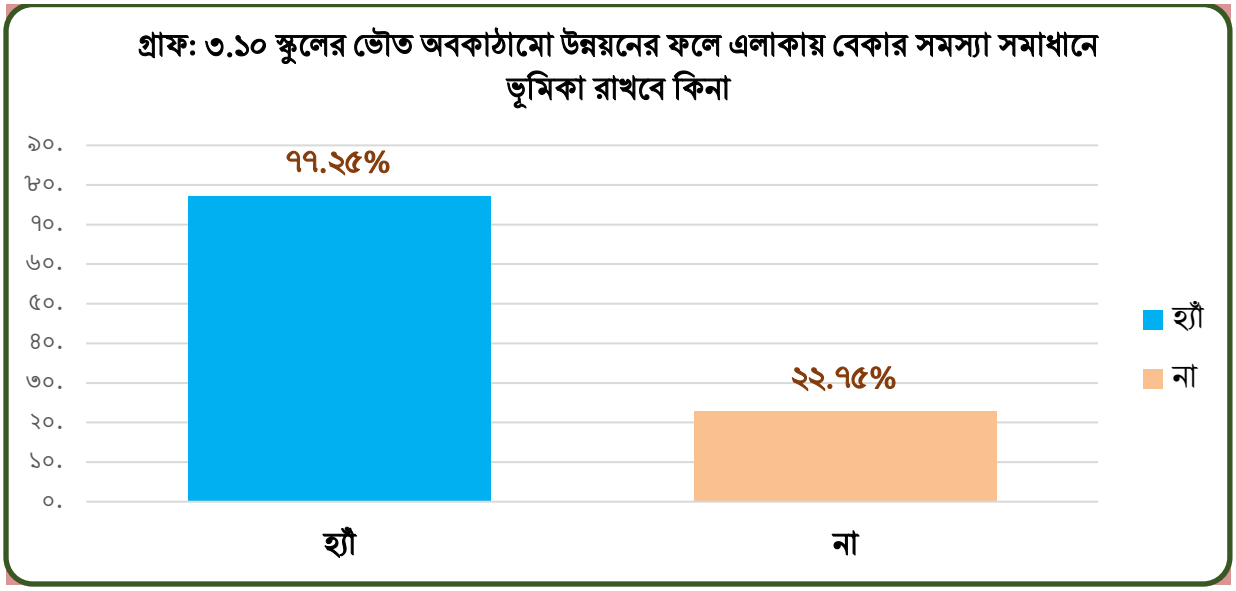

৩.৫.৮ চলমান বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্পের কাজে সন্তুষ্ট কিনা

বর্তমানের চলমান বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্পের কাজে সন্তুষ্টি **(গ্রাফ: ৩.১১)** প্রকাশ করেছেন ৭২৩ জন বা ৭০.৬১ শতাংশ উত্তরদাতা; অপরদিকে, নেতিবাচক মত প্রকাশ করেছেন ৩০১ জন বা ২৯.৩৯ শতাংশ উত্তরদাতা। অসন্তুষ্ট উত্তরদাতাদের এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে **(গ্রাফ: ৩.১২)** ২৯৩ জন বা ২৮.৬১ শতাংশ জানান, প্রকল্পের কাজের গতি খুবই ধীর, ২৬.০৭ শতাংশের মতে, কর্তৃপক্ষের নজরদারীর অভাব, ২৭.৯৩ শতাংশ জানান, কাজের গুণগত মান ভালো নয়। এছাড়া সঠিক জায়গায় বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ হচ্ছে না ও কাজে পরিবেশ-প্রতিবেশের ক্ষতিসাধন হচ্ছে বলে মত প্রকাশ করেন যথাক্রমে ৭.৬০ শতাংশ ও ২.৬৪ শতাংশ উত্তরদাতা।

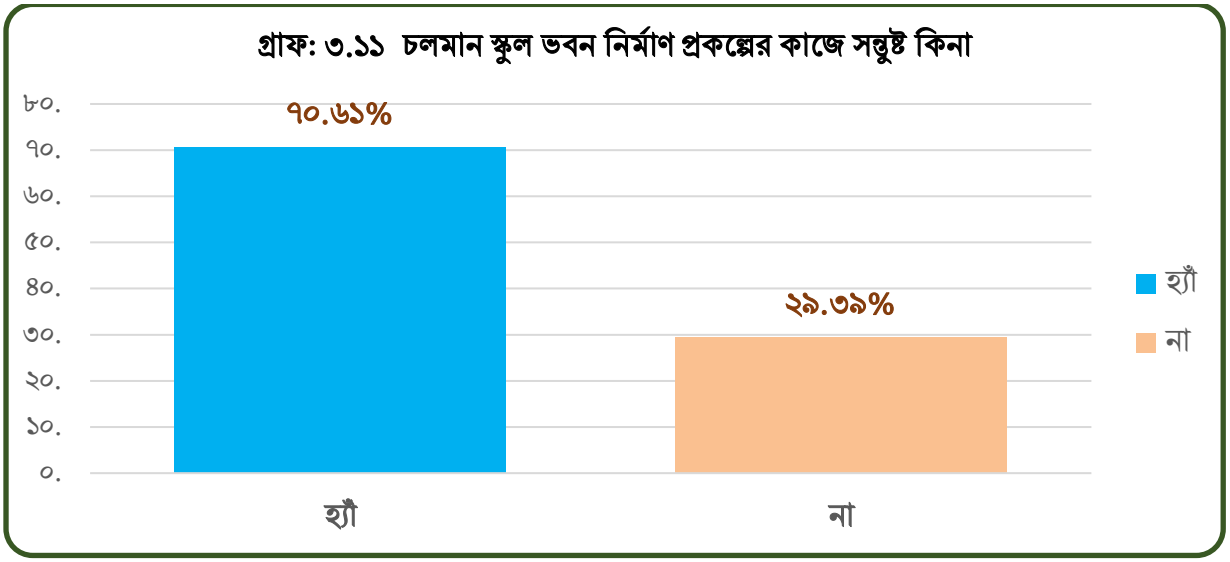

৩.৫.৯ সন্তুষ্ট না হওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে)

গ্রাফ: ৩.১২ সন্তুষ্ট না হওয়ার কারণ

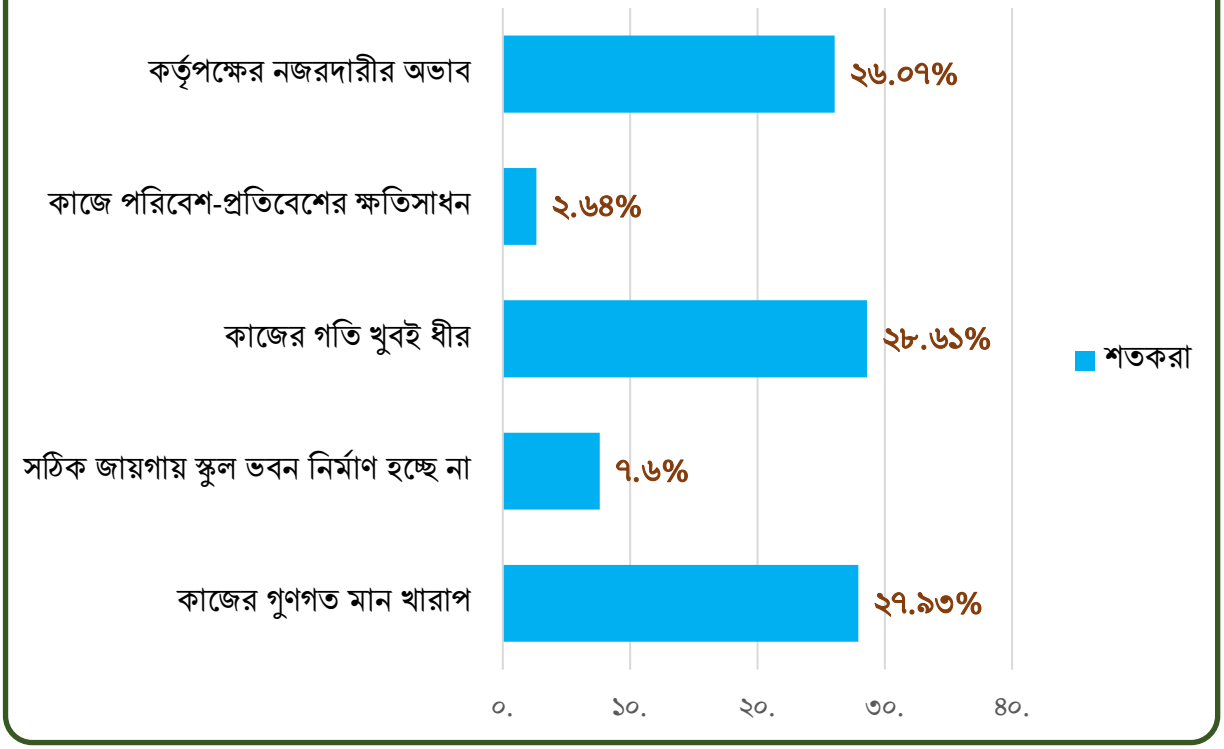

৩.৫.১০ নতুন বিদ্যালয় ভবনের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহ

নতুন বিদ্যালয় ভবনের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহের বিষয়ে জানতে চাইলে সকল উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেন যে, এখনও পর্যন্ত কোনো স্কুলে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয় নি, যদিও প্রায় ২৮ শতাংশ বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ অনেক আগেই সমাপ্ত হয়েছে বলে তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা যায়।

৩.৫.১১ নতুন বিদ্যালয় স্বাস্থ্যকর স্যানিটারি সুযোগ-সুবিধা

নতুন বিদ্যালয় স্বাস্থ্যকর স্যানিটারি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে কিনা এ সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে, ৯৯.৩২ শতাংশ উত্তরদাতায় ইতিবাচক মত প্রকাশ করেন।

গ্রাফ: ৩.১৪ নতুন স্কুল স্বাস্থ্যকর স্যানিটারি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে ভুমিকা রাখবে

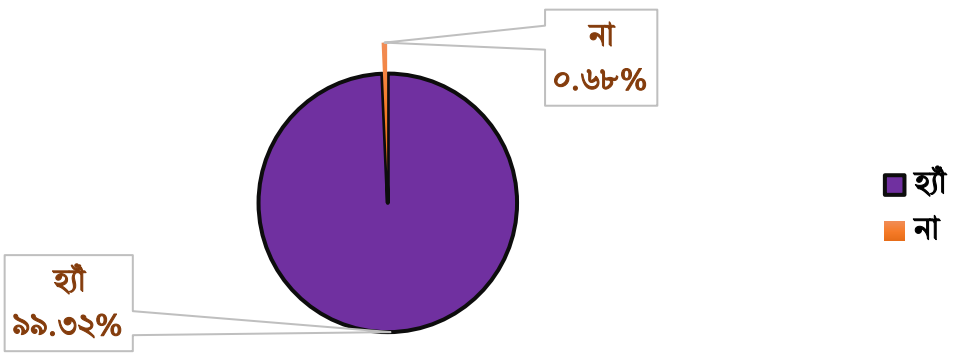

৩.৫.১২ নির্মাণাধীন ভবনের সাইটে 'নির্মাণ বিবরণী' লেখা সম্বলিত সাইনবোর্ড রয়েছে/দেখেছেন কিনা

নির্মাণাধীন ভবনের সাইটে 'নির্মাণ বিবরণী' লেখা সম্বলিত সাইনবোর্ড রয়েছে/দেখেছেন কিনা এ বিষয়ে **গ্রাফ: ৩.১৫** থেকে দেখা যাচ্ছে, ৬১১ জন বা ৫৯.৬৭ শতাংশ উত্তরদাতার মতে 'নির্মাণ বিবরণী' লেখা সম্বলিত সাইনবোর্ড রয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে, ৪০.৩৩ শতাংশ বা ৪১৩ জন উত্তরদাতা নেতিবাচক মতামত দেন।

গ্রাফ: ৩.১৫ নির্মাণাধীন ভবনের সাইটে 'নির্মাণ বিবরণী' লেখা সম্বলিত সাইনবোর্ড রয়েছে কিনা

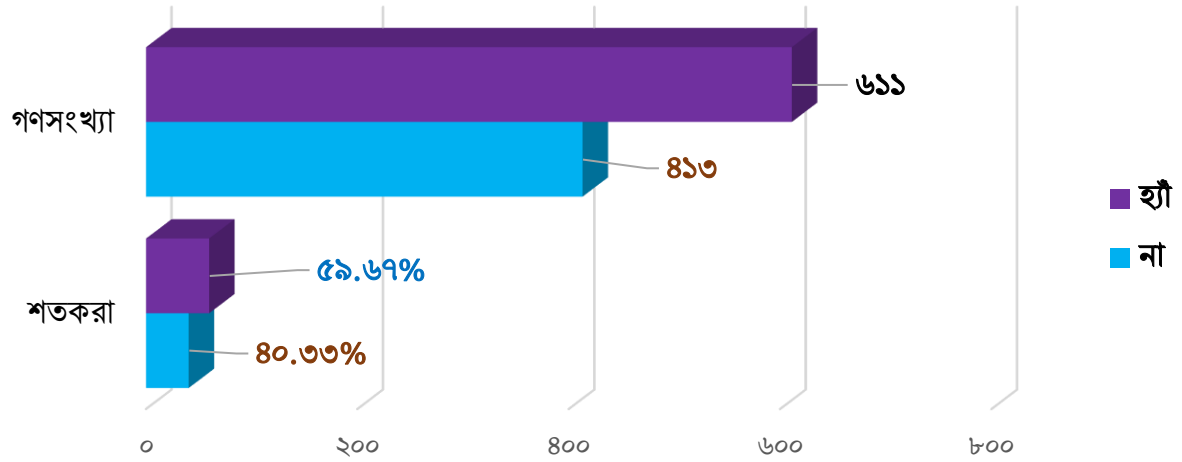

৩.৫.১৩ নতুন বিদ্যালয় ভবন স্থানীয় নিরক্ষরতা দূরীকরণে ভূমিকা

নতুন বিদ্যালয় ভবন স্থানীয় নিরক্ষতা দূরীকরণে ভূমিকা **(গ্রাফ: ৩.১৬)** রাখার বিষয়ে ৯২৯ জন বা ৯০.৭২ শতাংশ ইতিবাচক ও ৯৫ জন বা ৯.২৮ শতাংশ সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতা নেতিবাচক মত প্রকাশ করেন।

গ্রাফ: ৩.১৬ নতুন স্কুল ভবন স্থানীয় নিরক্ষরতা দূরীকরণে ভূমিকা

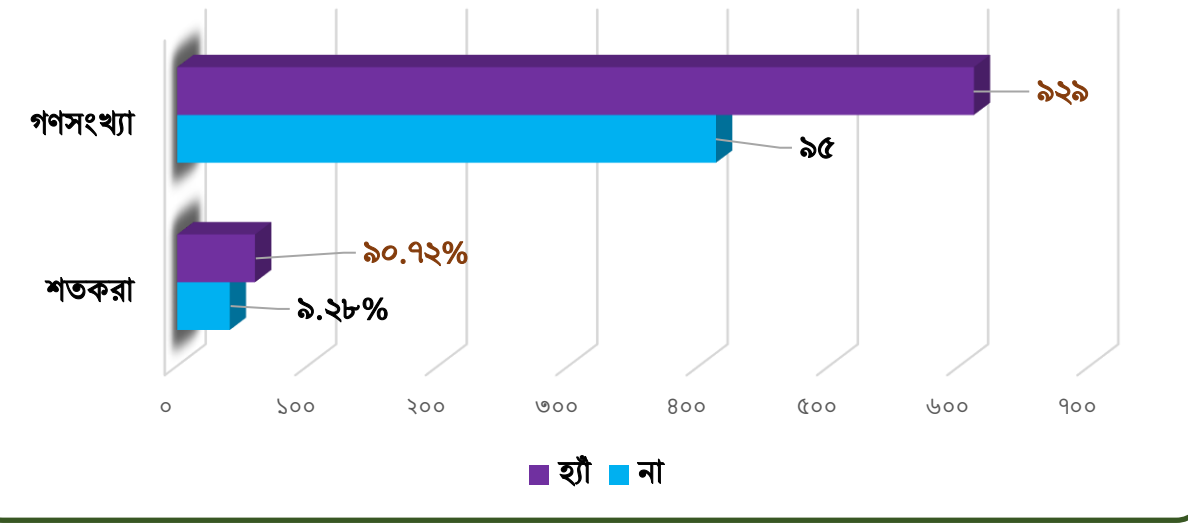

✪ শুধুমাত্র উপকূলীয় অঞ্চলের উপকারভোগীর জন্য প্রশ্নমালা

৩.৫.১৪ নতুন বিদ্যালয় ভবন দুর্যোগকালীন সময়ে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে কার্যকর ভূমিকা

নতুন বিদ্যালয় ভবন দুর্যোগকালীন সময়ে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখবে কিনা এ বিষয়ে **(গ্রাফ: ৩.১৭)** বেশির ভাগ উত্তরদাতা ইতিবাচক (৯২.৪৮ শতাংশ) মত প্রকাশ করেন। অন্যদিকে, ৭.৫২ শতাংশ উত্তরদাতার মতে প্রকল্পের বিদ্যালয়গুলো আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখবে না। ভূমিকা না রাখার কারণ হিসেবে অনেকে তুলে ধরেন, বসতবাড়ি থেকে আশ্রয়কেন্দ্রের দূরত্ব, স্থান সংকুলান না হওয়া, অপ্রতুল আশ্রয়কেন্দ্র, যোগাযোগ ব্যবস্থার সংকট ইত্যাদি।

গ্রাফ: ৩.১৭ নতুন স্কুল ভবন দুর্যোগকালীন সময়ে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখবে কিনা

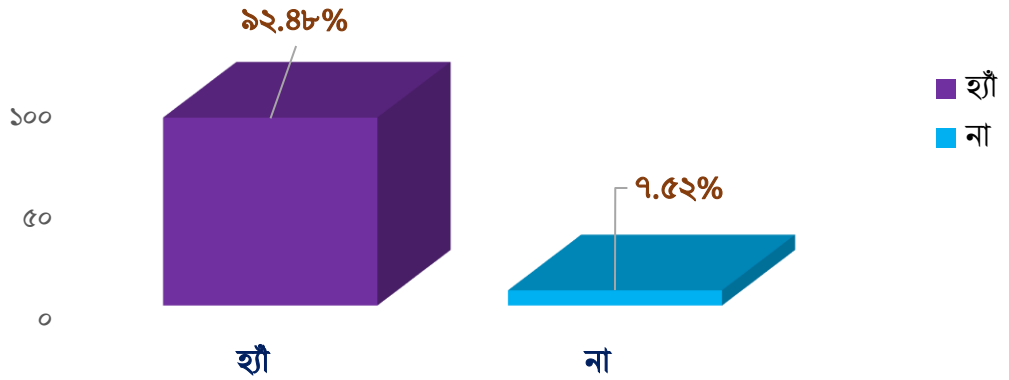

৩.৫.১৫ নির্মিত/নির্মানাধীন বিদ্যালয় থেকে কত কিলোমিটারের মধ্যে বর্তমানে আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে

প্রকল্পের নির্মিত/নির্মানাধীন বিদ্যালয় থেকে কত কিলোমিটারের মধ্যে বর্তমানে আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে এ সম্পর্কে জানা যায়, **(গ্রাফ: ৩.১৮)** এক কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে ৫.২১ শতাংশ উত্তরদাতার মতে। এছাড়া, ১ থেকে ২ কিলোমিটারের মধ্যে (১১.৪৬ শতাংশ উত্তরদাতা), ২ থেকে ৩ কিলোমিটারের মধ্যে (২৮.১৩ শতাংশ উত্তরদাতা), ৩ থেকে ৪ কিলোমিটারের মধ্যে (১৯.৭৯ শতাংশ উত্তরদাতা), ৪ কিলোমিটারের বাইরে (৩৫.৪১ শতাংশ উত্তরদাতা) রয়েছে বলে ব্যক্ত করেন।

গ্রাফ: ৩.১৮ স্কুল থেকে কত কিলোমিটারের মধ্যে বর্তমানে আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে

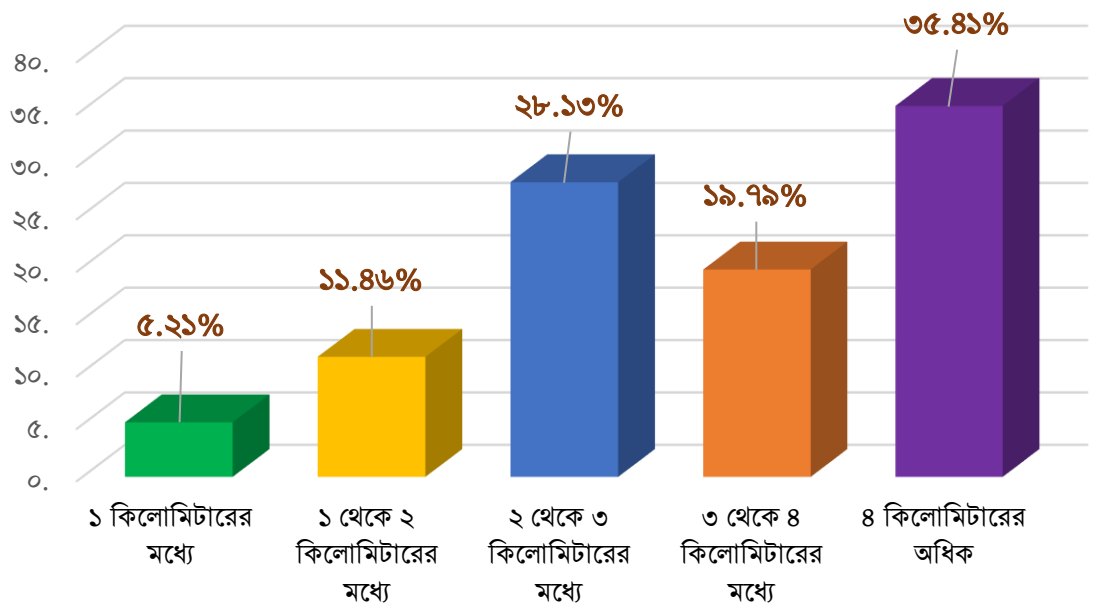

৩.৫.১৬ নতুন বিদ্যালয় ভবনটি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য সঠিক উচ্চতায় ও সঠিক জায়গায় নির্মাণ করা হচ্ছে কিনা

নতুন বিদ্যালয় ভবনটি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য সঠিক উচ্চতায় ও সঠিক জায়গায় নির্মাণ করা হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে ৭১.৮৮ শতাংশ উত্তরদাতা ইতিবাচক ও ২৮.১২ শতাংশ উত্তরদাতা নেতিবাচক মত প্রকাশ করেন। নেতিবাচক উত্তরদাতাদের মধ্যে অনেকে আশ্রয়কেন্দ্র তথা বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন বিষয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

গ্রাফ: ৩.১৯ নতুন স্কুল ভবনটি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য সঠিক উচ্চতায় ও উপযুক্ত জায়গায় নির্মাণ করা হচ্ছে কিনা

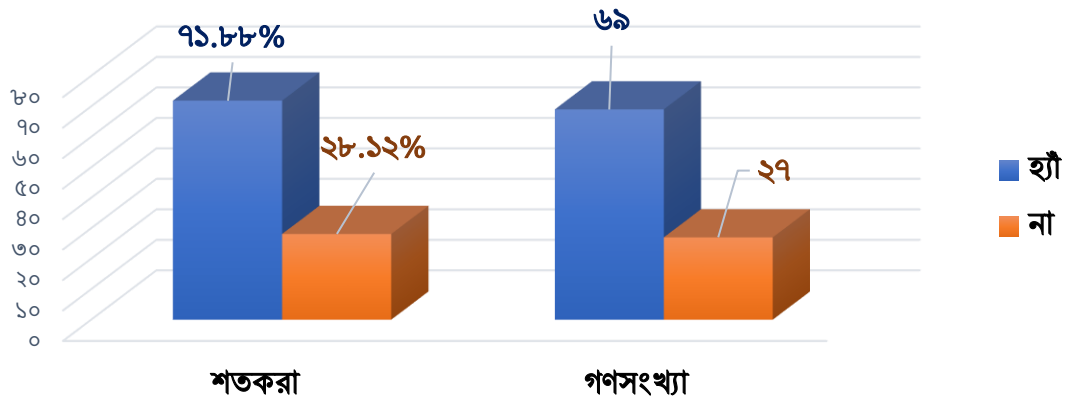

✪ শুধুমাত্র পাহাড়ী অঞ্চলের উপকারভোগীর জন্য প্রশ্নমালা

৩.৫.১৭ নতুন বিদ্যালয় ভবন পাহাড়ী অঞ্চলের জন্য টেকসই উপায়ে তৈরি হচ্ছে কিনা

গ্রাফ: ৩.২০ থেকে দেখা যায়, নতুন বিদ্যালয় ভবন পাহাড়ী অঞ্চলের জন্য টেকসই উপায়ে তৈরি হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে ৮২.৮১ শতাংশ উত্তরদাতা ইতিবাচক ও ১৭.১৮ শতাংশ উত্তরদাতা নেতিবাচক মত প্রকাশ করেন। নেতিবাচক উত্তরদাতাদের বেশির ভাগ কাজের মান ভালো নয় বলে মত প্রকাশ করেন।

গ্রাফ: ৩.২০ নতুন স্কুল ভবন পাহাড়ী অঞ্চলের জন্য টেকসই উপায়ে তৈরি হচ্ছে কিনা

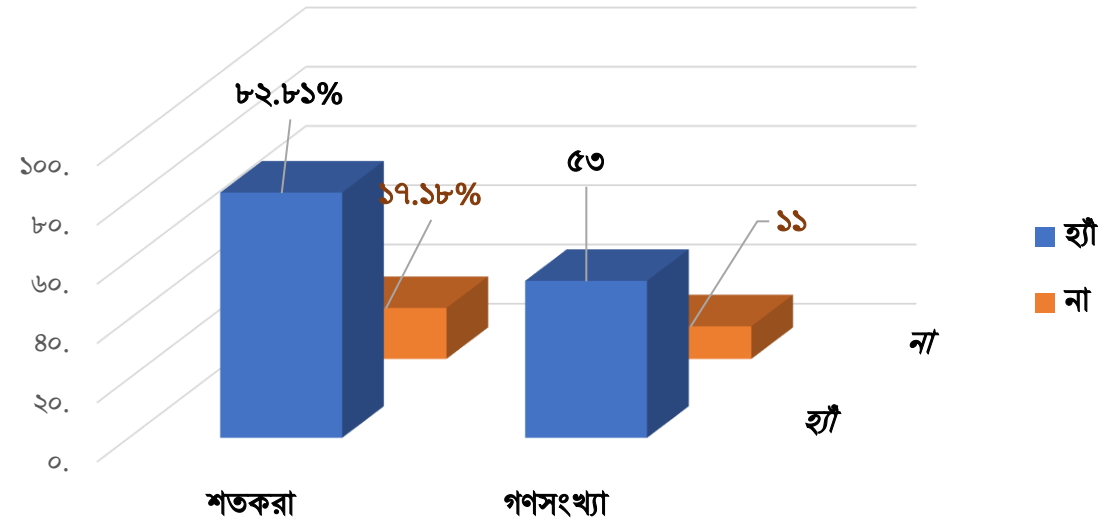

৩.৫.১৮ নতুন বিদ্যালয় ভবনে পৌঁছানোর জন্য উপযুক্ত রাস্তা রয়েছে কিনা

গ্রাফ: ৩.২১ থেকে দেখা যায়, নতুন বিদ্যালয় ভবনে পৌঁছানোর জন্য উপযুক্ত রাস্তা রয়েছে কিনা এ বিষয়ে ৬৪.০৬ শতাংশ উত্তরদাতা ইতিবাচক ও ৩৫.৯৪ শতাংশ উত্তরদাতা নেতিবাচক মত প্রকাশ করেন। উপকারভোগীরা স্কুলে যাওয়ার রাস্তাটুকু পাকা করা দরকার বলে মত প্রকাশ করেন।

গ্রাফ: ৩.২১ নতুন স্কুল ভবনে পৌঁছানোর জন্য উপযুক্ত রাস্তা রয়েছে কিনা

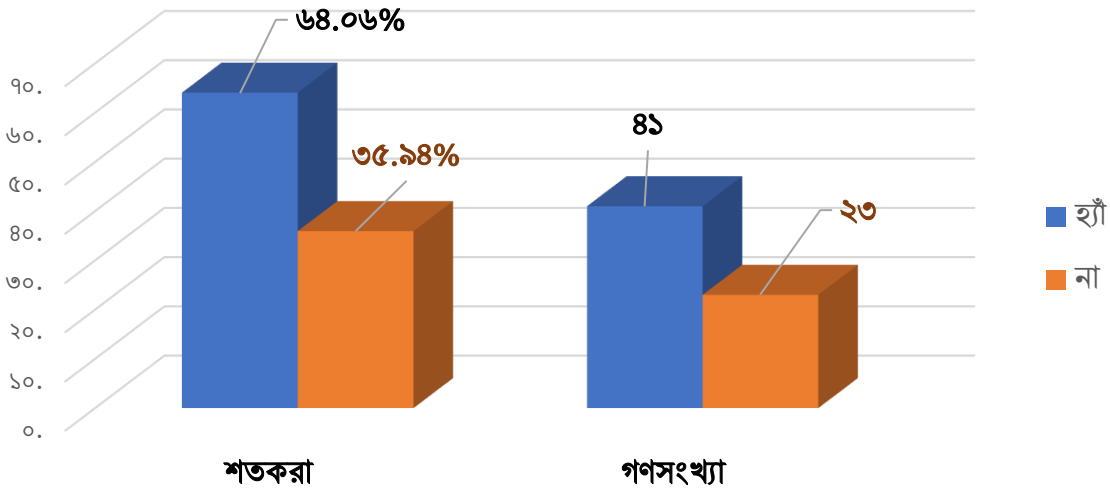

✪ শুধুমাত্র বন্যাপ্রবণ, নদী ভাঙ্গন, হাওর এলাকার উপকারভোগীর জন্য প্রশ্নমালা

৩.৫.১৯ নতুন বিদ্যালয় ভবনটি সঠিক জায়গায় নির্মাণ করা হচ্ছে কিনা

গ্রাফ: ৩.২২ থেকে দেখা যায়, নতুন বিদ্যালয় ভবনটি সঠিক জায়গায় নির্মাণ করা হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে ৭৩.৪৪ শতাংশ উত্তরদাতা ইতিবাচক ও ২৬.৫৬ শতাংশ উত্তরদাতা নেতিবাচক মত প্রকাশ করেন। সঠিক জায়গায় নির্মাণ না হওয়ার কারণ হিসেবে **গ্রাফ: ৩.২৩** থেকে দেখা যায়, ভবনে পৌঁছানোর জন্য সুবিধাজনক রাস্তার অভাব (২৩.৪৪ শতাংশ উত্তরদাতা), ভবিষ্যতে নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে (২০.৩১ শতাংশ উত্তরদাতা), নদী/খাল/হাওর এর পাড়ে নির্মাণ করা হচ্ছে (৪.৬৯ শতাংশ উত্তরদাতা) বলে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন।

গ্রাফ: ৩.২২ নতুন স্কুল ভবনটি সঠিক জায়গায় নির্মাণ করা হচ্ছে কিনা

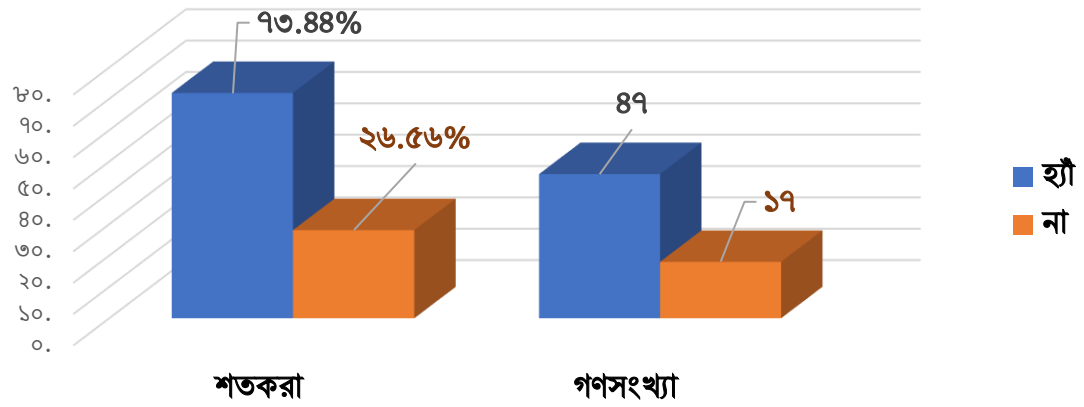

৩.৫.২০ সঠিক জায়গায় নির্মাণ না হওয়ার কারণ

গ্রাফ: ৩.২৩ উপযুক্ত জায়গায় নির্মাণ না হওয়ার কারণ

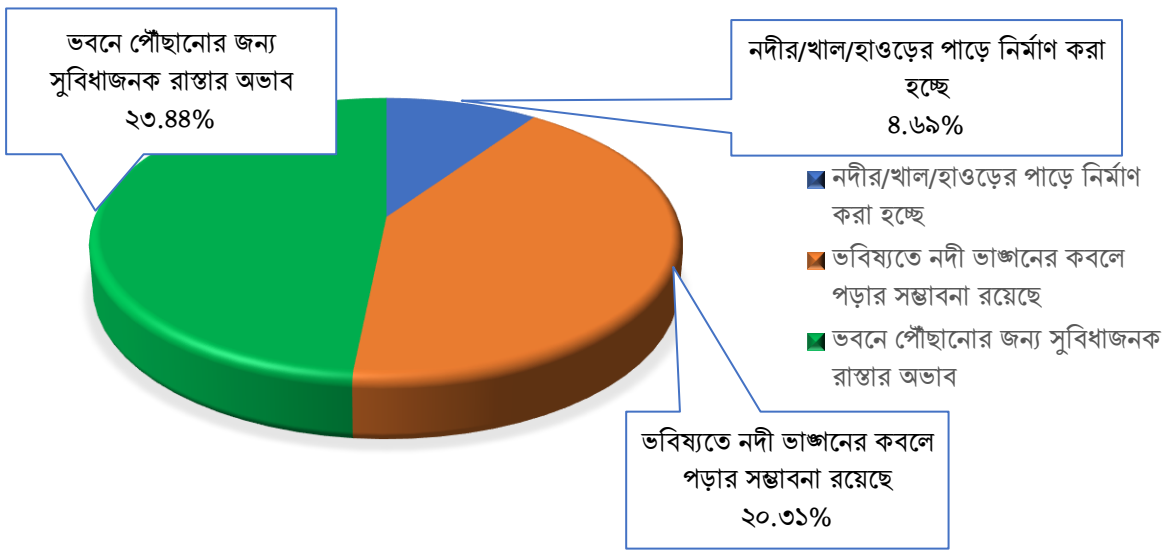

৩.৫.২১ নতুন বিদ্যালয় ভবন বন্যার পানি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে কিনা

গ্রাফ: ৩.২৪ থেকে দেখা যায়, নতুন বিদ্যালয় ভবন বন্যার পানি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে কিনা এ বিষয়ে ৮১.২৫ শতাংশ উত্তরদাতা ইতিবাচক ও ১৮.৭৫ শতাংশ উত্তরদাতা নেতিবাচক মত প্রকাশ করেন। উপকারভোগীরা বন্যার পানি থেকে মুক্ত না থাকার কারণ হিসেবে স্কুলে প্রবেশের রাস্তা অনেকটা নিচু, কোথাও রাস্তা উপযুক্ত অবস্থায় নেই ও সঠিক উচ্চতায় বিদ্যালয় নির্মাণ করা হচ্ছে না বলে মতামত তুলে ধরেন।

গ্রাফ: ৩.২৪ নতুন স্কুল ভবন বন্যার পানি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে কিনা

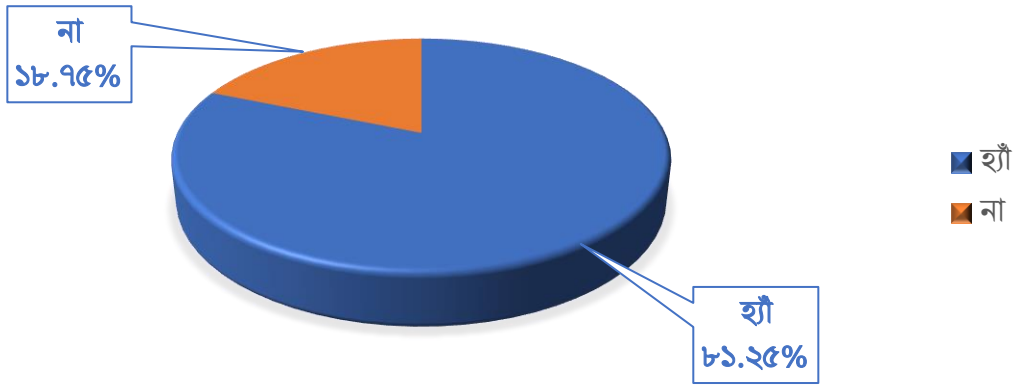

৩.৫.২২ বিদ্যালয় নির্মাণের ধরন (নির্মাণাধীন/নির্মিত)

৬৪টি স্কুলে সমীক্ষা পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের বিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়েছে। **গ্রাফ: ৩.২৫** থেকে দেখা যায়, এর মধ্যে শতভাগ সম্পন্ন বিদ্যালয় হওয়া বিদ্যালয় ছিল ৩১.২৫ শতাংশ, ৮০ থেকে ৯৯ শতাংশ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়া বিদ্যালয় ৩২.৮১ শতাংশ, ৬০ থেকে ৭৯ শতাংশ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়া বিদ্যালয় ১২.৫০ শতাংশ, ৪০ থেকে ৫৯ শতাংশ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়া বিদ্যালয় ৯.৩৮ শতাংশ, ২০ থেকে ৩৯ শতাংশ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়া বিদ্যালয় ১০.৯৪ শতাংশ এবং ০ থেকে ১৯ শতাংশ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়া বিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়েছে ৩.১২ শতাংশ।

গ্রাফ: ৩.২৫ বিদ্যালয় নির্মাণের ধরন (নির্মাণাধীন/নির্মিত)

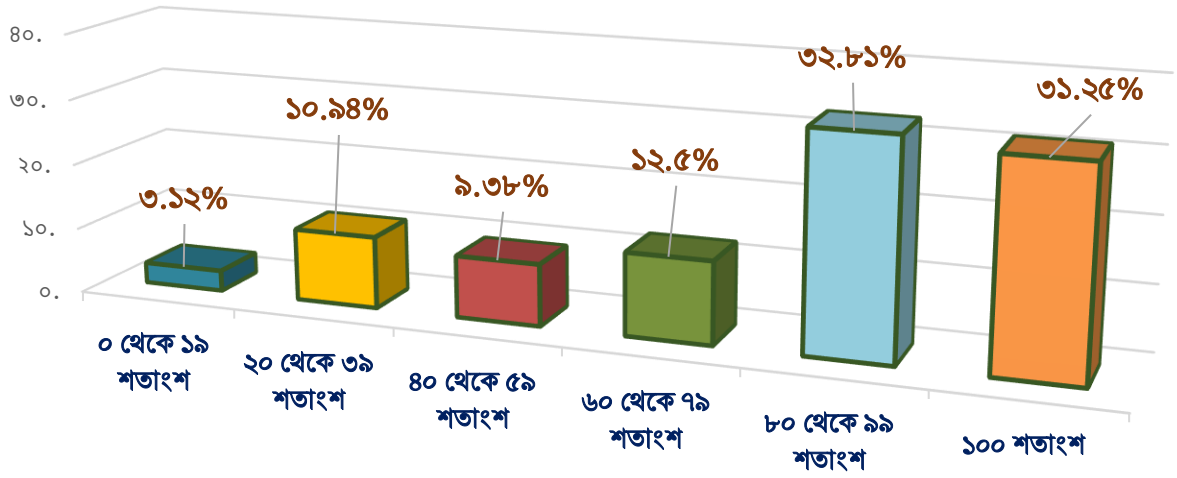

৩.৬ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে সংগৃহীত তথ্যাদি/মতামত বিশ্লেষণ কেআইআই

প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত মুখ্য ব্যক্তিবর্গ তথা প্রকল্প পরিচালক, প্রকৌশলী এবং বাপাউবো'র জেলা অফিস, আঞ্চলিক অফিস পর্যায়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে কেআইআই পরিচালনা করা হয়।

- প্রকল্পের বিদ্যালয় নির্বাচনে বিলম্ব ও কাজের ধীর গতির কারণ সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পে সংস্থানকৃত ৩০০০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রকল্প প্রণয়নের সময় ২৭২৫টি প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ ছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয়গণের নিকট হতে বাকী প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম সংগ্রহ করা হয়েছে। ০৯টি প্রতিষ্ঠানের নাম অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। এছাড়াও মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয়গণ বিভিন্ন সময়ে প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করেছেন এবং এখনো করছেন।

- প্রকল্পের কার্যক্রম ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সমাপ্ত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক জানান, মাটি পরীক্ষায় মাটির ভারবহন ক্ষমতা কম পরিলক্ষিত হওয়ায় প্রায় ৪২০টি প্রতিষ্ঠানে পাইল ফাউন্ডেশন প্রস্তাব করা হয়েছে, যার বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানের মোট নির্মাণ ব্যয় দরপত্র মূল্যের ১৫% এর অধিক। এসকল প্রতিষ্ঠানের সংশোধিত প্রাক্কলন HOPE এর একধাপ উপরে অর্থাৎ সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য হওয়ায় অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। এছাড়াও তিনি বলেন, সারাবিশ্বে COVID-19 পরিস্থিতির কারণে চলমান কাজের বিঘ্ন ঘটায় অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

- মূল ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পে আসবাবপত্র সরবরাহ জুন/২০২১-এর মধ্যে সমাপ্ত হওয়ার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে; কিন্তু অগ্রগতি এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত ৩.৩০ শতাংশ এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক হতে জানা যায়, ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ০৪/০৬ তলা ভবনের আসবাবপত্র সংরক্ষণে জটিলতার সৃষ্টি হয় বিধায় যে সকল প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ ৬০%-১০০% হয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহের অনুমোদন দেয়া হয়। সে হিসেবে ১১/০৮/২০২১ খ্রিঃ ২২০০ প্রতিষ্ঠানে

এবং ১৭/০১/২২ খ্রিঃ ৩০০ প্রতিষ্ঠানসহ মোট ২৫০০ প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ কাজের দরপত্র আহবানের জন্য পত্র দেয়া হয়। সেই মোতাবেক মে/২০২২ পর্যন্ত ১৫৮৭ প্রতিষ্ঠানের দরপত্র অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ১৩৭টি প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে এবং বাকী ৯১৩টি প্রতিষ্ঠানে দরপত্র প্রক্রিয়াধীন আছে।

- প্রকল্পের ১০ শতাংশ বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ এপ্রিল/২০২২ সালে এসেও শুরু না হওয়ার কারণ সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক সূত্রে জানা যায়, সদ্য কার্যাদেশপ্রাপ্ত, জায়গা বুঝে না পাওয়া, সুপারিশকৃত প্রতিস্থাপনযোগ্য প্রতিষ্ঠানের নাম পিএসসি কর্তৃক অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকা এবং ০৯টি প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি।

- প্রকল্পের ক্যাটেগরি-৭ (নদী-ভাঙ্গন এলাকা) সম্পর্কে তিনি জানান, প্রকল্পে ক্যাটেগরি-৭ (নদী-ভাঙ্গন এলাকা) এ একতলা আধাপাকা স্থাপনা (ট্রাস-টিন) নির্মাণ করা হবে মর্মে ডিপিপিতে উল্লেখ আছে। উন্নয়ন কাজ দৃশ্যমানের বিষয়টি বিবেচনা করে মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয়গণ নদী-ভাঙ্গন এলাকার প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে একই সংসদীয় আসনে যে সকল প্রতিষ্ঠানে চারতলা ভবন নির্মাণ সম্ভব সে সকল প্রতিষ্ঠান প্রতিস্থাপনের জন্য ডিও পত্র দিয়েছেন। অদ্যাবধি দু'টি প্রতিষ্ঠান ক্যাটেগরি-৭ (নদী-ভাঙ্গন এলাকা) এ অর্ন্তভুক্ত আছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য মহোদয়গণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দু'টি পরিবর্তন করবেন বিধায় কাজ শুরু না করার জন্য মৌখিকভাবে জানিয়েছেন।

- তিনি আরো জানান, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ পর্যাপ্ত ছিল, নিয়োমিত অর্থছাড় দেওয়া হয়েছে এবং প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত জনবলের কোনো সংকট ছিল না।

৩.৭ এফজিডি পর্যালোচনা

সারা দেশে ৮টি বিভাগে ১৬টি জেলা, ৩২টি উপজেলা এবং ৬৪টি স্কুলে মোট ১৬টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত আলোচনায় প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন পেশার মানুষ এবং উপকারভোগী জনগণ অংশগ্রহণ করেছেন। ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ ও তাদের সুবিধা-অসুবিধা ও সুপারিশসমূহ আলোচিত হয়। ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় যেসব বিষয় উঠে এসেছে সেগুলো হলো-

- বিদ্যালয় ভবনটি তৈরির ফলে শিক্ষার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার পরিবেশ উন্নত হয়েছে;
- দুর্যোগকালীন সময়ে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে;
- চারতলা ভবন নির্মাণের ফলে সুন্দর পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ এবং একই সঙ্গে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে স্যানিটারি সুবিধা পাওয়া যাবে;
- নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
- এলাকার মানুষের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে এবং নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে;
- শিক্ষার মান উন্নয়ন হয়েছে এবং নিরক্ষতার হার কমে যাবে;
- বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের রুচিসম্মত মানসিকতা, সুন্দর পরিবেশে পাঠদান ও উন্নত পরিবেশে শিক্ষাদান সম্ভব হয়েছে;
- কিছু এফজিডি থেকে মতামত পাওয়া গেছে খেলার মাঠ রেখে সঠিক জায়গায় ভবন নির্মিত হয়েছে।

ছবিঃ ৩.৩ উপকারভোগীদের নিয়ে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)

- কিছু এলাকায় দেখা যায় দোতলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই হওয়ার পর তৃতীয় তলায় সাটারিং করে এক বছর ধরে ফেলে রাখা হয়েছে;
- কাজের অগ্রগতি আশানুরূপ না হওয়ার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা এবং অভিভাবকগণ হতাশা ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন;
- বিদ্যালয়ের চারপাশে বাউন্ডারি প্রাচীর ও গেট থাকা প্রয়োজন বলে অনেকে মতামত ব্যক্ত করেছেন।
- সিসি ক্যামেরা থাকলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার হয়;
- ছেলে-মেয়েদের জন্য নিরাপত্তার জন্য বিদ্যালয়ের বারান্দায় রেলিং থাকা প্রয়োজন বলে অভিভাবক ও শিক্ষকেরা মতামত দিয়েছেন।

৩.৮ কেস স্টাডি পর্যালোচনা

কেস স্টাডি-১ আমিনুর রহমান; বয়স ৪৪ বছর

মোঃ আমিনুর রহমান পেশায় একজন ব্যবসায়ী। তিনি দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার ৪নং ইউনিয়নের একজন বাসিন্দা। তিনি জানিয়েছেন, অত্র এলাকার বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য সরকার একটি ৪ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করছে। কাজের সার্বিক মান নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট। নির্মাণ কাজ যথার্থভাবে পরিচালিত হয়েছে বলে তিনি মতামত দেন। বিদ্যালয় নির্মাণের ফলে সেখানে আরও অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পড়ার সুযোগ পাবে ফলে তার ব্যবসাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। বিদ্যালয় ভবনটি নির্মাণ না হলে অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার সম্ভাবনা ছিল কারণ এলাকার বেশির ভাগ মানুষ নিম্ন মধ্যবিত্ত হওয়ায় দূরের স্কুলে যাওয়া সম্ভব হত না। বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের পূর্বে বিদ্যালয়ের অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। ব্যবসায়ী মোঃ আমিনুর রহমান এর মতে সঠিক জায়গায় বিদ্যালয় নির্মিত হয়েছে। তার মতে উক্ত ভবনটি নির্মাণের ফলে এলাকাবাসী খুবই উপকৃত হয়েছে এবং সে সাথে অনেক নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

কেস স্টাডি-২ হাবিবুর রহমান; বয়স ৩৯ বছর

পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার গজালিয়া ইউনিয়নের চর চন্দাইল গ্রামের অধিবাসী হাবিবুর রহমান পেশায় একজন চাকরিজীবী। তার মতে, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভবনে পর্যাপ্ত ক্লাশ রুম, পাঠাগার এবং মেয়েদের কমনরুম থাকার ফলে শিক্ষার মান অনেক উন্নত হয়েছে। সরকার এমন একটি প্রকল্প বাস্তয়বায়ন হাতে নেওয়ার জন্য সে খুবই সন্তুষ্ট। তার মতে যোগ্য ঠিকাদার দ্বারা কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আরও মতামত দেন, ছেলে-মেয়েরা কাছাকাছি একটি ভালো এবং নিরাপত্তা সম্বলিত স্কুলে লেখাপড়া করতে পারবে। পূর্বে বিদ্যালয় ভবন না থাকার ফলে দূরের স্কুলে ভর্তি করতে হত ফলে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত। এ ছাড়াও পূর্বে টিনের সেমিপাকা বিদ্যালয় ভবন হওয়ার ফলে ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধি পেত না। তার মতে বিদ্যালয় ভবনটি সঠিক জায়গায় নির্মিত হয়েছে ফলে সর্বক্ষেত্রে সফল ভূমিকা রাখবে। এমনকি নিরাপত্তা ব্যবস্থা, শিক্ষার মান এবং শিক্ষার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এ রকম একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে অত্র এলাকার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

কেস স্টাডি-৩ মোঃ এরশাদুল হক মোল্লা; বয়স ৩২ বছর

মোঃ এরশাদুল হক মোল্লা। বয়স ৩২ বছর। কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলার সদর ইউনিয়নের হরিশ্বর তালুক গ্রামের একজন কৃষক। মোঃ এরশাদুল হক মোল্লা মনে করেন বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চারতলা ভবন নির্মাণের ফলে শিক্ষার মান এবং সুযোগ-সুবিধা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। সরকারের এমন সিদ্ধান্তে তিনি খুবই সন্তুষ্ট। তিনি আরও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন কাজটি সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে বলে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে তার নিজের এবং এলাকার ছেলে-মেয়েদের ভালো স্কুলে পড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত বিদ্যালয় ভবনটি তৈরি না হলে অত্র এলাকার ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার মান উন্নয়ন হত না। তার মতে আগে অবকাঠামো তেমন ভালো ছিল না ফলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী অকালে ঝরে পড়ত। তিনি এটাও মত প্রকাশ করেছেন যে, বিদ্যালয় ভবনটি সঠিক জায়গায় নির্মিত হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার মান উন্নয়ন হয়েছে এবং নিরক্ষতার হার কমে যাবে। তার মতে বিদ্যালয়ের চার পাশে হাফ প্রাচীর দেয়া এবং কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা প্রয়োজন ।

কেস স্টাডি-৪ বেনু সাধন চৌধুরী; বয়স ৪৩ বছর

বেনু সাধন চৌধুরী পেশায় একজন সঙ্গীত শিল্পী। বয়স ৪৩ বছর। তিনি মুন্সিগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলার সদর ইউনিয়নের ১নং ওর্য়াডের কলরামপুর গ্রামের বাসিন্দা। তার মতে বিদ্যালয় ধীরেধীরে অনেক উন্নতি লাভ করেছে। বিশেষ করে চতুর্থ তলা বিশিষ্ট বিদ্যানিকেতনের কাজ চলছে । এতে ছাত্র-ছাত্রীর প্রাণে ও মনে আনন্দের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। সরকারের এমন উন্নয়নে ব্যবস্থাপনা কমিটি ও শিকক্ষবৃন্দ সন্তষ্ট। তিনি আরও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বিদ্যালয়ের গুণগত মান এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কর্তৃপক্ষ যেমন অটল তেমনি মনমুগ্ধ প্রকল্প বটে। বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের রুচিসম্মত মানসিকতা, সুপরিবেশে পাঠদান ও উন্নত পরিবেশে শিক্ষার জন্য একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ না হলে ছাত্র-ছাত্রীরা সুন্দর শিক্ষা পরিবেশ পেত না। পৃথক পৃথক ক্লাশ রুম সুবিন্যস্তভাবে পাঠদানে প্রফুল্লতা পেত না। সু-গৃহ সু-পরিবেশ না গেলে শিক্ষার্থীদের প্রাণে এত উৎফুল্লতা আসতো না। বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের পূর্বে সম্পূর্ণ গ্রাম্য পরিবেশ ছিল। দুটিই কাঁচা ঘরের ছাউনি ছিল। তার মতে বিদ্যালয় ভবনটি সঠিক জায়গায় নির্মিত হয়েছে। তিনি আরও মনে করেন, অত্র এলাকার হতদরিদ্র, নিম্নবিত্তসহ ধন্যঢ্য ব্যক্তিবর্গের ছেলে-মেয়েরাও লেখাপড়া করবে এবং পাশের হারও বৃদ্ধি পাবে। এই বিদ্যালয়ের ফলে অনেক গরীব, দুঃখী ছাত্র-ছাত্রীদের এসএসসি পাশ করে উচ্চ শিক্ষায় পদার্পণ করতে পারবে। সঙ্গীত শিল্পী বেনু সাধন চৌধুরীও আবেদন জানিয়েছেন, বিদ্যালয়ের চার পাশে হাফ প্রাচীর দেয়ার জন্যে।

কেস স্টাডি-৫ মোঃ কায়ছার রশিদ; বয়স ৪৫ বছর

সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার ৩নং ওয়ার্ডের হাড়গ্রাম গ্রামের অধিবাসী জনাব মোঃ কায়ছার রশিদ একজন চাকরিজীবী। তার মতে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি ডিজিটাল ল্যাব, বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রসহ আরও উন্নয়ন অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। তিনি প্রকল্পের সার্বিক কাজের মান নিয়ে সন্তুষ্ট। প্রকল্পের কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য তিনি খুশি। তিনি মনে করেন তাদের ছেলে-মেয়েরা বিদ্যালয়ে এসে সঠিকভাবে লেখাপড়া করতে পারবে। পূর্বের জরাজীর্ণ বিল্ডিং এর পরিবর্তে নতুন ভবনে পরিমিত জায়গার সংকুলান হয়েছে। ভবনটি না হলে মূল সমস্যা হত ভাঙ্গা টিন শেডে নিরুদ্বেগে পাঠদান সম্ভব হত না ফলে প্রায় ৪-৫ কিলোমিটার দূরে অন্য কোন বিদ্যালয়ে যেতে হত। ভবনটি নির্মাণের আগে ভাঙ্গা টিনশেড ঘর ও একটি একতলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন ছিল। মোঃ কায়ছার রশিদ মনে করেন ভবনটি সঠিক জায়গায় নির্মিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি মনে করেন সরকারের এমন সিদ্ধান্তে নতুন ভবনের ফলে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে এবং নিরক্ষতা হ্রাস পাবে। মোঃ কায়ছার রশিদও মনে করেন বাউন্ডারি ওয়াল প্রয়োজন। তবে তার মতে এ প্রকল্পের কোন খারাপ দিক নেই।

কেস স্টাডি-৬ মোঃ ইমাদুল আখন; বয়স ৫৯ বছর

পিরোজপুর জেলা অধিবাসী মোঃ ইমাদুল আখন, বয়স ৫৯ বছর। তিনি মাঠবাড়ীয়া উপজেলার ২নং ওয়ার্ডের কালিকাবাড়ী গ্রামের পেশায় একজন চাকরিজীবী। তার এলাকার বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে তিনি সাইনবোর্ড দেখে বুঝতে পারেন স্কুলে একটি চারতলা ভবন হয়েছে। এমন প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে দেখে তিনি খুবই খুশি হন এবং বুঝতে পারেন এখন অত্র এলাকার শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে, শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং এলাকায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার পরিবেশ তৈরি হয়েছে, এলাকার উন্নয়ন হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দূরের স্কুলে যেতে পারত না ফলে লেখাপড়ার ক্ষতি হত এবং দূরের স্কুলে যাতায়াতের ফলে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ত। মোঃ ইমাদুল আখন এর মতে পূর্বের অবকাঠামো মোটামুটি ছিল কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট ছিল না। তিনি আরও মনে করেন বিদ্যালয় ভবনটি সঠিক স্থানে নির্মিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার নিম্নবিত্ত মানুষের শিক্ষার মান উন্নয়ন হয়েছে ফলে নিরক্ষতার হার কমবে এবং বেকারত্বের হার কমবে সে সাথে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। বন্যা ও দুর্যোগের সময়

আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে চারিদিকে সীমানা প্রাচীর এবং বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

কেস স্টাডি-৭, জাহাঙ্গির; বয়স ৫০ বছর

জাহাঙ্গির। বয়স ৫০ বছর। তিনি ফরিদপুর জেলা নিবাসী নগরকান্দা উপজেলার ডাঙ্গী ইউনিয়নের বিল গোবিন্দপুর গ্রামের একজন ক্ষুদ্র উদ্যোগতা। তার এলাকায় বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলে চারতলা ভবন নির্মিত হয়েছে, এ ব্যপারে তিনি অবগত আছেন। প্রকল্পের সার্বিক কাজের মান নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট। নতুন চারতলা ভবন নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে লেখাপড়া করতে পারবে। এলাকায় মানসম্মত বিদ্যালয় তৈরি হওয়ার ফলে এলাকার সকল ছেলে-মেয়েদের যাতায়াত খরচ নিয়ে দুঃচিন্তা করতে হয়েছে না। বিদ্যালয় ভবনটি নির্মিত না হলে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত না ফলে নিম্নবিত্ত মানুষের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষা খেকে বঞ্চিত হত। পূর্বে একটি টিন শেড এবং একটি দোতলা ভবন ছিল, এতে স্থান সংকুলান হত না ফলে তেমন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হত না। তার মতে বিদ্যালয় ভবনটি সঠিক জায়গায় নির্মিত হয়েছে। চারতলা ভবন নির্মাণের প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার নিম্নবিত্ত মানুষের শিক্ষার মান উন্নয়ন হয়েছে এবং একই সংগে নিরক্ষতার হার কমবে। এছাড়া তার কাছ থেকে কোন রকম সুপারিশ পাওয়া যায়নি।

কেস স্টাডি-৮ তারিকুর রহমান খান; বয়স ৩৪ বছর

তারিকুর রহমান খান একজন পেশায় চাকুরিজীবী। তার বয়স ৩৪ বছর। তিনি মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলার বড়টিয়া ইউনিয়নের ঘুশাল বাড়ী গ্রামের একজন অধিবাসী। বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন। নতুন চারতলা ভবন নির্মাণের কাজের মান নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট। তার মতে অবকাঠামোর গুণগত মান খুব ভালো। এতে করে শিক্ষার প্রসারতা বৃদ্ধি পাবে। বিদ্যালয় ভবনটি নির্মাণ না হলে শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হত না ফলে এলাকায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেত না। আগে চারতলা ভবন নির্মাণের পূর্বে ১টি সেমি পাকা এবং ১টি পাকা ভবন ছিল। তারিকুর রহমান খান মনে করেন নতুন ভবনটি সঠিক জায়গায় হয়েছে। বিদ্যালয় ভবনটি নির্মাণ না হলে অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার সম্ভাবনা ছিল কারণ এলাকার বেশির ভাগ মানুষ নিম্ন-মধ্যবিত্ত হওয়ায় দূরের স্কুলে যাওয়া সম্ভব হত না। উক্ত ভবন নির্মাণের ফলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েদেরও শিক্ষার মান উন্নয়ন হয়েছে। জনাব তারিকুর রহমান খান তিনি আরও মনে করেন সরকারের এ প্রকল্প একটি জনকল্যাণমুখী উদ্যোগ।

কেস স্টাডি-৯ মোঃ আব্দুল খালেক; বয়স ৬৫ বছর

মোঃ আব্দুল খালেক ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার ৬নং ওয়ার্ডের চর আধাপাকিয়া গ্রামের একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। বর্তমানে তাঁর বয়স ৬৫ বছর। সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে নির্বাচিত বিদ্যালয়গুলোর ভবন নির্মাণ হচ্ছে এটা মোঃ আব্দুল খালেক সাহেব প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন। তিনি প্রকল্পের সার্বিক কাজের মান নিয়ে সন্তুষ্ট। তিনি আরও বলেন ভবনটি সঠিক জায়গায় নিয়ম মাফিকভাবে তৈরি হচ্ছে। বিদ্যালয় ভবনটি নির্মাণ হলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত না হলেও নির্মিত বিদ্যালয় হতে নিজের পরিবার এবং এলাকাবাসী সুন্দর পরিবেশে শিক্ষা লাভ করতে পারবে। বিদ্যালয় ভবনটি নির্মাণ না হলে এলাকার ছেলে-মেয়েদের দূরের স্কুলে যেতে হত এটা একটা অনেক বড় অসুবিধা ছিল। ইতিপূর্বে একটি টিন শেড এবং একটি দোতলা ভবন ছিল যেটা দ্বারা সঠিক ভাবে ক্লাশ পরিচালিত হত না। এখানে অনেক ছেলে-মেয়েরা আসে যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়ার তেমন সুযোগ পাচ্ছিল না। বর্তমানে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় নিরক্ষরতা দূর হয়েছে। প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহার উপযোগীর জন্য সুপারিশ করেছেন।

কেস স্টাডি-১০ লাভলী; বয়স ৪৫ বছর

লাভলী। বয়স ৪৫ বছর। তিনি একজন চাকরিজীবী মহিলা। তিনি বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলার ষাট গম্বুজ ইউনিয়নের রনবিজয়পুর গ্রামের বাসিন্দা। নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তবে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ রুম এবং সে সঙ্গে ল্যাবে যথেষ্ট যন্তপাতির উপস্থিতি কামনা করেন। প্রকল্পের সার্বিক কাজের জন্য আপাততঃ সন্তুষ্ট তবে প্রকল্পের কার্যক্রম টেকসই করণে কতটুকু সফল তা আরও পরে বোঝা যাবে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। নতুন বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের ফলে বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষার মান বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির চাহিদা পূরণ হয়েছে। বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের পূর্বে গ্রুপ ক্লাশ নেয়ার সমস্যা ছিল। মান সম্মত ক্লাশ নেয়ার পরিবেশ ছিল না ফলে শিক্ষার্থী ভর্তির অনুকূলে ছিল না। অবকাঠামো অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। বিদ্যালয়টি সঠিক স্থানে নির্মিত হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন। নতুন অবকাঠামো নির্মাণের ফলে শিক্ষার মান বৃদ্ধি, নিরক্ষরতার হার কমবে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। এই প্রকল্প সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লাভলী জানান, যেহেতু নতুন প্রকল্পের কাজ সেক্ষেত্রে কোন চার্ট বা ডায়াগ্রাম আকারে কোনো সাইনবোর্ড বানানো নেই।

কেস স্টাডি-১১ মোঃ আবুল কাসেম; বয়স ৩৪ বছর

মোঃ আবুল কাসেম। বয়স ৩৪ বছর। বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার উজলকুড় ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামের একজন বাসিন্দা। তিনি পেশায় একজন চাকরিজীবী। তিনি মনে করেন বর্তমান সরকার শিক্ষামান উন্নয়ন করার জন্য "নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমুহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পে প্রতিষ্ঠানের ভৌতকাঠামো উন্নয়ন করছে। প্রকল্পের সার্বিক কাজের মান নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট। প্রকল্পের আওতায় কাজের মান অত্যান্ত সুন্দর এবং ভবনটিও বিদ্যালয়ের জন্য খুবই প্রয়োজন। যেহেতু বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনটি পরিত্যক্ত তাই এই ভবনটি শিক্ষার্থী, শিক্ষক, এলাকার অধিবাসী সবার জন্য উপকারী হয়েছে। এতে পাঠদান এবং শিক্ষার্থীদের জায়গা সংকুলান হয়েছে। উক্ত প্রকল্পটির আওতায় বিদ্যালয় ভবনটি নির্মাণ না হলে শিক্ষার্থীদের নিরাপদে শ্রেণিকক্ষে বসতে দেয়া যেত না ফলে পাঠদানে বিঘ্ন ঘটত বলে তিনি মনে করেন। বিদ্যালয় ভবনটি নির্মাণের পূর্বে বিদ্যালয়ের অবকাঠামোর অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। মোঃ আবুল কাসেম সাহেবের মতে বিদ্যালয়টি সঠিক স্থানে নির্মিত হয়েছে। তাঁর মতে এখানে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ পাবে এবং নিরক্ষরতার হার কমবে। তিনি মনে করেন এই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য খুবই সুন্দর, তবে ভবনটি সিসি ক্যামেরাযুক্ত এবং একটি হল রুমের প্রয়োজন ছিল।

কেস স্টাডি-১২ সেলিম আর দীন; বয়স ৩৯ বছর

সেলিম আর দীন একজন পল্লী চিকিৎসক তার বয়স ৩৯ বছর, তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার নিগলী উপজেলার দামপাড়া ইউনিয়নের বড়কান্দা গ্রামের অধিবাসী। তিনি জানেন সরকার "নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমুহের উন্নয়ন" এই প্রকল্পের অধীনে চার তলা ভবন নির্মাণ করছে। প্রকল্পের সার্বিক কাজের মান নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট। তিনি মনে করেন ভবন তৈরির সকল নির্মাণ সামগ্রী ভাল মানের উপাদান ব্যবহার হচ্ছে। চারতলা ভবন নির্মাণের ফলে ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়ার পাশাপাশি বন্যাসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। ভবনটি না হলে শুধু ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ক্ষতি হত তা নয়, বন্যার সময় এলাকার নিম্নবিত্ত শ্রেনির লোকজন উচুঁ কোনো স্থানে অবস্থান নিত। ভবনটি তৈরির আগে পুরাতন ভবনের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। বিদ্যালয়টি সঠিক স্থানে নির্মিত হচ্ছে। নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে-মেয়েরা উপযুক্ত লেখাপড়ার সুযোগ পাবে যার ফলে নিরক্ষতার হার কমবে। এ ধরনের প্রকল্প নিশ্চয় ভালো কিছু বয়ে আনবে সেই সংগে এতে প্রান্তিক পর্যায়ের লোকের উন্নয়ন হয়েছে।

কেস স্টাডি-১৩ সাদ্দাম সামির (কৃষক)

ফেনী জেলার সদর উপজেলার ফরহাদনগর ইউনিয়নের সুলতানপুর গ্রামের কৃষক সাদ্দাম সামির বয়স ৩০ বছর। সরকার "নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমুহের উন্নয়ন" এই প্রকল্পের অধীনে চার তলা ভবন নির্মাণ করছে, এ ব্যপারে তিনি অবগত আছেন। প্রকল্পের সার্বিক কাজের মান নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট। তিনি এখন মনে করেন তার এবং তার এলাকার ছেলে-মেয়েদের দূরের স্কুলে যেতে হয়েছে না। শিক্ষকগণ একটু মনোযোগ সহকারে পাঠদান করলে ছেলে-মেয়েরা ভালো করতে পারবে। ভবনটি তৈরি না হলে ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়ায় মনোযোগী হত না, সুন্দর পরিবেশ পেত না এবং শিক্ষার মান উন্নয়ন হত না ফলে নিরক্ষরতার হার কমতো না বলে তিনি মনে করেন। যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে-মেয়ে লেখাপড়ার তেমন সুযোগ পায় না তারা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছে। সাদ্দাম সামির কাছে এ প্রকল্পের কোন খারাপ দিক পরিলক্ষিত হয় নি।

৩.৯ স্থানীয় কর্মশালা

"নির্বচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমুহের উন্নয়ন" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য গত ৩০ এপ্রিল ২০২২ ইং তারিখে বেলা ১১:০০ ঘটিকায় সম্মেলন কক্ষ, রাজারহাট ডাকবাংলো, কুড়িগ্রাম এ স্থানীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এবং কর্মশালার উদ্বোধন করেন জনাব মুঃ শুকুর আলী, মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন জনাব সোনিয়া বিনতে তাবিব, পরিচালক (উপসচিব), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, জনাব জাহিদ ইকবাল সোহরাওয়ার্দী, উপজেলা চেয়ারম্যান, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম, জনাব মোঃ শাহজাহান আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম, জেলা শিক্ষা অফিসার জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান সরকার, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম। উক্ত কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন জনাব নুরে তাসনিম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ রাজিবুল ইসলাম, আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ, হাউজ অব কনসালটেন্টস লিমিটেড, জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান খান, স্ট্যাটিসটিশিয়ান, হাউজ অব কনসালটেন্টস লিমিটেড। এছাড়াও ফুঁলখাঁ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও হরিশ্বর তালুক উচ্চ বিদ্যালয় এর শিক্ষক, অভিভাবক, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ আলোচনায় অংশ নেন।

ছবিঃ ৩.৪ স্থানীয় কর্মশালা, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম

“নির্বচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমুহের উন্নয়ন” শীর্ষক চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করা হয়। স্থানীয় কর্মশালার মতামত নিয়ে আলোকপাত করা হলোঃ

- জেলা শিক্ষা অফিসার জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান সরকার (রাজারহাট, কুড়িগ্রাম) বলেন, এ ধরনের প্রকল্পের সাথে শিক্ষা অফিসারের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। কিন্তু প্রকল্পের সাথে শিক্ষা অফিসার যদি যুক্ত না থাকেন তাহলে এলাকার শিক্ষা ব্যবস্থার কোন বিষয়টি ভালো কোন বিষয়টি মন্দ এবং কোন্ বিদ্যালয়ের জন্য কী প্রয়োজন তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সঠিক মূল্যায়ন হয়েছে না।

- সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুর রশিদ (ফুলখাঁ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়) বলেন চার তলা বিদ্যালয় ভবনটির কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে, কাজের মানও ভাল এবং ওয়াশব্লকগুলো ভালো মানের, সে সাথে পানি সরবরাহ ঠিক আছে। তবে বিদ্যালয় ভবনের বারান্দায় কোন গ্রিল না থাকায় শির্ক্ষাথীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর থাকলে ভালো হয় এবং নিরাপত্তার জন্য সিসি ক্যামেরার কথা বলেছেন।

- ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য জনাব মোঃ আব্দুল বাতেন (ফুলখাঁ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়) মতামত দিয়েছেন, কাজের মান ভাল ছিল এবং নির্মাণ সামগ্রী ভালো মানের ছিল। তবে আসবাবপত্র এখনো সরবরাহ না হওয়ার ফলে আসন সংখ্যার সংকট থেকেই গেছে। অন্য একজন শিক্ষক জনাব আতাউর রহমান (ফুঁলখাঁ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়) মতামত দেন ভবনটি সঠিক জায়গায় নির্মিত হয়েছে এবং সকল কার্যক্রম সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়েছে তবে ভবনের কিছু জায়গায় প্লাস্টার ছুটে গেছে। তিনি সুপেয় পানির জন্য গভীর নলকূপের কথা উল্লেখ করেছেন এবং প্রায় সকলেই একই মতামত দিয়েছেন বারান্দার গ্রিল প্রয়োজন। অন্য একজন শিক্ষক নুকুল চন্দ্র রায় (ফুলখাঁ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়) মতামত দেন, সোলার সিস্টেম (অন গ্রীড) থাকার পরও তাদের বিদ্যুৎ বিল বেশি আসে । আরও একজন অভিভাবক উজ্জল কুমার সরকার ফুলখাঁ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মতামত দেন কাজের মান ভালো এবং এতে তারা খুশী, এখন শুধু পড়ালেখার মান বৃদ্ধি করা দরকার। মোঃ লিয়াকত হোসেন ফুঁলখাঁ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়-এর একজন ছাত্র মতামত দেন, স্কুলে চার তলা একাডেমিক ভবন নির্মিত হওয়ায় খুশী তবে আসবাপত্র সরবরাহ না করাই আগের মতই বসতে সমস্যা হচ্ছে।

- জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম শিক্ষক, হরিশ্বর তালুক উচ্চ বিদ্যালয়, তিনি মতামত দেন কাজের মান ভালো ছিল এবং ঠিকাদার কোম্পানী ভালো মানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করেছে। তারও একই মতামত বারান্দায় গ্রিল লাগানো এবং আসবাবপত্র দ্রুত সরবরাহ করা। জনাব নুরে আলম সিদ্দিকী অভিভাবক, হরিশ্বর তালুক উচ্চ বিদ্যালয় তিনি জানান, কাজের মান ভালো কিন্তু সীমানা প্রাচীর ও সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মোসাঃ নুশরাত জাহান (ছাত্রী) হরিশ্বর তালুক উচ্চ বিদ্যালয়, সে খুবই খুশী চার তলা ভবন নির্মাণের ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বাড়বে, একই সাথে ঝরে পড়া হ্রাস পাবে।

- সকলের মতামত গ্রহণের পর জনাব মোঃ শাহজান আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম আব্দুল্লাহ আল মামুন বাচ্চু ঠিকাদারের উপস্থিতিতে বলেন ভবনের এবং অন্যন্য যে সকল ত্রুটি আছে সেগুলো ঠিকাদার কোম্পানী মেরামত করেছে এবং করবে। তিনি আরও বলেন বিদ্যুৎ বিল কেন বেশি আসে তার সমাধান কী এবং সোলার সিস্টেম ব্যবহারের নিয়ম কী তা সকল প্রধান শিক্ষককে অবহিত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়
প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা

SWOT analysis হলো এমন একটি অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিশ্লেষণ যার মাধ্যমে প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ শক্তি ও দুর্বলতা এবং বাহ্যিক সুযোগ-সুবিধা ও ঝুঁকি কী কী তা খুঁজে বের করা হয়। প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করার জন্য অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শক্তির বিশ্লেষণ দরকার হয়। চলমান প্রকল্পের প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিম্নলিখিত SWOT Analysis তথা সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ ২x২ ম্যাট্রিক্স-আকারে তুলে ধরা হলো:

প্রকল্পের SWOT Analysis-এর সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

৪.১ সবল দিকসমূহ (Strengths)	***৪.২ দুর্বল দিকসমূহ (Weaknesses)***
✪ ৩০০০টি বেসরকারি বিদ্যালয়ে উন্নত অবকাঠামো নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহের ফলে দেশের গ্রামীণ জনপদেও শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ✪ দৃষ্টিনন্দন বিদ্যালয় ও উন্নত অবকাঠামোর ফলে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে পড়াশুনার গুণগতমানের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের এসব স্কুলে ভর্তি প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। ✪ প্রকল্পের ফলে দেশের প্রত্যন্ত বিদ্যালয়গুলোতে আসবাবপত্র সংকট দূর হবে; ✪ শিক্ষার ভৌগোলিক সমতা রক্ষার জন্য দেশের প্রতিটি অঞ্চলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলও উন্নত সুযোগ-সুবিধাসহ শিক্ষার আলো থেকে আর বাইরে থাকবে না। ✪ প্রকল্পের বিদ্যালয়গুলোতে পর্যাপ্ত সংখ্যক টয়লেট ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লক থাকায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ✪ প্রতিটি বিদ্যালয়ে ২কিলোওয়াট অনগ্রিড সোলার সিস্টেম স্থাপন করায় করায় বিদ্যালয়গুলোর বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে বড় ভূমিকা রাখবে। ✪ Disabled শিক্ষার্থীদের জন্য র‍্যাম্প, আলাদা টয়লেট প্রকল্পের কার্যক্রমে সংস্থান রাখায় সমাজের অবহেলিত একটি শ্রেণির পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।	✪ ২০১৮ সালে প্রকল্প শুরু হলেও প্রকল্পের অগ্রগতি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয় নি; ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বহুলাংশে ব্যাহত হয়েছে; ✪ ফিজিবিলিটি স্টাডিপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ না করায় সাইট নির্বাচন, বিদ্যালয় নির্বাচন, জমি সংক্রান্ত বিষয়াদি ইত্যাদি জটিলতায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ দীর্ঘায়িত হয়েছে/হচ্ছে; ✪ স্থানীয় তত্ত্বাবধান কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত না হওয়ায় প্রকল্পের নির্মাণ কাজ মনিটরিং সঠিকভাবে না হওয়া; ✪ নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ বিষয়ে ডিপিপিতে উল্লেখ থাকলেও পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করার বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা নেই; ✪ ৩১ শতাংশ বিদ্যালয় নির্মাণ শতভাগ শেষ হলেও বেশির ভাগ নির্মিত স্কুলে দ্রুততম সময়ে আসবাবপত্র সরবরাহ করার কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় নি; ✪ নন-প্রোটোটাইপ বিদ্যালয়ের বিষয়ে ডিপিপিতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকা; ফলে নকশা প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রতার কারণে নির্মাণ কাজ বিলম্বিত হওয়া; ✪ বিদ্যালয় নির্মাণ করলেও বিদ্যালয়ের প্রবেশের রাস্তা নিয়ে টেকসই কোনো সমাধানের বিষয়ে পরিকল্পনা করা হয় নি; ✪ প্রতিটি স্কুলে ২৬টি টয়লেট পরিলক্ষিত হয়েছে যা মফস্বল/প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোর আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনায় রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়বহুল বলে প্রতীয়মান হয়; ✪ পিএসসি সভায় বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর সকল প্রকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা (Safety Measure) নিশ্চিত করার বিষয়ে সুপারিশ করা হলেও বাস্তবায়নকারী

প্রকল্পের SWOT Analysis-এর সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা	
	সংস্থা কর্তৃক নিরাপত্তার বিষয়ে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।
৪.৩ সুযোগসমূহ (Opportunities) ✪ দেশে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলেও উন্নততর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ সৃষ্টি হবে; ✪ নিকটবর্তী আধুনিক সুবিধার বিদ্যালয় থাকায় বিদ্যালয় পর্যায়ে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার কমে যাবে; ✪ স্বাস্থ্যকর টয়লেট ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখায় নানাবিধ রোগবালাই থেকে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা মুক্ত থাকবে; ✪ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সুবিধা থাকায় সমাজের এক প্রকার বঞ্চিত এই শিক্ষার্থীরা এসব স্কুলে পড়াশুনার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ✪ শিক্ষার উন্নততর অবকাঠামো নিশ্চিত করায় প্রত্যন্ত অঞ্চলেও শিক্ষার হার বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।	***৪.৪ ঝুঁকিসমূহ (Threats)*** ✪ প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালের মধ্যে শেষ না হলে প্রকল্পের সময় বৃদ্ধিসহ ও ব্যয় বৃদ্ধির আশংকা রয়েছে; ✪ আসবাবপত্র দ্রুত সরবরাহ না করা হলে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা তথা প্রকল্পের উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হতে পারে; ✪ ভবন নির্মাণে ও কর্মকান্ডে গাছপালা কেটে ফেলা ও বিনষ্ট হওয়ায় নতুন করে গাছপালা না লাগালে পরিবেশ-প্রতিবেশের অবনমন ঘটার আশংকা রয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ

উপর্যুক্ত প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি তথ্য-উপাত্ত এবং ফলাফল বিশ্লেষণের পর পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

৫.১ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

সর্বশেষ অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৬৪৯০৫.২৮ লক্ষ টাকা। এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি যথাক্রমে ৬৫.২৭ শতাংশ ও ৭৬.০০ শতাংশ। প্রকল্পের কার্যক্রমের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রার (৮৫%-জুন/২০২২) তুলনায় প্রায় ১১ শতাংশ কম এবং প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদে (জুন, ২০২৩) কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে কিনা তা আসবাবপত্র সরবরাহ ও অন্যান্য ক্রয় প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের আসবাবপত্র সরবরাহের অগ্রগতি ৩.৩০ শতাংশ। প্রকল্পের ডিপিপিতে সংস্থান রয়েছে ৩০০০টি বিদ্যালয়ের এবং এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হলো ২৯৫২টি। তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, জমি অধিগ্রহণ জটিলতা, পাইলিং সংক্রান্ত জটিলতা, নন-প্রোটোটাইপ বিদ্যালয় নির্মাণে নকশা তৈরি জনিত দীর্ঘসূত্রতা, উপযুক্ত রাস্তা না থাকা জনিত কারণে প্রকল্পের কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে।

৫.২ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

চলমান প্রকল্পের Feasibility Study/ Baseline survey সম্পন্ন করা হয় নি। সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি, অক্টোবর ২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ৪.১ অনুযায়ী ২৫ কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলিত ব্যয় সম্পন্ন বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে আবশ্যিকভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা/যাচাই করতে বলা হয়েছে। চলমান এই প্রকল্পের সর্বশেষ অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৬৪৯০৫.২৮ লক্ষ টাকা। এ ধরনের একটি বৃহৎ প্রকল্প ফিজিবিলিটি স্টাডি ব্যতীত অনুমোদনের সুপারিশ করায় অন্যান্য বৃহৎ প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের সময় এ প্রকল্পটিকে একটি উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হতে পারে, যা বৃহৎ প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণে পরিপত্রের বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালনের বাধ্যবাধকতাকে নিরুৎসাহিত করার আশংকা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনে কিছুটা সময় লাগলেও তা সম্পাদনের পরই প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণ করা প্রয়োজন ছিল। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা না হওয়ায় জমি অধিগ্রহণ জটিলতা, নন-প্রোটোটাইপ বিদ্যালয় নির্মাণ করা, পাইলিং সংক্রান্ত জটিলতা, শিক্ষার্থী অনুপাত নির্ধারণ না করে প্রোটোটাইপ বিদ্যালয় নির্মাণে শ্রেণি কক্ষের সংখ্যা সঠিক সংখ্যক না হওয়া, নন-প্রোটোটাইপ বিদ্যালয় নির্মাণে নকশা তৈরি জনিত দীর্ঘসূত্রতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে ২০১৮ সালে ওয়ার্ক ওর্ডার পেয়ে ৮৫০-১২৪৮ দিন অতিবাহিত হলেও এপ্রিল/২০২২ সালেও একশ'র অধিক বিদ্যালয়ের অগ্রগতি শূন্য শতাংশ পরিলক্ষিত হয়।

৫.৩ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

ক্রয় কার্যক্রমের সার্বিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, প্রকল্পের কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ের প্যাকেজের কার্যাদেশ ২০১৮ ও ২০১৯ সালে দেওয়া হলেও মে/২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি শূন্য শতাংশ। ওয়ার্ক অর্ডার পাওয়ার পরও নানাবিধ কারণে ৫২৫-১২৪৮ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও কাজ শুরু করা সম্ভব হয় নি। কারণ হিসেবে জানা যায়, মালামাল এর দাম বৃদ্ধি জনিত কারণে ঠিকাদার কাজ শুরু করে নাই; এ সম্পর্কে জানা যায়, প্রথমবার টেস্ট পাইল লোড টেস্টে অকৃতকার্য হলে পুনরায় মাটি পরীক্ষা করে টেস্ট পাইলের নকশা নতুনভাবে সরবরাহ করা হয়। ফলে ইতোমধ্যে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির কারণে ঠিকাদার কাজটি শুরু করেনি। এছাড়া মাটি খারাপ হওয়ায় পরবর্তীতে পাইলের কাজের দরপত্র আহবান করা, প্রকল্প সাইটে যাতায়াত সমস্যা, নন-প্রোটোটাইপ বিল্ডিং নির্মাণ, জমি সংক্রান্ত জটিলতা ইত্যাদি। ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি OTM

হিসেবে উল্লেখ থাকলেও কয়েকটি বিদ্যালয়ের নির্মাণ প্যাকেজ LTM পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে যা পিপিআর-২০০৮ বিধিমালার ব্যত্যয় হয়েছে পরিলক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে প্রকল্প অফিস সূত্রে জানা যায়, দরপত্র প্রক্রিয়া বিশেষ প্রয়োজনে দ্রুত করার স্বার্থে বিভিন্ন সময়ে OTM এর পরিবর্তে LTM করা হয়েছে। দরপত্র LTM পদ্ধতিতে করার পূর্বে HOPE এর অনুমোদন নেয়া হয়েছে মর্মে জানা যায়। এছাড়া কয়েকটি বিদ্যালয় নির্মাণে একই ঠিকাদার (উদাহরণসরূপ, M/S. Shah Jabbaria Construction & Co., M/S ARAFIN ENTERPRISE, M/S Layla Builders) নিয়োগ পেয়েছেন যাদের প্রত্যেকটি প্যাকেজের কাজের অগ্রগতি শূন্য শতাংশ।

৫.৪ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

চলমান এ প্রকল্পের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট পাঁচটি (০৫) অডিট আপত্তি পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রকল্প অফিস সূত্রে জানা যায়, অডিট আপত্তিগুলো নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে মাঠ পর্যায়ে জবাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অডিট আপত্তিগুলো পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পের কার্যক্রমে অনিয়ম/ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়েছে এবং অডিট নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা রয়েছে। এছাড়া শুধুমাত্র ২০২০-২০২১ অর্থবছরের অডিট আপত্তি পরিলক্ষিত হয়; প্রকল্পের অন্য অর্থবছরের অডিট আপত্তি রয়েছে কিনা তা প্রকল্প অফিস কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয় নি। এছাড়া প্রকল্প অফিস থেকে মাঠ পর্যায়ে জবাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলা হলেও তা কতদিনে নিষ্পত্তির জন্য প্রদান করা হবে, বর্তমানে কী পর্যায়ে রয়েছে তার যথাযথ বিবরণী তুলে ধরা হয়নি।

৫.৫ প্রকল্পের এক্সিট প্লান সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

মূল ডিপিপি-র অনুচ্ছেদ ১৩.২ থেকে জানা যায়, বিদ্যালয় ভবনগুলো নির্মাণের পর প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট নির্মিত ভবন হস্তান্তর করা হয়েছে/হবে। ভবনের পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ উৎস থেকে প্রদান করা হবে এবং সরকারের নিয়মিত রাজস্ব বাজেট থেকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হবে এবং এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিদ্যমান জনবল কাঠামো থেকে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হবে। প্রকল্পের Exit Plan পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ডিপিপিতে 'ভবনের পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ উৎস থেকে এবং সরকারের নিয়মিত রাজস্ব বাজেট থেকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হবে' বলা হলেও তা কীভাবে প্রদান করা হবে, কী পরিমাণ বরাদ্দ দেওয়া হবে, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো তথ্য সংযোজন করা হয় নি। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মনে করে, প্রকল্পের টেকসইকরণে প্রকল্প শেষে এর রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত একটি সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ও বছরভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণের কর্মপরিকল্পনা ডিপিপিতে সংযোজন করা দরকার। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ওয়াশব্লকের যে কোনো সমস্যার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা শিক্ষা অফিস/উপজেলা প্রকৌশলী (ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক হেলথ) এর সঙ্গে একটি যোগাযোগ বিবেচনা করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের পরিকল্পনায় রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কার্যক্রমে একটি ফান্ড রেখে সেখান থেকে ওয়াশব্লক চালু রাখার জন্য ছোট খাটো যন্ত্রাংশ (যেমন, পানির কল, বেসিন ইত্যাদি) ক্রয় ও মেরামত, ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রাংশ (যেমন, টিউবলাইট, বাল্ব, ফ্যান ইত্যাদি) ক্রয় ও মেরামত, ফায়ার সেফটি টুলস, সোলার সিস্টেম ইত্যাদি মেরামত করা যাবে। ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক হেলথ-কে এ প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত করা গেলে ওয়াশব্লক নির্মাণের পর কোনো সমস্যা দেখা দিলে (যেমন, টাইলস, পাম্প, ট্যাংক, বিদ্যুৎ লাইন এবং নির্মাণ সংক্রান্ত) সংশ্লিষ্ট উপজেলার ডিপিএইচ এর প্রকৌশলীকে লিখিতভাবে অবহিত করার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। তারা সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং এজন্য বিদ্যালয়কে কোনো ব্যয় বহন করতে হবে না। এ বিষয়ে কোনো সমস্যা দেখা দিলে উপজেলা শিক্ষা অফিসার/জেলা শিক্ষা অফিসার স্থানীয়ভাবে সমাধান করার ব্যবস্থা নিতে পারেন কিংবা সাথে সাথে অধিদপ্তরকে অবহিত করা যেতে পারে।

৫.৬ আসবাবপত্র, স্যানিটারি ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

মূল ডিপিপি অনুযায়ী জুন/২০২১-এর মধ্যে (অর্থবছর: ২০১৭-১৮: ০.২০%, অর্থবছর: ২০১৮-১৯: ৩২.২৫%, অর্থবছর: ২০১৯-২০: ৩২.২৫%, অর্থবছর: ২০২০-২১: ৩৫.৩০%) সকল স্কুলে আসবাবপত্র সরবরাহের বিষয়ে বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখ থাকলেও এপ্রিল/২০২২ পর্যন্ত আসবাবপত্র সরবরাহে অগ্রগতি মাত্র ৩.৩০ %। এ বিষয়ে প্রকল্প

পরিচালক হতে জানা যায়, ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ০৪/০৬ তলা ভবনের আসবাবপত্র সংরক্ষণে জটিলতার সৃষ্টি হয় বিধায় যে সকল প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ ৬০%-১০০% হয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহের অনুমোদন দেয়া হয়। সে হিসেবে ১১/০৮/২০২১ খ্রিঃ ২২০০ প্রতিষ্ঠানে এবং ১৭/০১/২২ খ্রিঃ ৩০০ প্রতিষ্ঠানসহ মোট ২৫০০ প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ কাজের দরপত্র আহবানের জন্য পত্র দেয়া হয়। সেই মোতাবেক মে/২০২২ পর্যন্ত ১৫৮৭ প্রতিষ্ঠানের দরপত্র অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ১৩৭টি প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৯১৩টি প্রতিষ্ঠানে দরপত্র প্রক্রিয়াধীন আছে। সরেজমিন পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ৩১% বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ ১০০ ভাগ সমাপ্ত করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কোনো বিদ্যালয় ৬ মাস পূর্বে হস্তান্তর করলেও সেসব বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয় নি। ফলে আসবাবপত্র না থাকায় বিদ্যালয় নির্মাণের উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যাহত হয়েছে পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া সরেজমিন পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সরবরাহকৃত আসবাবপত্র, স্যানিটারি ও ইলেকট্রনিক সামগ্রীর গুণগতমান বজায় রাখা সম্ভব হয় নি। প্রকল্পের ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ডের সময়সীমা শেষ হওয়ার পূর্বেই অনেক সরঞ্জাম বিনষ্ট হয়েছে।

৫.৭ বিদ্যালয় নির্বাচন, সয়েল টেস্ট ও সাইট সংক্রান্ত

বিদ্যালয় নির্বাচনে ডিপিপি অনুযায়ী সরকারি কোনো বিদ্যালয় এই প্রকল্পের আওতায় পর্যবসিত হবে না। পাশাপাশি, অন্য প্রকল্পের আওতায় অতীতে বিল্ডিং তৈরি হয়ে থাকলেও ঐ বিদ্যালয়কে বাদ দেওয়ার বিষয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু সরেজমিন পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সিঙ্গাইর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ২০১৮ সালে সরকারি ঘোষণা করা হয়েছে এবং ঐ বিদ্যালয়ে ২০১৩-২০১৫ সালে অন্য প্রকল্পের আওতায় একটি বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে। এরপরও অত্র বিদ্যালয়ে চলমান প্রকল্পের আওতায় ২০২০ সালে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় যার নির্মাণ কাজ শতভাগ সমাপ্ত হয়েছে। ডিপিপি প্রণয়নের সময় স্কুলের শিক্ষার্থীর অনুপাতে শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা বিবেচনায় বিদ্যালয় নির্বাচন করা দরকার ছিল। মে/২০২২ পর্যন্ত মোট ১০৩টি বিদ্যালয়ের অগ্রগতি শূন্য শতাংশ। ঢাকা মেট্রোর ডেমরাতে অবস্থিত সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ ও বাওয়ানী উচ্চ বিদ্যালয়-এর ক্ষেত্রে অগ্রগতি শূন্য শতাংশ। অগ্রগতি না হওয়ার কারণ হিসেবে সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ-এর ক্ষেত্রে জানা যায় বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য জায়গার সংস্থান নেই। অন্যদিকে বাউয়ানী উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জানা যায় এটি দুইবার প্রকল্পভুক্ত হয়েছে যা প্রতিস্থাপন হবে। বাস্তব অগ্রগতি না হলেও ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ ও বাওয়ানী উচ্চ বিদ্যালয়-এর ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২৩৭.৫১ লক্ষ টাকা ও ২৭৯.৭৯ লক্ষ্ টাকা । এছাড়া খুলনার ডুমুরিয়ার পল্লীশ্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি সয়েল টেস্টের মাধ্যমে সঠিক জায়গায় নির্মিত না হওয়ায় ৮০ শতাংশ নির্মাণ হওয়ার পর একদিকে হেলে পড়ে। বিদ্যালয় নির্মাণের পূর্বে সয়েল টেস্ট ও পাইলিং বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

৫.৮ নিরাপদ পানি সরবরাহ ও ডিজেবল শিক্ষার্থী সংক্রান্ত

ডিপিপি অনুযায়ী নিরাপদ পানি সরবরাহের বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও কোনো সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন নেই কীভাবে পানিকে নিরাপদ বিবেচনা করা হবে। সরেজমিন পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, অনেক বিদ্যালয়ের সাবমারসিবল পাম্প থেকে সরবরাহকৃত পানিতে আয়রন (উদাহরণস্বরূপ, কুড়িগ্রাম) ও আর্সেনিক (উদাহরণস্বরূপ মানিকগঞ্জ) এর উপস্থিতি রয়েছে। বাস্তবায়নকারী সংস্থার তদারককারী কর্মকর্তার মতে, পানি পরীক্ষা করার বিষয়ে তাদের কোনো নির্দেশনা নেই। প্রধান শিক্ষকদের মতে, অনিরাপদ পানি পানের কোনো সুযোগ নেই। তারা বিকল্প উপায়ে খাবার পানির ব্যবস্থা করছে/করবে। এক্ষেত্রে ওয়াটার ফিল্টারও ব্যবহার করা যেতে পারে। সরেজমিন দেখা যায়, যে ডিজাইন অনুসরণ করে ডিজেবল শিক্ষার্থীর জন্য র‍্যাম্প ও টয়লেট তৈরি করা হয়েছে তা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোন ডিজাইন নয়। প্রবেশের দরজা ঢালু করা হয় নি, টয়লেট ও বেসিনে আলাদাভাবে ভর দেওয়ার জন্য সাইড হাতল দেওয়া হয় নি। ফলে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য এসব টয়লেটের কার্যকর ব্যবহার অনেকটাই অনিশ্চিত। তাই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (Disable) শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তৈরিকৃত র‍্যাম্প ও টয়লেটের জন্য স্বীকৃত ডিজাইন অনুসরণ করা দরকার; যাতে সত্যিকার অর্থেই র‍্যাম্প ও টয়লেট ব্যবহার করার মাধ্যমে সমাজের অবহেলিত এই কোমলমতি শিক্ষার্থীরা উপকৃত হয়।

৫.৯ প্রোটোটাইপ ও নন-প্রোটোটাইপ বিল্ডিং

ডিপিপি প্রণয়নের সময় নন-প্রোটোটাইপ বিল্ডিং তৈরিতে সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনার বিষয়ে উল্লেখ করা হয় নি। ফলে জমি সংক্রান্ত জটিলতা, মাটির গুণাগুণ ইত্যাদি কারণে অনেক বিদ্যালয়ের নন-প্রোটোটাইপ বিদ্যালয় নির্মাণের বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু নকশা প্রণয়নে দেরীর ফলে বিদ্যালয় নির্মাণের কার্যাদেশ দেওয়ার পর তিন বছর অতিক্রম করলেও বাস্তব অগ্রগতি শূন্য শতাংশ। দ্রুত নন-প্রোটোটাইপ বিদ্যালয়ের নকশা প্রস্তুতের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করা দরকার। এছাড়া প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই ভিন্ন ভিন্ন মাপকাঠি বিবেচনায় নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রোটোটাইপ নকশা বিবেচনায় রাখা দরকার। এতে নকশাজনিত সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী দ্রুততার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

৫.১০ প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত

প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প পরিচালক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ প্রকল্পে এ পর্যন্ত মোট তিন (৩) জন প্রকল্প পরিচালক নিয়োজিত হয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের পরিচালক ঘন ঘন পরিবর্তনের সুযোগ নেই। বিশেষ প্রয়োজন হলে পরিকল্পনামন্ত্রীর নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের কমিটির অনুমোদন নিতে হয়। কারণ প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বদলি এডিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা তৈরি করে। পিডি'র পরিবর্তনে যে দক্ষতা ও জ্ঞান চলে যায় তা বদল করা যায় না। একজন নতুন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেওয়া হলে তার আবার শিখতে শিখতেই অনেকটা সময় চলে যায়। এতে পুরো ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়ে। প্রকল্প পরিচালকের ঘন ঘন পরিবর্তনে প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করা দূরুহ হয়ে পড়ে যা চলমান এই প্রকল্পের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়।

৫.১১ পিএসসি, পিআইসি ও এলএসসি সংক্রান্ত

প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী প্রতি তিন মাস অন্তর পিএসসি এবং ১ মাস অন্তর পিআইসি ও এলএসসি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান থাকলেও বাস্তবে দেখা যায় গত চার বছরে সর্বমোট ৮টি পিএসসি ও ৬টি পিআইসি এবং গড়ে ৩-৪টি এলএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ করে বিদ্যালয় নির্মাণে ব্যবহার্য উপাদানের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে প্রধান শিক্ষক, বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে সম্পৃক্ত করে গঠিত এলএসসি সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত না হওয়ায় প্রকল্পের নির্মাণ কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করা অনেকাংশে সম্ভব হয়নি; যা সরেজমিন পর্যবেক্ষণে পরিলক্ষিত হয়েছে। এসব সভা নিয়মিত না অনুষ্ঠিত হওয়ায় প্রকল্পের তদারকি ব্যবস্থায় ঘাটতি রয়ে গেছে। ফলে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্তি ব্যাহত হয়েছে।

৫.১২ নতুন বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ/নিরাপত্তা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

বিদ্যালয় বিল্ডিংগুলোর নিচ তলার বারান্দাতে গ্রিলের ব্যবস্থা করলেও দু-তলা থেকে উপরের তলাগুলোতে তা সংযোজন করা হয় নি। কিন্তু উপকারভোগী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে সকল তলার বারান্দায় গ্রিল লাগানোর বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। অভিভাবক ও শিক্ষকদের মতে, শিক্ষার্থীরা বিপদজনকভাবে বারান্দার নিচু করে ঘেরা উন্মুক্ত দেয়ালে বসে থাকে, লাফালাফি করে। এতে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এছাড়াও তাঁদের মতে, রাতের বেলা স্থানীয় বখাটে ছেলেরা নিচ তলার গ্রিল বেয়ে দু-তলাতে প্রবেশ করে নানারকম অপকর্ম করে। বেশ কিছু বিদ্যালয়ের সরঞ্জামাদি চুরির বিষয়েও জানা যায়। তাই তাঁরা মনে করেন, বারান্দায় গ্রিল, বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি ও সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা করলে বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা সুদৃঢ় হবে। এছাড়া সরেজমিনে দেখা যায়, হস্তান্তর করা কয়েকটি স্কুলে ফায়ার ফাইটার সরঞ্জাম লক্ষ্য করা যায় নি। এ বিষয়ে পিএসসি সভায় বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর সকল প্রকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা (Safety Measure) নিশ্চিত করার বিষয়ে সুপারিশ করা হলেও বাস্তবায়নকারী সংস্থা নিরাপত্তার বিষয়ে বাস্তবসম্মত কোনো পদক্ষেপ নেয় নি পরিলক্ষিত হয়।

৫.১৩ সোলার প্যানেল/সিস্টেম সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রতিটি স্কুলে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ২Kw অন-গ্রিড/গ্রিড-টাই সোলার প্যানেল/সিস্টেম সরবরাহ করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। শতভাগ সম্পন্ন স্কুলে ইতোমধ্যে সোলার সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। অনগ্রিড সোলার সিস্টেমে কোনো রকমের ব্যাটারি ব্যবহার করা হয় না। সোলার প্যানেল কে ইনভার্টারের মাধ্যমে সরাসরি বিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক সংযোগের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এটি ইলেকট্রিক বিল কম করতে সাহায্য করবে বলে জানা গিয়েছে। যখন ইলেকট্রিসিটি থাকবে তখন সোলার থেকে আগত ইলেকট্রিক শক্তি বিভিন্ন যন্ত্রাংশকে চালিত করতে সাহায্য করবে। বিদ্যুৎ চলে গেলে এই সোলার বিদ্যুৎ প্রদান করবে না। সোলার সিস্টেমের ওয়ারেন্টি/গ্যারেন্টি বিষয়ে জানা যায়, এক বছরের জন্য সরবরাহকৃত কোম্পানি এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিবে। এতে বছর শেষে সোলার সিস্টেমের রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ সুনির্দিষ্ট কোনো টেকসই পরিকল্পনা দেখা যায় নি। ইতোমধ্যে অনেক বিদ্যালয়ের সে সময় প্রায় অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং অনেক স্কুলে সোলার সিস্টেম বন্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে। কারণ হিসেবে শিক্ষকেরা বলেন, চতুর্থ তলার সিঁড়িতে এটি স্থাপন করায় নিয়মিত বন্ধ/চালু করতে যেতে হয়। কোনো কারণে ভুলে গেলে তাঁদের ভাষ্যমতে বিদ্যুৎ খরচ চলতেই থাকে। এতে মাসিক বিদ্যুৎ খরচ কমার বদলে উল্টো বেড়ে যায়। তাই অনেক স্কুলে সোলার সিস্টেম বন্ধ পাওয়া গেছে। এ জন্য সোলার প্যানেলের টেকনিক্যাল/ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে যথাযথভাবে/হাতেকলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

৫.১৪ বিদ্যালয়ে প্রবেশের রাস্তা ও পরিবেশ-প্রতিবেশ সংক্রান্ত

সার্বিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, জমি সংক্রান্ত জটিলতা কিংবা সাইট সিলেকশনে গুরুত্ব না দেওয়ায় বিদ্যালয় পর্যন্ত পৌঁছানো বেশ ক্ষটসাধ্য, বিশেষ করে বর্ষাকালে। মফস্বল এলাকায় অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রবেশের রাস্তা মাটির ও নিচু হওয়ায় শিক্ষার্থীদের বর্ষাকালে বিদ্যালয়ে প্রবেশে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়া নির্মাণ কাজ চলাকালীন সংশ্লিষ্ট এলাকার গাছপালা কর্তন বা বিনষ্ট হওয়ার ফলে পরিবেশ-প্রতিবেশের অবনমন পরিলক্ষিত হয়েছে। সুতরাং বিদ্যালয় প্রবেশের রাস্তা সংস্কার বা পাকা করা ও বিদ্যালয়ের চারপাশে গাছপালা লাগানোর কার্যক্রম নেয়া দরকার।

৫.১৫ প্রকল্পে আইএমইডি কর্তৃক পূর্বে প্রণীত সুপারিশ পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক ২৬/০২/২০২০ তারিখে পরিদর্শনপূর্বক কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়। সুপারিশগুলো প্রতিপালন হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, দাপা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধিদের জন্য নির্মিত র‍্যাম্প হতে বিদ্যালয়ের প্রবেশের পথ নির্মাণ করার প্রয়োজন বলে মত দেয়া হয়। এ বিষয়ে প্রকল্প অফিস সূত্রে জানা যায়, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজ অর্থায়নে উক্ত ভবনের নিচতলায় গ্রিল ও রেলিং করার সময় র‍্যাম থেকে ভবনের প্রবেশের পথ রাখেনি। আইএমইডি'র পরামর্শ মোতাবেক বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান র‍্যাম থেকে ভবনের প্রবেশের ব্যবস্থা করছে। এছাড়া আইএমইডি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়, উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের নির্মিত ভবনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রদত্ত বরাদ্দ সঠিকভাবে ব্যয় করা হচ্ছে কিনা তা মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে, যা প্রতিপালন করা হচ্ছে বলে জানা যায়। ফতুল্লা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে ডিপ/জয়েন্ট পাইলিং-এর জন্য নকশা প্রক্রিয়াকরণপূর্বক দ্রুত প্রকল্প সাইটে প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে বলা হয়, যা বাস্তবায়ন হয়েছে মর্মে জানা যায়। প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি বিদ্যালয়ে সাইট অফিস খোলা ও নিয়মিত তদারকির অংশ হিসেবে সাইট বুক সংরক্ষণ করার বিষয়ে বলা হয়, যা বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রতিপালন করা হয়েছে মর্মে জানা গেলেও সরেজমিন পরিদর্শনে এর ব্যত্যয় হয়েছে পরিলক্ষিত হয়। এ প্রকল্পের পিএসসি এবং পিআইসি সভা অনুষ্ঠান কম অর্থাৎ মাত্র ৩টি পিএসসি ও ২টি পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ায় প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট নয় বলে উল্লেখ করা হয় এবং নিয়মিত এসব সভা অনুষ্ঠানের জন্য তাগিদ দেওয়া হয়; তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ সুপারিশ প্রতিপালনে ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়েছে (অনু. ৫.১১)। নারায়ণগঞ্জ জেলায় ০৪টি বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের কোন জায়গা না থাকায় বিদ্যালয়গুলোর বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বলা হয়। প্রকল্প অফিস সূত্রে জানা যায়, নারায়ণগঞ্জ জেলায় উক্ত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর জায়গা সংক্রান্ত জটিলতার সমাধান হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
সুপারিশ ও উপসংহার

৬.১ সুপারিশসমূহ

ক) প্রকল্পের অবশিষ্ট ২৪ শতাংশ কাজ নির্ধারিত সময় জুন/২০২৩-এর মধ্যে শেষ করতে হলে একটি সময়ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। *(অনুচ্ছেদ ৫.১)*

খ) এ প্রকল্পে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ০৫টি অডিট আপত্তির যথাসম্ভব দ্রুত নিষ্পত্তির মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রমকে বেগবান করা যেতে পারে। *(অনুচ্ছেদ ৫.৪)*

গ) প্রকল্পের টেকসইকরণে প্রকল্প শেষে এর রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত একটি সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ও বছরভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণের কর্মপরিকল্পনা বা এক্সিট প্লান সংশোধিত ডিপিপিতে সংযোজন করা যেতে পারে। অর্থাৎ বৈদ্যুতিক ও স্যানিটারি সরঞ্জামাদি এবং টয়লেট ব্লকের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাৎসরিক ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের সংস্থান রাখা যেতে পারে। *(অনুচ্ছেদ ৫.৫)*

ঘ) শ্রেণিকক্ষ কার্যকরভাবে ব্যবহার ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য পূরণে বিদ্যালয় নির্মাণ সমাপ্তির সাথে সাথেই আসবাবপত্র সরবরাহ করা দরকার। *(অনুচ্ছেদ ৫.৬)*

ঙ) কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে বিদ্যালয় নির্মাণে ঠিকাদারের সাথে চুক্তির ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ডের সময়সীমা বাড়ানো যেতে পারে। পাশাপাশি নির্মাণ কাজ টেকসইকরণের জন্য ঠিকাদারের জামানতের টাকা ফেরত দেওয়ার পূর্বে স্টেকহোল্ডার ও উপকারভোগীদের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। *(অনুচ্ছেদ ৫.৬)*

চ) ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা নিরূপণ ও বিদ্যালয় নির্বাচন করা যেতে পারে। *(অনুচ্ছেদ ৫.৭)*

ছ) কোমলমতি শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে প্রতিটি বিদ্যালয়ের সাবমারসিবল পাম্পের উত্তোলিত পানি পরীক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা যেতে পারে। *(অনুচ্ছেদ ৫.৮)*

জ) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (Disable) শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তৈরিকৃত র‍্যাম্প ও টয়লেটের জন্য স্বীকৃত ডিজাইন অনুসরণ করা যেতে পারে। *(অনুচ্ছেদ ৫.৮)*

ঝ) দ্রুত নন-প্রোটোটাইপ বিদ্যালয়ের নকশা প্রস্তুতের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে। এছাড়া ভবিষ্যৎ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই ভিন্ন ভিন্ন মাপকাঠি বিবেচনায় নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রোটোটাইপ নকশা বিবেচনা করা যেতে পারে। *(অনুচ্ছেদ ৫.৯)*

ঞ) বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম যথাসময়ে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পিএসসি ও পিআইসি সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত করা যেতে পারে। *(অনুচ্ছেদ ৫.১০)*

ট) বিদ্যালয় নির্মাণে ব্যবহার্য উপাদানের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে প্রধান শিক্ষক, বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে সম্পৃক্ত করে গঠিত এলএসসি সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত করার মাধ্যমে বিদ্যালয় নির্মাণের মনিটরিং ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। *(অনুচ্ছেদ ৫.১০)*

ঠ) বিদ্যালয়ের তথা শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সকল বিদ্যালয়ে ফায়ার সেফটি টুলস সরবরাহ ও বিদ্যালয়ের উপরের অন্যান্য তলার বারান্দায় গ্রিলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। *(অনুচ্ছেদ ৫.১১)*

ড) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য সোলার সিস্টেমের সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। *(অনুচ্ছেদ ৫.১২)*

ঢ) বিদ্যালয়গুলোতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সহজভাবে চলাচলের জন্য প্রবেশ রাস্তা নির্মাণ ও ক্ষেত্র বিশেষে পাকা করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। *(অনুচ্ছেদ ৫.১৩)*

ণ) প্রকল্পের সাইট সিলেকশনের ক্ষেত্রে আরো অধিক গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে এবং প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শেষে পরিবেশ-প্রতিবেশের উন্নতি কল্পে ফলজ/বনজ গাছপালা লাগানো যেতে পারে। *(অনুচ্ছেদ ৫.১৩)*

ত) সম্ভাব্যতা সমীক্ষা না হওয়ায় জমি অধিগ্রহণ জটিলতা, নন-প্রোটোটাইপ বিদ্যালয় নির্মাণ করা, পাইলিং সংক্রান্ত জটিলতা, শিক্ষার্থী অনুপাত নির্ধারণ না করে প্রোটোটাইপ বিদ্যালয় নির্মাণে শ্রেণি কক্ষের সংখ্যা সঠিক সংখ্যক না হওয়া, নন-প্রোটোটাইপ বিদ্যালয় নির্মাণে নকশা তৈরি জনিত দীর্ঘসূত্রতা ইত্যাদি কারণে ২০১৮ সালে কার্যাদেশ পেয়ে ৮৫০-১২৪৮ দিন অতিবাহিত হলেও মে/২০২২ সালেও একশ'র অধিক বিদ্যালয়ের অগ্রগতি শূন্য শতাংশ; এ প্রেক্ষিতে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনে কিছুটা সময় লাগলেও তা সম্পাদনের পরই প্রকল্প গ্রহণ করা দরকার। *(অনুচ্ছেদ ৫.২)*

৬.২ উপসংহার

"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সমগ্র দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমে গতিশীলতা আসবে। এই প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট যে অবকাঠামোগত বৈষম্য ছিল তার বহুলাংশে লাঘব করা সম্ভব হবে। এছাড়া উপকূলীয়, নদী ভাঙ্গান, হাওর ও পাহাড়ী এলাকায় যেখানে অবকাঠামোর অভাবে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে, চলমান প্রকল্প সম্পন্ন হলে ভৌগোলিক এই বৈষম্যও দূর করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি গ্রামীণ অঞ্চলে শিক্ষা অবকাঠামো ও অন্যান্য কার্যক্রম বেগবানের ফলে একটি সুশিক্ষিত প্রজন্মের মেধা বিকাশের সুযোগ ব্যাপকভাবে সৃষ্টি হবে।

<u>তথ্যপুঞ্জি</u>

১. "*নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন*" ডিপিপি, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ২০১৮

২. Wayne W. Daniel, Chad L. Cross (2013). *Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences.* 10th edition. Wiley.

৩. *https://www.risingbd.com/bangladesh/news/44980*

*****

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা
"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন"
প্রকল্পের উপকারভোগীদের মতামত প্রাপ্তির লক্ষ্যে সমীক্ষার প্রশ্নমালা

আইডি নং- | | | | |

আমরা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর পক্ষ থেকে মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষার উদ্দেশ্যে এসেছি। আপনারা জানেন, **"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন"** শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
প্রকল্পটির উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা কিংবা কোনোরূপ ত্রুটি বা সমস্যা আছে কিনা সমীক্ষায় তা গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে যাতে ভবিষ্যতে এইরূপ প্রকল্প আরো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা যায়। আপনার দেওয়া তথ্য কেবলমাত্র এ সমীক্ষার প্রতিবেদন তৈরিতে ব্যবহার করা হবে এবং আপনার পরিচয় গোপন রাখা হবে। এই সমীক্ষা থেকে কেউ ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তবে সার্বিকভাবে সকলের কল্যাণ হবে।

সমীক্ষা কাজে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

১. উত্তরদাতার সাধারণ পরিচিতি			
১.১	উত্তরদাতার নাম:		
১.২	আপনার বয়স কত?	..... বছর	
১.৩	লিঙ্গ:	[কোড: ১ = মহিলা; ২ = পুরুষ;]	
১.৪	আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা	[কোডঃ ১=পঞ্চম শ্রেণি; ২= ষষ্ঠ শ্রেণি; ৩= সপ্তম শ্রেণি; ৪= অষ্টম শ্রেণি; ৫= নবম শ্রেণি; ৬= দশম শ্রেণি; ৭=এইচএসসি; ৮= স্নাতক/তদূর্ধ্ব	
১.৫	অভিভাবকের মোবাইল নম্বর:	+৮৮-	
১.৬	গ্রাম/পাড়া:		
১.৭	ইউনিয়ন/ওয়ার্ড:		
১.৮	উপজেলা:		
১.৯	জেলা:		
১.১০	উপকারভোগীর পরিচয়:	১= বর্তমান শিক্ষার্থী; ২= অভিভাবক; ৩= স্কুল ম্যানেজিং কমিটি; ৪= জনপ্রতিনিধি;	

২. প্রকল্পের ভৌত ও অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কিত তথ্যাদি (সকল ক্যাটেগরির স্কুলের জন্য) [উত্তরের ডানপাশে টিক চিহ্ন দিন অথবা কোড নাম্বারটি লিখুন]			
২.১	নতুন স্কুল বিল্ডিং নির্মাণের আগে কী ধরনের স্থাপনা ছিল আপনাদের স্কুলে? (একাধিক উত্তর হতে পারে)	১= মাটির ঘরের কক্ষ	
		২= টিনের ঘরের কক্ষ	
		৩= সেমি পাকা বিল্ডিং	
		৪= পাকা ঘরের বিল্ডিং	
২.২	বর্তমান ভৌত অবকাঠামো তথা স্কুল বিল্ডিং নির্মাণের আগে কী কী অসুবিধা ছিল বলে আপনি মনে করেন? [একাধিক উত্তর হতে পারে]	১= পর্যাপ্ত শ্রেণি কক্ষ ছিল না	
		২= স্বাস্থ্যকর টয়লেট নেই	
		৩= আসবাবপত্র সংকট আছে	
		৪= ঝুঁকিপূর্ণ স্কুল ভবন ছিল	
২.৩	নতুন ভৌত অবকাঠামো তথা স্কুল বিল্ডিং নির্মাণের ফলে কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা আপনারা পাবেন বলে মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)	১= দূরবর্তী স্কুলে না গিয়ে এই স্কুলেই ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করতে পারবে	
		২= শিক্ষার গুণগত মান বাড়বে	
		৩= আসবাবপত্র সংকট দূর হবে	
		৪= স্থানীয় অনেক ছেলেমেয়ে নতুন করে মাধ্যমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হবে	
		৫ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ...	
২.৪	আপনি কি মনে করেন নতুন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ফলে আপনি পরবর্তী শিক্ষাস্তরে (এইচএসসি) যেতে অধিক উৎসাহী হবেন?	১= হ্যাঁ	
		২= না	
২.৫	আপনি কি মনে করেন স্কুলের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে এলাকায় বেকার সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখবে?	১= হ্যাঁ	
		২= না	
২.৬	বর্তমানের চলমান স্কুল ভবন নির্মাণ প্রকল্পের কাজে কি আপনি সন্তুষ্ট?	১= হ্যাঁ	
		২= না	
২.৬.১	উত্তর 'না' হলে, কেন সন্তুষ্ট নয়? (একাধিক উত্তর হতে পারে)	১= কাজের গুণগত মান খারাপ	
		২= সঠিক জায়গায় স্কুল ভবন নির্মাণ হচ্ছে না	
		৩= কাজের গতি খুবই ধীর	
		৪= কাজে পরিবেশ-প্রতিবেশের ক্ষতিসাধন	
		৫= কর্তৃপক্ষের নজরদারীর অভাব	
		৬= (অন্যান্য যদি থাকে)	
২.৭	আপনাদের নতুন স্কুল ভবনের জন্য কী আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে?	১= হ্যাঁ	
		২= না	
২.৮	আপনি কী মনে করেন নয়া স্কুল ভবন স্থানীয় নিরক্ষরতা দূরীকরণে ভুমিকা রাখবে?	১= হ্যাঁ	
		২= না	
২.৯	আপনি কী মনে করেন নয়া স্কুল স্বাস্থ্যকর স্যানিটারি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে ভুমিকা রাখবে?	১= হ্যাঁ	
		২= না	
২.১০	নির্মাণাধীন ভবনের সাইটে 'নির্মাণ বিবরণী' লেখা সম্বলিত সাইনবোর্ড রয়েছে/দেখেছেন কিনা?	১= হ্যাঁ	
		২= না	

৩. শুধুমাত্র উপকূলীয় অঞ্চলের উপকারভোগীর জন্য প্রশ্নমালা			
৩.১	আপনি কি মনে করেন নয়া স্কুল ভবন দুর্যোগকালীন সময়ে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখবে?	১= হ্যাঁ	
		২= না	
৩.১.১	উত্তর 'না' হলে কেন ভূমিকা রাখবে না বলে মনে করেন?		
৩.২	প্রকল্পের নির্মিত/নির্মানাধীন স্কুল থেকে কত কিলোমিটারের মধ্যে বর্তমানে আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে?	১= ১ কিলোমিটারের মধ্যে	
		২= ১ থেকে ২ কিলোমিটারের মধ্যে	
		৩= ২ থেকে ৩ কিলোমিটারের মধ্যে	
		৪= ৩ থেকে ৪ কিলোমিটারের মধ্যে	
		৪= ৪ কিলোমিটারের অধিক	
৩.৩	আপনি কি মনে করেন নয়া স্কুল ভবনটি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য সঠিক উচ্চতায় ও সঠিক জায়গায় নির্মাণ করা হচ্ছে?	১= হ্যাঁ	
		২= না	
৩.৩.১	উত্তর 'না' হলে কেন তা মনে করেন?		
৪. শুধুমাত্র পাহাড়ী অঞ্চলের উপকারভোগীর জন্য প্রশ্নমালা			
৪.১	আপনি কি মনে করেন নয়া স্কুল ভবন পাহাড়ী অঞ্চলের জন্য টেকসই উপায়ে তৈরি হচ্ছে?	১= হ্যাঁ	
		২= না	
৪.১.১	উত্তর 'না' হলে কেন টেকসই উপায়ে তৈরি হচ্ছে না বলে মনে করেন?		
৪.২	আপনি কি মনে করেন নয়া স্কুল ভবনে পৌঁছানোর জন্য উপযুক্ত রাস্তা রয়েছে?	১= হ্যাঁ	
		২= না	
৪.২.১	উত্তর 'না' হলে এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য তুলে ধরুন।		
৫. শুধুমাত্র বন্যাপ্রবণ, নদী ভাঙ্গন, হাওড় এলাকার উপকারভোগীর জন্য প্রশ্নমালা			
৫.১	আপনি কি মনে করেন নতুন স্কুল ভবনটি সঠিক জায়গায় নির্মাণ করা হচ্ছে?	১= হ্যাঁ	
		২= না	
৫.১.১	উত্তর 'না' হলে কেন সঠিক জায়গায় নির্মাণ হচ্ছে না বলে মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)	১= নদী/খাল/হাওড় এর পাড়ে নির্মাণ করা হচ্ছে	
		২= ভবিষ্যতে নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে	
		৩= ভবনে পৌঁছানোর জন্য সুবিধাজনক রাস্তার অভাব	
৫.২	আপনি কি মনে করেন নতুন স্কুল ভবন বন্যার পানি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে?	১= হ্যাঁ	
		২= না	
৫.২.১	উত্তর 'না' হলে কেন বন্যার পানি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে না বলে মনে করেন?		
৬. SWOT এনালাইসিস ও প্রকল্প টেকসইকরণ			
৬.১	প্রকল্পের কাজের তিনটি ভালো/শক্তিশালী দিক উল্লেখ করুন।	১. ২. ৩.	

৬.২	প্রকল্পের কাজের তিনটি দুর্বল/ত্রুটির দিক উল্লেখ করুন।	১. ২. ৩.
৬.৩	প্রকল্পের কোন ধরনের ঝুঁকি থাকলে তা উল্লেখ করুন।	১. ২. ৩.
৬.৪	প্রকল্পের ফলে কী কী ধরনের সুবিধা পাওয়া যেতে পারে?	১. ২. ৩.
৬.৫	প্রকল্পটিকে টেকসই ও অধিক কার্যকরী করতে আপনার কোন মতামত আছে কিনা?	১= হ্যাঁ ২= না
৬.৬	উত্তর হ্যাঁ হলে তা তুলে ধরুন...	

১. তথ্য সংগ্রহকারীর নামঃ	স্বাক্ষরঃ
মোবাইল নম্বরঃ	তারিখঃ
২. সুপারভাইজারের নামঃ	স্বাক্ষরঃ
মোবাইল নম্বরঃ	তারিখঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা
"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন"
ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) গাইডলাইন

আসসালামু আলাইকুম।

আমরা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর পক্ষ থেকে মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষার উদ্দেশ্যে এসেছি। আপনারা জানেন, **"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন"** শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
প্রকল্পটির উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা কিংবা কোনোরূপ ত্রুটি বা সমস্যা আছে কিনা সমীক্ষায় তা গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে যাতে ভবিষ্যতে এইরূপ প্রকল্প আরো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা যায়। আপনার দেওয়া তথ্য কেবলমাত্র এ সমীক্ষার প্রতিবেদন তৈরিতে ব্যবহার করা হবে এবং আপনার পরিচয় গোপন রাখা হবে। এই সমীক্ষা থেকে কেউ ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তবে সার্বিকভাবে সকলের কল্যাণ হবে।

ফোকাস গ্রুপ আলোচনার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহের নির্দেশিকা			
তারিখ:		**আলোচনার স্থান:**	
গ্রাম:		**ইউনিয়ন/ওয়ার্ড/টাউন:**	
উপজেলা:		**জেলা:**	
সংগঠকের নাম:		**সহায়তাকারীর নাম:**	
তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:		**অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা:**	

১	**"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন" প্রকল্প কার্যক্রম বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ**
১.১	"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন" সম্পর্কে আপনারা কী জানেন?
১.২	এ প্রকল্পটি গ্রহণ করার পূর্বে স্কুল অবকাঠামোর অবস্থা সম্পর্কে বলুন।

১.৩	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ কীভাবে চলমান এ প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়েছে? এ প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কীভাবে চলছে?
১.৪	চলমান এ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ও কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে আপনারা কী জানেন বলুন?
১.৫	স্কুল ভবন নির্মাণ কাজের মান নিয়ে আপনারা কি সন্তুষ্ট? না হলে কেন নয়?
১.৬	প্রকল্পটির বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতি আশানুরূপ না হয়ে থাকলে তার কারণ কী বলে আপনি মনে করেন?
১.৭	সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পের সমস্ত কাজ সমাপ্ত করতে চাইলে কী পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আপনার মনে হয়?
১.৮	আপনার দৃষ্টিতে চলমান এই প্রকল্পের স্কুল ভবন নির্মাণ কাজের স্থান/সাইট নির্বাচন সঠিক ছিল কিনা? হ্যাঁ কিংবা না হলে তার কারণ উল্লেখ করুন।
১.৯	প্রকল্প সমাপ্তের পরে এ থেকে কতটুকু সাফল্য আশা করেন?
১.১০	স্কুল ভবন নির্মাণের ফলে আপনারা বা অন্য কেউ কোনভাবে কী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন/হচ্ছেন/হবেন? হলে বিস্তারিত উল্লেখ করুন?
২.	**প্রকল্পের সবল, দুর্বল, ঝুঁকি ও পরামর্শ সংক্রান্ত তথ্যাদি**
২.১	প্রকল্পের কাজের দুটি ভালো/সবল দিকগুলো সম্পর্কে বলুন।
২.২	প্রকল্পের কাজের দুটি দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে বলুন।
২.৩	প্রকল্পের কাজের দুটি ঝুঁকির দিক থাকলে সেগুলো সম্পর্কে বলুন।

২.৪	আপনাদের কোনো বিষয়ে পরামর্শ থাকলে তা প্রদান করুন।

ক্রমিক নং	**অংশগ্রহণকারী নাম ও পেশা**	**মোবাইল নম্বর**	**শিক্ষাগত যোগ্যতা**	**স্বাক্ষর**
১				
২				
৩				
৪				
৫				
৬				
৭				
৮				
৯				
১০				
১১				
১২				
(বি.দ্র. এফজিডির একটি ছবি নিন)				

১। আলোচনা পরিচালনাকারী:	স্বাক্ষর:
মোবাইল নম্বর:	
২। সঞ্চালনকারী:	স্বাক্ষর:
মোবাইল নম্বর:	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন"

চেকলিস্ট-১: কেআইআই (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়)

আসসালামু আলাইকুম, স্যার।

আমি (.....)। **"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন"** শীর্ষক প্রকল্পটির উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা কিংবা কোনোরূপ ত্রুটি বা সমস্যা আছে কিনা সমীক্ষায় তা গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে যাতে ভবিষ্যতে এইরূপ প্রকল্প আরো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা যায়। আপনার দেওয়া তথ্য কেবলমাত্র এ সমীক্ষার প্রতিবেদন তৈরিতে ব্যবহার করা হবে।

সমীক্ষা কাজে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

ক. উত্তরদাতার পরিচয়		
১	উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর:	
২	মন্ত্রণালয়/বিভাগ:	
৩	পদবি:	
৪	ফোন নম্বর:	

১. সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	
১.১	বাংলাদেশ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে **"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন"** শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনি অবগত আছেন কি?
১.২	এই প্রকল্প শিক্ষার মানোন্নয়নে কী ধরনের ভূমিকা রাখবে বলে আপনি মনে করছেন?
১.৩	এই প্রকল্পকে আরো কার্যকর ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য কি করা যেত?

১. সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	
১.৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো যথাযথভাবে পূরণের জন্য আর কোন কোন উপায়ে অধিক সক্রিয় করা যেতে পারে?
১.৫	প্রকল্পটিকে টেকসইকরণ করতে চাইলে কী ধরনের পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে বলে মনে করেন?

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:	
মোবাইল নম্বর:	
স্বাক্ষর:	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা
"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন"
চেকলিস্ট-২: কেআইআই (প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রকল্প সাইটে কর্মরত কর্মকর্তা)

প্রকল্পটি যাতে সুষ্ঠুভাবে যথাযথ সময়ে সমাপ্ত হয়, কাজের গুণগত মান বজায় থাকে এবং প্রকল্প সংলগ্ন এলাকার পরিবেশ, প্রতিবেশ তথা জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে সে জন্য আইএমইডি কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে এই প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

উত্তরদাতার পরিচয়		
১	উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর:	
২	ফোন নম্বর:	
৩	অবস্থান:	

১. প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা		
১.১	প্রকল্পে পদবি:	
১.২	প্রকল্পে যোগদানের তারিখ:	
১.৩	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল কিনা? [কোডঃ ১= হ্যাঁ; ২=না;] উত্তর হ্যাঁ হলে তা বিস্তারিত তুলে ধরুন।	
১.৪	প্রকল্পে মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংখ্যা কত? (টেবিল আকারে নাম ও পদবিসহ প্রদান করুন)	
১.৫	বর্তমানে সব পদে জনবল আছে কি না?	
১.৫.১	যদি না থাকে তবে কেন নেই?	

১. প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা		
১.৬	বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কি না?	
১.৭	প্রকল্পটি কোন কোন সমস্যার কারণে নেওয়া হয়েছে বলে মনে করেন?	
১.৭.১	সেই সমস্যাগুলো কতটুকু যৌক্তিক?	
১.৮	প্রকল্পের মনিটরিং কার্যক্রম কীভাবে চলছে তা উল্লেখ করুন?	
১.৯	প্রকল্পের স্কুল নির্বাচনে বিলম্ব ও কাজের ধীর গতির কারণ কী? প্রকল্পের কার্যক্রম ডিপিপি অনুযায়ী কেন হচ্ছে না, কেন সময় বৃদ্ধি পেয়েছে তার কারণগুলো উল্লেখ করুন?	
১.১০	প্রকল্পটির বেইজলাইন জরিপ আছে কিনা? থাকলে তা বিস্তারিত তুলে ধরুন।	
১.১১	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ছিল কিনা? না থাকলে, কেন নেই তা বিস্তারিত তুলে ধরুন।	
১.১২	প্রকল্পের টেকনিক্যাল ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হচ্ছে কিনা? যদি 'না' হয় তবে কেন হচ্ছে না তা বিস্তারিত তুলে ধরুন? ল্যাব পরীক্ষার সরঞ্জামাদি Specification অনুযায়ী ক্রয় করা হয়েছে কিনা; উক্ত যন্ত্রপাতিসমূহের Stock Register Maintain করা হয় কিনা; সরঞ্জামাদি গ্রহণের জন্য Receiving Committee ছিল কিনা?	
১.১৩	DPP প্রণয়নের সময় ডিজাইন পরিদপ্তর অথবা কোনো বিশেষজ্ঞের সাথে আলোচনা করে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে স্কুল, লবণাক্ত এলাকার স্কুল ও নদী ভাঙ্গন, হাওড় এলাকার স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা? হলে বিস্তারিত লিখুন/বলুন।	

১. প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	
১.১৪	প্রকল্পের Resource Mobilization কোন সমস্যা আছে কিনা? উত্তর 'হ্যাঁ' হলে বিস্তারিত তুলে ধরুন।
১.১৫	প্রকল্পটির এক্সিট প্লান আছে কিনা? থাকলে উল্লেখ করুন।
১.১৬	যদি এক্সিট প্লান না থাকে তবে কেন নেই?
১.১৭	প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ ২০২৩ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে কিনা? যদি সম্পন্ন না হয় তবে কেন হবে না এবং কত দিন বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে?
১.১৮	প্রকল্পের বরাদ্দ সঠিকসময়ে ও যথাযথ পাওয়া যাচ্ছে কিনা? যদি না পাওয়া যায় তবে তার কারণগুলো কী কী?
১.১৯	আপনার প্রকল্পটি বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং হয় কিনা? হ্যাঁ/ না মনিটরিং হয়ে থাকলে প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম ও পরিদর্শনের তারিখ বলুন।
১.২০	প্রকল্প আসবাবপত্র সংগ্রহে দেরী হচ্ছে কিনা? হলে, কেন হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করুন?
১.২১	আসবাবপত্র সরবরাহ সমস্যা সমাধানে কী কী পদক্ষেপ নিয়েছেন বা করণীয় কী বলে মনে করেন?
১.২২	ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করেছে কিনা? হ্যাঁ/ না উত্তর না হলে এক্ষেত্রে আপনার পর্যবেক্ষণ জানান।
১.২৩	এই প্রকল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ ও মালামাল এর গুণগত মান কেমন ছিল? (কিছু উপকরণ ও যন্ত্রাংশের টেস্ট রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করে দেখা হবে)

১. প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	
১.২৪	আলোচ্য প্রকল্পের জন্য বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত আছে কিনা? থাকলে বিস্তারিত লিখুন। (পরামর্শক কর্তৃক প্রকল্পের শুরু থেকে সবগুলো কর্ম-পরিকল্পনা পর্যবেক্ষেণ করা হবে)
১.২৫	বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজগুলোর অগ্রগতি হচ্ছে কিনা? হ্যাঁ/ না না হয়ে থাকলে কারনসহ বিস্তারিত লিখুন।
১.২৬	প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য একজন প্রকল্প পরিচালক(পিডি) নিয়োগ করা হয়ে থাকে, এই প্রকল্প পরিচালক পূর্ণকালীন বা খন্ডকালীন বা মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই বদলি জনিত কারণে প্রকল্পের কোন ধরনের ক্ষতি হতে পারে বলে মনে করেন? এ সম্পর্কে আপনার সুপারিশ তুলে ধরুন।
১.২৭	প্রকল্পের ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট হয়েছে কিনা? উত্তর ‘হ্যাঁ’ হয়ে থাকলে অডিটের বিস্তারিত তুলে ধরুন। উত্তর ‘না’ হয়ে থাকলে কেন হয় নি তার কারণ বিস্তারিত তুলে ধরুন। (অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি বিস্তারিত লিখুন)
১.২৮	বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি অনুমোদিত ডিপিপি’র কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী হচ্ছে কী? না হলে তা কেন হচ্ছে না? বিস্তারিত তুলে ধরুন।
১.২৯	প্রকল্পের ৬৮টি প্রতিষ্ঠানে জরিপ ও দরপত্র কার্যক্রম কেন এখনও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে তা বিস্তারিত তুলে ধরুন?
১.৩০	প্রকল্পের ক্যাটেগরি-৭ (নদী-ভাঙ্গন এলাকা) কেন বাদ দেয়া হয়েছে তা বিস্তারিত তুলে ধরুন?
১.৩১	এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়নে ভৌগোলিক সমতা কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছে তা তুলে ধরুন?
১.৩২	আপনার দৃষ্টিতে প্রকল্পের সবল দিকগুলো কি কি?
১.৩৩	আপনার দৃষ্টিতে প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলো কি?
১.৩৪	আপনার দৃষ্টিতে প্রকল্পের ঝুঁকি আছে কি? থাকলে উল্লেখ করুন

১. প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	
১.৩৫	আপনার দৃষ্টিতে প্রকল্পের সুযোগ আছে কি? থাকলে উল্লেখ করুন।
১.৩৬	প্রকল্পের সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই করার লক্ষ্যে কোনো পদক্ষেপ আছে কিনা? হ্যাঁ/ না যদি থাকে তবে সংযুক্তি হিসাবে প্রদান করুণ --- ---
১.৩৭	এ প্রকল্প বাস্তবায়নে কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে কিনা? থাকলে তা কীভাবে সমাধান করছেন?
১.৩৮	কোনো সুপারিশ বা মতামত থাকলে তুলে ধরুন?

উত্তরদাতার পরিচয়		
১	উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর:	
২	ফোন নম্বর:	
৩	অবস্থান:	

২. প্রকল্প সাইটে কর্মরত কর্মকর্তা	
২.১	প্রকল্পে আপনার মূল দায়িত্ব কী?
২.২	প্রকল্প কাজের সার্বিক আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি সম্পর্কে বলুন।
২.৩	আপনি কি মনে করেন বাকি মেয়াদে প্রকল্পটি যথাযথভাবে সমাপ্ত হবে? যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হলে কী কী করতে হবে?
২.৪	স্কুল নির্মাণের স্থান সঠিক ছিল কিনা? এতে কোনো প্রকার সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন কিনা।
২.৫	স্কুল ভবন নির্মাণ কাজ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে আপনি কীভাবে মনিটর করছেন?

২. প্রকল্প সাইটে কর্মরত কর্মকর্তা	
২.৬	স্কুল ভবন নির্মাণের ফলে পরিবেশ-প্রতিবেশের কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন হচ্ছে কিনা তা তুলে ধরুন।
২.৭	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গুণগত মানের ব্যত্যয় ঘটলে কী কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন? .....
২.৮	ডিপিপিতে প্রদত্ত শ্রেণিকক্ষ, টয়লেট ব্লক, সিঁড়ি, স্যানিটারি কাজ, পাঠাগার ইত্যাদির সংখ্যা কমানো/বাড়ানো হয়েছে কিনা? উত্তর 'হ্যাঁ' হয়ে থাকলে তার কারণ বিস্তারিত লিখুন।

	নিম্নের ছক অনুসারে প্রকল্পের প্রধানতম অঙ্গসমূহের উপর আপনার মন্তব্য প্রদান করুন				
ক্রমিক	প্রকল্পের অঙ্গসমূহ	কাজের পরিমাণ	কী পরিমাণ ও কত শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে?	আশানুরূপ অগ্রগতি না হলে তার কারণ	করণীয়
৩.১	স্কুল ভবন নির্মাণ				
৩.২	আসবাবপত্র সংগ্রহ				

৩. নতুন ভবন সংক্রান্ত প্রশ্ন				
৩.১	শেণিকক্ষের সংখ্যা কয়টা?	:		
৩.১.১	৯টি শ্রেণিকক্ষের কম/বেশি থাকলে তার কারণ কী? (শুধুমাত্র ক্যাটেগরি-২ এ ১৫টি শ্রেণিকক্ষ)			
৩.২	পাঠাগার রয়েছে কিনা		১= আছে; ২= নেই;	
৩.২.১	না থাকলে কেন নেই?			
৩.৩	গার্লস কমনরুম রয়েছে কিনা		১= আছে; ২= নেই;	

৩.৩.১	না থাকলে কেন নেই?			
৩.৪	প্রধান শিক্ষক/সহকারী শিক্ষকদের কক্ষ রয়েছে কিনা		১= আছে; ২= নেই;	
৩.৪.১	না থাকলে কেন নেই?			
৩.৫	টয়লেট ব্লক রয়েছে কিনা		১= আছে; ২= নেই;	
৩.৫.১	না থাকলে কেন নেই?			
৩.৬	কো-এডুকেশন (ছাত্র-ছাত্রী)-এর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন টয়লেট ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে কিনা		১= আছে; ২= নেই;	
৩.৬.১	না নির্মাণ করা হলে কেন হয় নি?			
৩.৭	অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা রয়েছে/হয়েছে কিনা	:	১= আছে; ২= নেই;	
৩.৭.১	না থাকলে কেন নেই?			
২.৮	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা রয়েছে কিনা	:	১= আছে; ২= নেই;	
২.৮.১	না থাকলে কেন নেই?	:		

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:--------
স্বাক্ষর:----------
মোবাইল নম্বর:-----

উত্তরদাতার আইডি নং- | | | | |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন"

চেকলিস্ট-১: কেআইআই (মাধ্যমিক উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা)

"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অর্থায়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় একটি চলমান প্রকল্প। প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে সর্বশেষ অগ্রগতির পাশাপাশি মূল উপাদানগুলির বাস্তবায়ন পরিস্থিতি এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলি অর্জন সম্পর্কে জানার জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) একটি পৃথক পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত করেছে।

"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটির উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা কিংবা কোনোরূপ ত্রুটি বা সমস্যা আছে কিনা সমীক্ষায় তা গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে যাতে ভবিষ্যতে এইরূপ প্রকল্প আরো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা যায়। আপনার দেওয়া তথ্য কেবলমাত্র এ সমীক্ষার প্রতিবেদন তৈরিতে ব্যবহার করা হবে।

সমীক্ষা কাজে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

ক. উত্তরদাতার পরিচয়		
১	উত্তরদাতার নাম ও পদবিঃ	
২	স্বাক্ষর:	
৩	ফোন নম্বর:	

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:	
মোবাইল নম্বর:	
স্বাক্ষর:	

১. মাধ্যমিক উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	
১.১	বাংলাদেশ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে **"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন"** শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্প সম্পর্কে আপনি কী জানেন? আপনার কী ধরনের ভূমিকা রয়েছে এ প্রকল্পের সাথে?
১.২	বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে এ প্রকল্পের ভূমিকা কেমন বলে মনে করেন?
১.৩	প্রকল্পের ভবন নির্মাণের জন্য স্কুল নির্বাচন কী যথাযথ হয়েছে? না হলে কেন হয় নি বলে মনে করেন?
১.৪	মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে শ্রেণি কক্ষ সংকট মোকাবেলায় কোন কোন স্কুলে ভবন নির্মাণ করা জরুরি এ বিষয়ে আপনার কী কোনো ধরনের ভূমিকা ছিল?
১.৫	প্রকল্পটিকে টেকসইকরণ করতে চাইলে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে মনে করেন?
১.৬	আপনার কোনো পরামর্শ ও অভিযোগ থাকলে তা বিস্তারিত বলুন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন"

চেকলিস্ট-৩: কেআইআই (প্রকল্প সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক)

আসসালামু আলাইকুম, স্যার।

"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অর্থায়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় একটি চলমান প্রকল্প। প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে সর্বশেষ অগ্রগতির পাশাপাশি মূল উপাদানগুলির বাস্তবায়ন পরিস্থিতি এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলি অর্জন সম্পর্কে জানার জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) একটি পৃথক পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত করেছে।

"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটির উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা কিংবা কোনোরূপ ত্রুটি বা সমস্যা আছে কিনা সমীক্ষায় তা গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে যাতে ভবিষ্যতে এইরূপ প্রকল্প আরো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা যায়। আপনার দেওয়া তথ্য কেবলমাত্র এ সমীক্ষার প্রতিবেদন তৈরিতে ব্যবহার করা হবে।

সমীক্ষা কাজে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

ক. উত্তরদাতার পরিচয়		
১.১	উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর:	
১.২	পদবি:	
১.৩	মোবাইল নম্বর:	
১.৪	ই-মেইল:	
১.৫	অবস্থান:	

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:-
স্বাক্ষর:-
মোবাইল নম্বর:

১. সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক	
১.১	বাংলাদেশ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে **"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন"** শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। আপনার কী ধরনের ভূমিকা রয়েছে এ প্রকল্পের সাথে?
১.২	বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে এ প্রকল্পের ভূমিকা কেমন বলে মনে করেন?
১.৩	প্রকল্পের ভবন নির্মাণের জন্য স্কুলের সাইট/জায়গা নির্বাচন কী যথাযথ হয়েছে? না হলে কেন হয় নি বলে মনে করেন?
১.৪	স্কুল ভবনটি নির্মাণের ফলে কী শ্রেণি কক্ষ সংকটসহ অন্যান্য শিক্ষাসংক্রান্ত উপকরণের মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে?
১.৫	আপনি কী মনে করেন স্কুল ভবন নির্মাণ হলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা স্কুলে বাড়বে? বিস্তারিত লিখুন।
১.৬	প্রকল্পটিকে টেকসইকরণ করতে চাইলে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে মনে করেন?
১.৭	আপনার কোনো পরামর্শ ও অভিযোগ থাকলে তা বিস্তারিত বলুন।

২ : স্কুলের সাধারণ তথ্য (প্রধান শিক্ষক থেকে সংগ্রহ করতে হবে)				
২.১	স্কুলের নাম	:		
২.২	ইআইআইএন	:		
২.৩	মোট শিক্ষক সংখ্যা কত?	:		
২.৪	স্কুলের আয়তন	:		
২.৫	মোট ভবন ও কক্ষ সংখ্যা কত?	:	পুরাতন:- মোট ভবনঃ.....টি কক্ষ সংখ্যাঃ.....টি	
২.৬	পুরাতন ভবনের ধরন	:	১= কাঁচা ২= টিনের ৩= সেমি পাকা	

			৪= পাকা	
২.৭	মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	:	ছাত্র সংখ্যাঃ	
		:	ছাত্রী সংখ্যাঃ	
৩. নতুন ভবন সংক্রান্ত প্রশ্ন				
৩.১	শেণিকক্ষের সংখ্যা কয়টা?	:		
৩.১.১	৯টি শ্রেণিকক্ষের কম/বেশি থাকলে তার কারণ কী? (শুধুমাত্র ক্যাটেগরি-২ এ ১৫টি শ্রেণিকক্ষ)	:		
৩.২	পাঠাগার রয়েছে কিনা	:	১= আছে; ২= নেই;	
৩.২.১	না থাকলে কেন নেই?	:		
৩.৩	গার্লস কমনরুম রয়েছে কিনা	:	১= আছে; ২= নেই;	
৩.৩.১	না থাকলে কেন নেই?	:		
৩.৪	প্রধান শিক্ষক/সহকারী শিক্ষকদের কক্ষ রয়েছে কিনা	:	১= আছে; ২= নেই;	
৩.৪.১	না থাকলে কেন নেই?	:		
৩.৫	টয়লেট ব্লক রয়েছে কিনা	:	১= আছে; ২= নেই;	
৩.৫.১	না থাকলে কেন নেই?	:		
৩.৬	কো-এডুকেশন (ছাত্র-ছাত্রী)-এর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন টয়লেট ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে কিনা	:	১= আছে; ২= নেই;	
৩.৬.১	না নির্মাণ করা হলে কেন হয় নি?	:		
৩.৭	অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা রয়েছে/হয়েছে কিনা	:	১= আছে; ২= নেই;	
৩.৭.১	না থাকলে কেন নেই?	:		
২.৮	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা রয়েছে কিনা	:	১= আছে; ২= নেই;	
২.৮.১	না থাকলে কেন নেই?	:		

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা
"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন"
কেস স্টাডির প্রশ্নমালা

১.উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাদি			
১.১	উত্তরদাতার নাম:		
১.২	বয়স:	……বছর	
১.৩	উত্তরদাতার মোবাইল নং:		
১.৪	এনআইডি নং:		
১.৫	গ্রাম/পাড়াঃ		
১.৬	ইউনিয়ন/ওয়ার্ডঃ		
১.৭	উপজেলাঃ		
১.৮	জেলাঃ		
১.৯	মাসিক আয়ঃ		
১.১০	কয়জন সন্তান স্কুলে পড়ছেঃ	……জন	
১.১১	উত্তরদাতার লিঙ্গ:	[কোড: ১= মহিলা, ২=পুরুষ]	
১.১২	উত্তরদাতার পেশা:	[কোডঃ পেশা: ১=কৃষি; ২=চাকরি; ৩=ব্যবসা; ৪=দিনমজুর; ৫=মৎস্যচাষ, ৬=জেলে, ৭= লঞ্চ/নৌকা চালক, ৮= মৌসুমী ব্যবসায়ী, ৯=ছাত্র, ১০= যানচালক; ১১=কুটির শিল্পের কারিগর; ১২=ক্ষুদ্র উদ্যোগতা; ১৩=অন্যান্য (যদি থাকে) উল্লেখ করুন;]	
২.প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত			
২.১	আপনি "নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন" সম্পর্কে কী জানেন?		

২.২	প্রকল্পের সার্বিক কাজের মান নিয়ে কি আপনি সন্তুষ্ট? হ্যাঁ হলে, কেন? .....। না হলে, কেন নয়? .....।
২.৩	স্কুল নির্মাণের ফলে আপনি কীভাবে উপকৃত/লাভবান হবেন বলে মনে করেন? না হলে কেন হবে না?
২.৪	স্কুল ভবনটি নির্মাণ না হলে আপনি কী ধরনের অসুবিধায় পড়তে হত মনে করেন? বিস্তারিত বলুন।
২.৫	স্কুল ভবনটি নির্মাণ করার পূর্বে স্কুলের অবকাঠামোর অবস্থা কেমন ছিল?
২.৬	আপনি কী মনে করেন স্কুল ভবনটি সঠিক জায়গায় নির্মাণ করা হচ্ছে? না হলে কেন হচ্ছে না বলে মনে করেন?
২.৭	আপনি কী মনে করেন এতে এলাকার নিম্নবিত্ত মানুষের শিক্ষাদীক্ষার মানের উন্নতি সাধন হবে? নিরক্ষতার হার কমে যাবে কিংবা এলাকায় কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন?
২.৮	এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনার ভালো দিক, মন্দ দিক ও সুপারিশসমূহ কী কী? বিস্তারিত বলুন দয়া করে।

অংশগ্রহণের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:	স্বাক্ষর:
মোবাইল নাম্বার:	তারিখ:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

"নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন"

সরেজমিন পরিদর্শন চেকলিস্ট

সাইটের নাম:	
উপজেলার নাম:	
জেলার নাম:	
অঙ্গভিত্তিক কাজের নাম:	

ক্রমিক	সরেজমিন পরিদর্শন	বর্তমান অবস্থা
১.১	কাজের বর্তমান অবস্থাঃ ১=সমাপ্ত; ২=চলমান	
১.২	কাজের গুণগত মানঃ ১=ভালো; ২=গ্রহণযোগ্য; ৩=ভালো নয়	
১.৩	সাইট অর্ডার বই রয়েছে কিনা	
১.৪	নির্মাণ কাজ সম্পাদনের সময় অনুমোদিত ডিজাইন এর কোন ব্যত্যয় ঘটেছে কিনা।	
১.৫	কাজের পূর্ণ বিবরণসহ সাইনবোর্ড রয়েছে কিনা	**১= আছে; ২= নেই;**
১.৬	নির্মাণ সামগ্রী টেস্ট করা হয়েছে কিনা (Lab Test ক্রস-চেক করা হবে) ১। ব্রিক ২। মোটা বালু	

ক্রমিক	সরেজমিন পরিদর্শন	বর্তমান অবস্থা
	৩। সিমেন্ট ৪। এমএস রড ৫। কংক্রিট পরীক্ষা ৬। পানির গুণাগুণ পরীক্ষা ৭। অন্যান্য (যদি থাকে)	

৩. নতুন ভবন সংক্রান্ত প্রশ্ন

৩.১	শেণিকক্ষের সংখ্যা কয়টা?	:		
৩.১.১	৯টি শ্রেণিকক্ষের কম/বেশি থাকলে তার কারণ কী? (শুধুমাত্র ক্যাটেগরি-২ এ ১৫টি শ্রেণিকক্ষ)	:		
৩.২	পাঠাগার রয়েছে কিনা	:	১= আছে; ২= নেই;	
৩.২.১	থাকলে কেমন দেখেছেন মন্তব্য লিখুন...			
৩.৩	গার্লস কমনরুম রয়েছে কিনা	:	১= আছে; ২= নেই;	
৩.৩.১	থাকলে কেমন দেখেছেন মন্তব্য লিখুন...			
৩.৪	প্রধান শিক্ষক/সহকারী শিক্ষকদের কক্ষ রয়েছে কিনা	:	১= আছে; ২= নেই;	
৩.৪.১	থাকলে কেমন দেখেছেন মন্তব্য লিখুন...			
৩.৫	টয়লেট/ওয়াশ ব্লক রয়েছে কিনা	:	১= আছে; ২= নেই;	
৩.৫.১	থাকলে কেমন দেখেছেন মন্তব্য লিখুন...			
৩.৬	কো-এডুকেশন (ছাত্র-ছাত্রী)-এর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন টয়লেট ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে কিনা	:	১= আছে; ২= নেই;	
৩.৬.১	থাকলে কেমন দেখেছেন মন্তব্য লিখুন...			
৩.৭	অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা রয়েছে/হয়েছে কিনা	:	১= আছে; ২= নেই;	
৩.৭.১	থাকলে কেমন দেখেছেন মন্তব্য লিখুন...			
২.৮	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা রয়েছে কিনা	:	১= আছে; ২= নেই;	

২.৮.১	থাকলে কেমন দেখেছেন মন্তব্য লিখুন...			

	নিম্নের ছক অনুসারে প্রকল্পের প্রধানতম অঙ্গসমূহের উপর আপনার মন্তব্য প্রদান করুন	
প্রকল্পের অঙ্গসমূহ	কাজের পরিমাণ	কী পরিমাণ ও কত শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে?
স্কুল ভবন নির্মাণ কাজ		
আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ		

***** প্রকল্প সাইটের বিস্তারিত ছবি তুলে আনুন।**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬

শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

বাংলাদেশ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর বাস্তবায়িত "নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট

(প্রতিটি ক্রয় প্যাকেজের জন্য আলাদা চেকলিস্ট ব্যবহার করতে হবে)

পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলি

উত্তরদাতার পরিচয়		
১	উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর:	
২	পদবি:	
৩	ফোন নম্বর:	
৪	অবস্থান:	

প্যাকেজের নামঃ
(প্রতিটি প্যাকেজের জন্য একটি করে ফরম পূরণ করুন)

ক্রমিক	**বিবরণ**	
১- দরপত্র আহবান সংক্রান্ত		
১.১	প্যাকেজ/দরপত্র নংঃ	
১.২	কাজের ধরনঃ পণ্য/কার্য/সেবাঃ	
১.৩	প্যাকেজে লট আছে কিনা? হ্যাঁ/না	

ক্রমিক	বিবরণ	
	উত্তর 'হ্যাঁ' হলে কয়টি?	
১.৪	ক্রয়-পদ্ধতিঃ	
১.৫	দরপত্র পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে কিনা। প্রকাশের তারিখ ও পত্রিকার নাম।	
১.৬	দরপত্র (১ কোটি টাকার বেশি সিপিটিউ এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে কিনা।	
২-দরপত্র দাখিল সংক্রান্ত		
২.১	দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ তারিখ কত ছিল?	
২.২	কতগুলো দরপত্র বিক্রয় করা হয়েছে?	
২.৩	কতগুলো দরপত্র জমা পড়েছে?	
২.৪	পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়েছিল কিনা?	
৩-দরপত্র উন্মুক্ত করণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত		
৩.১	দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি'র কত জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল?	
৩.২	দরপত্র মূল্যায়নে কমিটি হতে ০১ (এক) জন সদস্য 'দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি'-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল কিনা?	
৩.৩	কত তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন শেষ করা হয়েছে?	
৩.৪	উপযুক্ত (রেসপন্সিভ)দরদাতার সংখ্যা কত ছিল?	
৩.৫	দরপত্র মূল্যায়ন রিপোর্ট কত তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়া হয়েছিল?	
৩.৬	কত তারিখে দরপত্র চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে?	
৩.৭	দরপত্র Delegation of Financial Power অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে কিনা ? ৩.৭.১ কর্তৃপক্ষ কে? ৩.৭.২ অনুমোদন করেছে কে?	
৩.৮	লটের প্যাকেজগুলো 'হোপ' কর্তৃক অনুমোদিত কিনা?	

ক্রমিক	বিবরণ	
৪-কার্যাদেশ প্রদান সংক্রান্ত		
৪.১	কত তারখে Notification of Award জারি করা হয়েছিল ?	
	Initial Tender Validity Period এর মধ্যে Contract Award করা হয়েছে কিনা?	
৪.২	Contract Award CPTU- এর Website-এ প্রকাশ করা হয়েছিল কিনা?	
৪.৩	প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)	
৪.৪	উদ্ধৃত দর(টাকা)	
৪.৫	চুক্তি মূল্য(টাকা)	
৪.৬	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ কত ছিল ?	
৪.৭	বাস্তবে কাজ সমাপ্তির তারিখ উল্লেখ করুন।	
৪.৮	কাজ সমাপ্তিতে বিলম্ব হয়ে থাকলে Liquidated Damage আরোপ করা হয়েছে কিনা ?	
৪.৯	কাজটি মূল ঠিকাদার (প্রথম কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদার) কর্তৃক সমাপ্ত হয়েছিল কিনা ?	
৪.১০	ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনাকারী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একইসাথে একই প্রতিষ্ঠানের/ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করছে কিনা?	
৫- বিল প্রদান সংক্রান্ত		
৫.১	প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কাজটি সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত মর্মে প্রত্যায়নের তারিখ কত ?	
৫.২ ৫.৩	ঠিকাদারের চূড়ান্ত বিলের পরিমাণ ও দাখিলের তারিখ কত ?	
৫.৪	কর্তনকৃত আয়কর+ভ্যাট-এর পরিমাণ (টাকা)	
৫.৫	বিলম্বে কোন বিল পরিশোধ করা হয়েছে কিনা ?	
৫.৬	বিলম্বে বিল পরিশোধের জন্য সুদ পরিশোধ করা হয়েছে কিনা?	
৬-দরপত্র গ্রহণ যোগ্যতা ও স্বচ্ছতা সংক্রান্ত		

ক্রমিক	বিবরণ	
৬.১	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের কোন পর্যায়ে কোন ধরনের অনিয়ম হয়েছে এ বিষয়ে আপনি কিছু জানেন কিনা ?	
৬.২	কোন অনিয়ম হয়ে থাকলে তা কোন পর্যায়ে এবং কি ধরনের অনিয়ম হয়েছে সে বিষয়ে কিছু জানেন কিনা?	
৬.৩	ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয়নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	
৬.৪	ক্রয়কৃত পণ্য বা মালের কোন ওয়ারেন্টি ছিল কিনা? থাকলে কত দিনের?	
৬.৫	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ/কার্যাদেশ প্রদান বিষয়ে কোন ধরনের অভিযোগ ছিল কিনা?	
৬.৬	অভিযোগের কারণে কোন দরপত্রের Award Modification করতে হয়েছে কিনা?	
৬.৭	দরপত্রে উল্লিখিত মূল্য অপেক্ষা অধিক ব্যয় হয়েছিল কিনা?	
৬.৮	পণ্য/মালামাল গুলোর গুণগত মানের ক্ষেত্রে কোন বিচ্যুতি ঘটেছিল কিনা? হয়ে থাকলে কেন?	
৬.৯	কোন অভিযোগ থাকলে উহা নিস্পত্তি হয়েছে কিনা?	

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষরঃ----------তারিখঃ ----------

হাউস অব কনসালটেন্টস লিমিটেড (এইচসিএল)

বাড়ী নং # ৩৩০, রোড # ২২, মহাখালী ডিওএইচএস, ঢাকা-১২০৬

টেলিফোন : ৮৮-০২-৯৮৯৪২০৬, ফ্যাক্স:৮৮-০২-৯৮৯৪২৮৫

ইমেইল: mail.hclbd@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.hclbd.org